জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

নজির বাংলার

২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে বাংলার নিট উৎপাদন— এনএসডিপি ৯.৮৬ শতাংশ বেড়ে ১৬.৩২ লক্ষ কোটি টাকায়। সংসদে পেশ করা হয়েছে পরিসংখ্যান। আগের অর্থবর্ষে এনএসডিপি বৃদ্ধি হয় ৮.৯৪ শতাংশ

কুয়াশার প্রভাব

এখনই শীতের বিদায় নয়। তবে প্রতিদিনই বাড়বে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা। দক্ষিণের জেলাগুলিতে কুয়াশার প্রভাব। পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কারণে মেঘলা আকাশ থাকবে। গভীর রাতে ও ভোরে হালকা শীতের আমেজ

প্রফিট বুকিংয়ের জেরে কমল সোনা-রুপোর দাম

অনুপ্রবেশকারীকে আশ্রয় দিয়ে ধৃত হরিশ্চন্দ্রপুরের বিজেপি নেতা

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২৪৬ ● ৩১ জানুয়ারি, ২০২৬ ● ১৭ মাঘ ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 246 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 31 JANUARY, 2026 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বিজেপির চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই

ভবানীপুর কেন্দ্রের বিএলএ-২ নিয়ে বৈঠকে দলনেত্রী

প্রতিবেদন : বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের যৌথ চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই চাই। মনে রাখবেন এবারের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দুরাচারের বিরুদ্ধে এই লড়াই আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। শুক্রবার কালীঘাটের বাসভবনে নিজের ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিএলএ-২'দের বৈঠকে এভাবেই সকলকে লড়াইয়ের মন্ত্র দিয়েছেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একগুচ্ছ বিষয়ে এদিন তিনি সতর্ক থাকতে বলেছেন সকলকে। বৈঠকে উপস্থিত দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মেয়র ফিরহাদ হাকিম সহ সব

মাইক্রো অবজারভার বলে কিছু হয় না

কাউন্সিলরদের আরও সতর্ক থাকতে বলেন। নেত্রীর উপদেশ, মনে রাখবেন মাইক্রো অবজারভার বলে কিছু হয় না। এই ধরনের কোনও পোস্ট নেই। এরা জোর করে করছে এসব। প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার স্মরণ করাবেন। আর অবশ্যই নথি জমা দিলে তার রসিদ যেন দেয় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। এক ইঞ্চিও লড়াইয়ের জমি ছাড়া যাবে না। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়েই নেত্রী বলেন, আমি অনুমতি পেলে সাধারণ মানুষ হিসেবে সুপ্রিম কোর্টে বলব। আপনারা দিন-রাত অনেক পরিশ্রম করছেন। আপনাদের আগামী কয়েকদিন আরও লড়াই (এরপর ১২ পাতায়)

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

অভয়

জোট বাঁধো তৈরি হও
হও বরাভয়
হও নির্ভয়
যদি চাও জীবনে জয়।।

মানুষের স্বার্থে এক হও
হও মৃত্যুঞ্জয়
হও অজেয়
ভয়কে করো একেবারে জয়।।

মাটির স্বার্থে এক হও
হও দুর্জয়
মায়ের স্বার্থে এক হও
হও সাশ্রয়।।

বাংলার স্বার্থে এক হও
হও সঞ্চয়
সবার স্বার্থে এক হও
হও অভয়।।

রাজ্য পুলিশের নয়া ডিজি পীযূষ পাণ্ডে, সিপি সুপ্রতিম

পীযূষ পাণ্ডে।

সুপ্রতিম সরকার।

প্রতিবেদন : রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক নিযুক্ত হলেন পীযূষ পাণ্ডে। রাজীব কুমারের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি। রাজীব কুমারের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ জানুয়ারি। তার আগেই রাজ্য পুলিশের শীর্ষপদে পীযূষ পাণ্ডের নাম চূড়ান্ত করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে কলকাতা পুলিশ কমিশনার পদেও এল পরিবর্তন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, কলকাতার বর্তমান পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মার জায়গায় কলকাতার নতুন নগরপাল হচ্ছেন সুপ্রতিম সরকার। আর নতুন ডিজি মনোনীত হওয়া পীযূষ পাণ্ডের ছেড়ে আসা ডিরেক্টর সিকিউরিটি পদে এলেন মনোজ ভার্মা। রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের এডিজি হয়েছেন জাভেদ শামিম। এডিজি আইনশৃঙ্খলা পদে দায়িত্ব পেলেন বিনীত গোয়েল। শুধু শীর্ষ পদেই নয়, লালবাজারের তরফে কলকাতার ৪০টিরও বেশি থানায় ওসি পদে রদবদল করা হয়েছে।

এদিন রাজ্য প্রশাসনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরে রদবদল হল। সর্বশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দফতরের সচিব থেকে শুরু করে বন দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব, সেচ দফতরের সচিব ও অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের সচিব পদে রদবদল করা হয়েছে। এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা শুক্রবার জারি করেছে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর।

বিনামূল্যে স্কুল থেকে দিতে হবে স্যানিটারি প্যাড, সুপ্রিম নির্দেশ

প্রতিবেদন : বেঁচে থাকার অধিকারের সঙ্গে সমার্থক সুস্থ ঋতুস্রাবের অধিকার। স্কুল পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে সেই অধিকার স্কুল থেকে পাওয়া শুরু হোক। সেই লক্ষ্যে এবার দেশের সব রাজ্য, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের পাশাপাশি সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের বিনামূল্যে স্যানিটারি প্যাড দিতে হবে। শুক্রবার নির্দেশ জারি করল দেশের শীর্ষ আদালত। এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ জানায়, দেশ কতটা উন্নতি করেছে সেটা প্রমাণিত হয় দুর্বলদের (এরপর ১২ পাতায়)

শুনানিতে ডেকে ফিরতে বাধা পরিযায়ী শ্রমিকদের

প্রতিবেদন : কাতারে কাতারে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক আটকে বেঙ্গালুরুতে। বাড়িতে নোটিশ পাঠিয়ে ডাকা হয়েছে এসআইআর-শুনানিতে। অথচ বেঙ্গালুরু থেকে বাংলায় ফেরা নিয়েই তৈরি হয়েছে

ভোটার লিস্টে নাম কাটতে নয়া ষড়যন্ত্র

চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা। নানারকমভাবে বাধার মুখে পড়ে দরিদ্র শ্রমিকদের বাড়ি ফেরা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আর খেটে-খাওয়া মানুষগুলোকে এইভাবে হেনস্থা করে উল্লাসে মেতেছে অমানবিক বিজেপি-কমিশন।

তৃণমূল কংগ্রেস এই হয়রানির প্রতিবাদে কমিশন-বিজেপির যৌথ চক্রান্তের তীব্র নিন্দা করেছে।

ট্রাঙ্ক-ভর্তি নথি নিয়ে এসআইআর শুনানি কেন্দ্রের উদ্দেশে ভোটাররা।

কমিশনের কাছে তৃণমূলের সাফ প্রশ্ন, বেঙ্গালুরু থেকে ফেরার ট্রেনের টিকিট নেই, বিমানের ভাড়া সামর্থ্যের বাইরে— গরিব মানুষগুলো ঘরে ফিরবে কীভাবে? এই মানুষগুলোর শুনানি কি ভার্চুয়াল মাধ্যমে করা যেত না?

বাংলার লক্ষাধিক দক্ষ শ্রমিককে কর্মসূত্রে থাকতে হয় দক্ষিণ ভারতে। একটা বড় অংশ কাজ করেন বেঙ্গালুরুতে। এসআইআরে দুর্বোধ্য 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র নামে বাংলার ১.২০ কোটি ভোটারকে ডেকে পাঠানো হয়েছে শুনানিতে। তার মধ্যে রয়েছেন বেঙ্গালুরুতে কর্মরত (এরপর ১২ পাতায়)

ফের সারে মৃত্যু

প্রতিবেদন : বৃহস্পতিবার শুনানির লাইনে দাঁড়িয়ে অসুস্থ বৃদ্ধ। ভর্তি করা হয়েছিল হাসপাতালে। শুক্রবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালেই ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন বীরভূমের নলহাটির বসিন্দা ৭৬ বছরের রফিকুল ইসলাম। পরিবারের দাবি, শুনানির নোটিশ পেয়ে চিন্তায় ছিলেন রফিকুল।

দিদির ফেরানো সেই জমিতে ফলছে ফসল

প্রতিবেদন : সোনার ফসল আবারও আগের মতোই ফলছে সিঙ্গুরে। আর এতেই মুখে হাসি ফুটেছে সিঙ্গুরের চাষিদের। সিঙ্গুরের যে সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করেছিল তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সেই জমি ফেরতের দাবি নিয়েই সেইসময় চাষিদের সাথে লড়াই করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা

সিঙ্গুরে স্বস্তিতে এখন কৃষকরা

বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই লড়াইয়ের জয়ের পরেই পালাবদল ঘটে রাজ্যে। ক্ষমতায় আসে তৃণমূল সরকার। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই সিঙ্গুরের অধিগ্রহণ হওয়া জমি ফেরতের উদ্যোগ নেন। আর চাষিরা ফেরত পান জমি। এরপর ২০১৬ সালে অক্টোবর মাসে গোপালনগর এলাকায় নিজে হাতে চাষের জমিতে (এরপর ১০ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

31 January, 2026 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৮৪৭ শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯) এদিন ২৪ পরগনার চিংড়িপোতা গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। ধর্ম সংস্কারক এবং শিক্ষাবিদ পণ্ডিত। ১৮৭৭ সালে শিবনাথ ব্রাহ্ম যুবকদের 'ঘননিবিষ্ট' নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতিতে সংগঠিত করে পৌত্তলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে এবং নারী-পুরুষের সমানাধিকার ও সর্বজনীন শিক্ষার পক্ষে সংস্কার আন্দোলনের সূচনা করেন। শিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি সিটি স্কুল ও স্টুডেন্টস সোসাইটি নামে একটি গণতান্ত্রিক ছাত্র সমিতি (১৮৭৯) এবং নারীশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে মেয়েদের নীতিবিদ্যালয় (১৮৮৪) স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম সমাজের পক্ষে ভারতের প্রথম কিশোর মাসিক পত্রিকা 'সখা' (১৮৮৩) তাঁর উদ্যোগেই প্রকাশিত হয়। ১৮৯২ সালে তিনি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন সাধনাশ্রম। শিবনাথ কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, জীবনী ইত্যাদি ধারায় অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তার কয়েকটি অনুবাদ ও সম্পাদিত গ্রন্থও আছে। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯০৪), আত্মচরিত (১৯১৮), History of Brahma Samaj ইত্যাদি তাঁর গবেষণামূলক আকরগ্রন্থ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য রচনা হল : নিবাসিতের বিলাপ (১৮৬৮), পুষ্পমালা (১৮৭৫), মেজবৌ (১৮৮০), হিমাদ্রি-কুসুম (১৮৮৭), পুষ্পাঞ্জলি (১৮৮৮), যুগান্তর (১৮৯৫), নয়নতারা (১৮৯৯), রামমোহন রায়, ধর্মজীবন (৩ খণ্ড, ১৯১৪-১৬), বিধবার ছেলে (১৯১৬) ইত্যাদি।

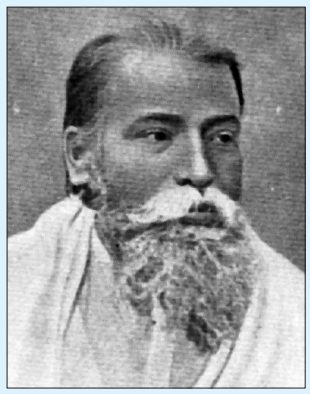

২০০০ আলাস্কা এয়ারলাইন্স ফ্লাইট ২৬১ এদিন প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ফলে ওই বিমানের ৮৮ জন যাত্রীর সলিলসমাধি হয়।

১৬০৬ লন্ডনে গাই ফক্সের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হল এদিন। গাই ফক্স সেইসব ষড়যন্ত্রকারীদের একজন যারা রাজা প্রথম জেমসকে হত্যা করতে এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। রাজার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি রোমান ক্যাথলিকদের ওপর অত্যাচার চালাতেন।

১৯৪৩ জার্মান ফিল্ড মার্শাল ফ্রেডরিখ পলাস এদিন স্তালিনগ্রাদে সোভিয়েতের লাল ফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। এই ঘটনার দু'দিন পর জার্মান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে।

২০২০ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ছাড়ল ইউনাইটেড কিংডম বা সংযুক্ত রাজ্য। তিন বছর আগে ব্রিটেনের মানুষ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ছাড়ার পক্ষে গণভোটে রায় দেয়। তার এতদিন পর সেই রায়ের অনুকূলে পদক্ষেপ করল ব্রিটেন।

১৯৫৮ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশে যাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামবে বলে এদিন এক্সপ্লোরার ১-কে মহাকাশে পাঠায়। এটি হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তরফে উৎক্ষিপ্ত প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ।

১৯৬৩ ময়ূরকে এদিন ভারতের জাতীয় পাখি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। এশিয়ায় পাভো গণে মোট দুই প্রজাতির এবং আফ্রিকায় আফ্রোপাভো গণে একটি ময়ূরের প্রজাতি দেখা যায়। এশিয়ার প্রজাতি দু'টি হল নীল ময়ূর আর সবুজ ময়ূর। আফ্রিকার প্রজাতিটির নাম কঙ্গো ময়ূর। নীল ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি।

৩০ জানুয়ারি কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৬৯১০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৬৯৯৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৬১৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	৩৫১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	৩৫১২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯৩.১০	৯০.১৯
ইউরো	১১১.০৬	১০৭.৪১
পাউন্ড	১২৮.৪১	১২৩.৮৩

নজরকাড়া ইনস্টা

ঋতাভরী

মনামী ঘোষ

কর্মসূচি

অসমের কামরূপ জেলার পলাশবাড়িতে অসম তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এক কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ কামরূপ জেলার আহ্বায়ক বিকাশনাথ যোগী-সহ দলের কর্মী-সমর্থকেরা।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৬৩০

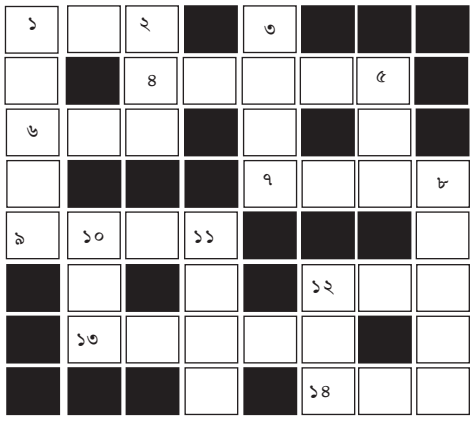

পাশাপাশি : ১. ঐন্দ্রজালিক, জাদুকর ৪. (আল.) বিপদে ফেলা ৬. বৎসর, বছর ৭. শ্রমজীবী ৯. বসন্ত উৎসব ১২. ধাতুর গুণবর্জিত ১৩. নাট্যশালা ১৪. সর্বস্বত্যাগী ভিক্ষু।

উপর-নিচ : ১. পরিমিতিবোধ ২. সম্মান, খাতির ৩. ভয়োৎপাদক ৫. অপসারণ, দূরীকরণ ৮. নিঃশেষে দান ১০. আপত্তি ১১. জলে ভরা ১২. মন্থর, ধীর।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৬২৯ : **পাশাপাশি :** ১. দোষাকর ৩. কারবা ৫. নাম ৭. তনিকা ৮. পেটোয়া ১০. অনীহা ১২. ময়ূখ ১৪. লক্ষ ১৭. সজাগ ১৮. পরিভয়। **উপর-নিচ :** ১. দোমনা ২. রক্ষিত ৩. কাপেকাপে ৪. বার ৬. মথনী ৯. টোটাল ১১. হামবাগ ১৩. খধূপ ১৫. ক্ষত্রিয় ১৬. শাঁস।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

সপ্তাহান্তে ফের যাত্রী ভোগান্তির আশঙ্কা। আসানসোল ডিভিশনে আধুনিকীকরণের কাজের জন্যই শনি ও রবিবার বাতিল একাধিক ট্রেন

আমার শহর

31 January, 2026 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৩১ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

নিট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদন বাড়ল ১০ শতাংশের কাছাকাছি

নজির গড়ল বাংলা

প্রতিবেদন : ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে বর্তমান মূল্যে পশ্চিমবঙ্গের নিট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদন-এনএসডিপি ৯.৮৬ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬.৩২ লক্ষ কোটি টাকায়। বৃহস্পতিবার সংসদে পেশ হওয়া অর্থনৈতিক সমীক্ষার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আগের অর্থবর্ষে এই বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৯৪ শতাংশ। অর্থাৎ এক বছরে রাজ্যের আর্থিক বৃদ্ধির গতি বেড়েছে অনেকটাই।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার পরিসংখ্যান সংযোজনীতে জানানো হয়েছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে পশ্চিমবঙ্গের নিট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৪.৮৫ লক্ষ কোটি টাকা। চলতি অর্থবর্ষে তা বেড়ে ১৬.৩২ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে তামিলনাড়ু ১৫.৭৬ শতাংশ বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের শীর্ষে রয়েছে। তবে বেশিরভাগ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ভাল। পঞ্জাবে নিট রাজ্য ঘরোয়া উৎপাদনের বৃদ্ধি হয়েছে ৯.১২ শতাংশ এবং দিল্লিতে ৯.২৮ শতাংশ, যা বাংলার ৯.৮৬ শতাংশ বৃদ্ধির চেয়ে কম। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মধ্যে কর্নাটকে ১২.৭৯ শতাংশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ১২.২৮ শতাংশ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা গিয়েছে।

অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্য বলছে, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের তুলনায় বাংলার আর্থিক বৃদ্ধির হার অনেকটা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অতিমারি পরবর্তী পর্বে আর্থিক পুনরুদ্ধারের সময় ২০২১-২২ অর্থবর্ষে যে বৃদ্ধি হয়েছিল, সেই অঙ্ক এখনও ছুঁতে পারেনি রাজ্যের নিট ঘরোয়া উৎপাদনের গতি।

অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার নির্দেশ

প্রতিবেদন: সোমবার থেকে শুরু চলতি বছরের মাধ্যমিক। কিন্তু এখনও অ্যাডমিট কার্ড হাতে পায়নি ভবানীপুরের একটি নামী স্কুলের এক পরীক্ষার্থী। বাধ্য হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। বিষয়টা জানামাত্রই স্কুলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। শুক্রবার সন্ধের মধ্যে আবেদনকারী পড়ুয়াদের এনরোলমেন্ট চেয়ে আবেদন করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মধ্যশিক্ষা পর্ষদকেও জরুরি ভিত্তিতে অ্যাডমিট কার্ড দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। গোটা ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনের ঘটনা। আবেদনকারী ছাত্রের নাম অয়ন দাস। তাঁর অভিযোগ ছিল, শুক্রবার সকাল পর্যন্ত অ্যাডমিট কার্ড পায়নি সে। এদিকে সোমবার থেকেই শুরু হচ্ছে পরীক্ষা। এক পর্যায়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয় সে। আদালতে স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকে দায়ী করেছে ওই ছাত্র। এদিন সেই সংক্রান্ত মামলাতেই স্কুল কর্তৃপক্ষকে জরিমান ও মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী যাতে অ্যাডমিট পায় সে ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। প্রসঙ্গত, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে মাধ্যমিক। শেষ হবে ১২ ফেব্রুয়ারি।

প্রশাসনিক রদবদলে বাড়তি দায়িত্ব পেলেন বিনোদ কুমার

প্রতিবেদন : রাজ্য প্রশাসনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দফতরে রদবদল হল। সর্বশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দফতরের সচিব রাজেশ কুমার অবসর গ্রহণ করছেন। তাঁর জায়গায় ওই দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে শিক্ষা সচিব বিনোদ কুমারকে। এই দায়িত্ব তিনি অতিরিক্ত ভাবে সামলাবেন।

বনদফতরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব পদে নিযুক্ত হলেন মণীশ জৈন। তিনি এতদিন সেচ দফতরের সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। সেচ দফতরের দায়িত্ব এবার দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণ গুপ্তাকে। তিনি বর্তমানে সমবায় দফতরের দায়িত্বে রয়েছেন এবং তার সঙ্গেই সেচ দপ্তরের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলাবেন।

এ ছাড়াও অনগ্রসর কল্যাণ দফতরের সচিব সঞ্জয় বনশলকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জলসম্পদ দফতরের। ফলে তিনি একই সঙ্গে দুই দফতরের কাজ দেখভাল করবেন। এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা শুক্রবার জারি করেছে কর্মিবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার দফতর।

রাতের তাপমাত্রা বাড়ল ৩ ডিগ্রি

প্রতিবেদন: মরশুমে এই প্রথমবার রাতের পারদ স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। মাত্র ৪৮ ঘণ্টায় রাতের পারদ বেড়েছে প্রায় ৩ ডিগ্রি। জানুয়ারির শেষ লগ্নেই অকালমৃত্যু শীতের। পরিসংখ্যান বলছে, মঙ্গলবার রাতে তাপমাত্রা ছিল ১৫.৬ ডিগ্রি, বুধবার রাতে তা বেড়ে হয়েছে ১৬.৮ ডিগ্রি এবং বৃহস্পতিবার রাতে ১৭.৯ ডিগ্রির ঘরে পৌঁছেছে তাপমাত্রা। রাতের পাশাপাশি দিনের তাপমাত্রাও ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। জানুয়ারিতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৭ ছুঁয়েছে। আবহাওয়াবিদদের আশঙ্কা, ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি থেকেই দিনের পারদ ৩২ থেকে ৩৪ ডিগ্রিতে পৌঁছতে পারে। মার্চে তা ৩৮ থেকে ৪০ ডিগ্রি ছুঁয়ে ফেললেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, মার্চ থেকেই তীব্র গরমের দাপট দেখা যাবে। এপ্রিলে ফের তাপপ্রবাহের চোখ রাঙানি চলবে। ২০২৬ সালে ফের উষ্ণ বছর এল নিনোর প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। এবারের গ্রীষ্ম সাম্প্রতিক অতীতের উষ্ণতার রেকর্ড ভাঙতে পারে বলেই আশঙ্কা। আবার শক্তিশালী পশ্চিমি ঝঞ্ঝার প্রভাবে উত্তরবঙ্গে আংশিক হাওয়া বদলের সম্ভাবনাও রয়েছে। দার্জিলিংয়ে হালকা তুষারপাতের সঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কালিম্পং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় দু'এক পশলা হালকা বৃষ্টি হতে পারে। সিকিমে বৃষ্টি ও তুষারপাতের সম্ভাবনা প্রবল, যার প্রভাব পড়বে দার্জিলিং পার্বত্য এলাকাতেও।

প্রয়াণদিবসে স্মরণে জাতির জনক

ময়দানে গান্ধীমূর্তিতে শ্রদ্ধা তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি ও রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের।

মেয়ো রোডে গান্ধীমূর্তিতে রাজ্য সরকারের তরফে শ্রদ্ধা নিবেদনে কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন রাজ্যপালও।

নবান্নে মহাত্মা গান্ধীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়।

বারাকপুর গান্ধীঘাটে শ্রদ্ধায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু।

কলকাতা বইমেলার জাগোবাংলা মুক্ত মঞ্চে 'গান্ধীজির ভারত' বিষয়ক আলোচনা সভায় পূর্ণেন্দু বসু, রন্তিদেব সেনগুপ্ত, সৈকত মিত্র, বর্ণালী মুখোপাধ্যায়, সৈয়দ তানভীর নাসরিন, সুমন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বেলেঘাটা গান্ধীভবনে তৃণমূল কংগ্রেস এবং গান্ধী স্মারক সমিতির উদ্যোগে মানববন্ধন। ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ অলোক দাস, বিধায়ক পরেশ পাল সাংবাদিক স্নেহাশিস সুর-সহ অন্যেরা।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

31 January, 2026 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

হাসছে সিঙ্গুর

হাসছে সিঙ্গুর। চক্রান্তের বেড়াজাল ছড়িয়েও শেষ পর্যন্ত লাভ হল না বিরোধীদের। সিঙ্গুরে জমি ফেরত পেয়ে সেই জমিতে আবার চাষ শুরু করে ফসল ফলাচ্ছেন কৃষকরা। সেই ফসল থেকেই হচ্ছে আয়। চলছে সংসার। জমি ফেরতের দাবিতে প্রায় বিশ বছর আগের লড়াই আজও হুগলি কেন, বাংলার জমি আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ২০১৬ সালের অক্টোবর মাসে জমি ফেরত পাওয়ার পর গোপালনগরে বীজ ছড়িয়ে চাষের শুরু করেছিলেন তৃণমূলনেত্রী। হলুদ সরষে ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তারপর আর পিছনে তাকাতে হয়নি। জমি ফেরত থেকে শুরু করে সেই জমি চাষযোগ্য করে তোলা— সবটাই হয়েছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে। প্রত্যেক দিন জমি আয়তনে বাড়ছে। এখন সিঙ্গুরের গোপালনগর, খাসেরভেড়ি, বেরাভেড়ি, বাজেমেলিয়া, সিংহেরভেড়ি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় চাষ হচ্ছে। ধান-সরষে-আলু-বাদাম... কতকিছু। হাসি ফুটেছে চাষিদের মুখে। তাঁদের বক্তব্য, আমরা তো শিল্পবিরোধী নই, আমরা শুধু বলেছিলাম দো-ফসলি আর তিন ফসলি জমি ছেড়ে দিয়ে শিল্প করা হোক। ওদের জেদের কারণে হয়নি। কিন্তু দিদি পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমরা সোনা ফলাচ্ছি। সিঙ্গুর নিয়ে মাঝে মধ্যেই নানা বিতর্ক, নানা মিথ্যাচার। যাঁরা এই চক্রান্তের ভাগীদার তাঁদের ক্ষমতা থাকলে একবার কৃষকদের সামনে দাঁড়িয়ে এ-কথা বলুন।

e-mail থেকে চিঠি

এবার মানুষের পেটে থাবা খাবার কাড়ছে মো-শা-বাবা

খাদ্যের অধিকার কতটা মূল্যবান তার ব্যাখ্যা আজ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু সেই অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে মোদি জমানার তৃতীয় পর্বে। চাল-গমের পরিবর্তে রেশন গ্রাহকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি খাদ্যশস্যের দাম হস্তান্তরের (ডিবিটি) তোড়জোড় শুরু হয়েছে। যেমনটা করা হয়ে থাকে কয়েকটি সামাজিক সুরক্ষামূলক প্রকল্প বা কর্মসূচি চালু রাখার জন্য। পিএমও থেকে খাদ্যমন্ত্রকে ফরমান গিয়েছে, রেশন খাতে ব্যয়ভার দ্রুত কমাতে হবে। সেইমতো ইতিমধ্যেই ডিবিটি চালু হয়ে গিয়েছে চণ্ডীগড়, লাক্ষাদ্বীপ, পুদুচেরি এবং মহারাষ্ট্রের একাংশে। সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, ওইসব এলাকায় ১১৩ কোটি টাকা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার করাও হয়েছে। মনে করিয়ে দিই, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ৮০ কোটি গরিব মানুষের মনজয়ে প্রধানমন্ত্রী বুক বাজিয়ে দাবি করেছিলেন, রেশন মারফত বিনামূল্যে খাদ্যশস্য বণ্টনের মেয়াদ আরো পাঁচবছর বৃদ্ধি করা হল। গরিব মানুষের খাদ্যের অধিকার সুরক্ষিত রাখার জন্য একমাত্র মোদি সরকার কতটা আন্তরিক ও তৎপর, সেদিন তারও ফিরিস্তি শোনাতে কার্পণ্য করেননি তিনি। মোদি বরাবর দাবি করে থাকেন, গরিবের দুঃখকষ্ট তাঁর পক্ষেই যথাযথ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়েছে, কেননা তিনি নিজেও উঠে এসেছেন গরিবের ঘর থেকে। কিন্তু ভোট হাতিয়ে সরকার গঠনের পরই শুরু হয়েছে তাঁর ভোলবদল। রেশন নিয়ে নানাসময়ে নানাবিধ জনবিরোধী ঘোষণা দেশবাসীর কানে এসেছে। এখন কেন্দ্রীয় সরকার এই চিন্তায় যে, রেশন দিতে গিয়ে নাকি তাদের কোষাগার খালি হয়ে যাচ্ছে। বেরিয়ে যাচ্ছে ১১ লক্ষ ৮০ হাজার কোটি টাকা! তাই গণবণ্টন ব্যবস্থার খরচ তলানিতে নামিয়ে আনার লক্ষ্যে গবেষণা চলছে। এজন্য প্রথমেই করা হয়েছে গ্রাহক হ্রাসের পদক্ষেপ। গ্রাহকের হাতে আর সরাসরি খাদ্যশস্য বণ্টন নয়, তার পরিবর্তে চালু হবে ডিবিটি কিংবা গ্রাহকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে ফুড ভাউচার, যাতে প্রকৃত লেনদেনে সরকারের নজরদারি আরো কঠোর হতে পারে। আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও যারা গরিবের রেশনে ভাগ বসাচ্ছে, তাদের অবশ্যই ছেঁটে দেওয়া দরকার। প্যান, আধার, ব্যাংক লেনদেন প্রভৃতি সূত্রে সেই 'অযোগ্যদের' খুঁজে বের করা সম্ভব। ইতিমধ্যে কিছু কার্ড চিহ্নিতও হয়েছে বলে সরকারের দাবি। বেনিয়ম ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতেই দেদার ঘটেছে বলেও খবর। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, গরিবের বা ক্ষুধার্তের খাদ্যের অধিকার কেড়ে নিতে হবে!

— শঙ্খ শুভ্র চট্টোপাধ্যায়, আরামবাগ, হুগলি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

যতই করো হামলা এগিয়ে সেই বাংলা

সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের দিদি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মা-মাটি-মানুষের সরকার। লিখছেন **পলাশ সাধুখাঁ**

"দেশের সেরা বাংলা
বিশ্বসেরা বাংলা
মাতৃময়ী মা বাংলা
কর্মময়ের বাংলা।
ষড়যন্ত্র যতই হোক, বাংলা দিদির সাথেই আছে।"
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার থেকে স্বাস্থ্যসাথী— উন্নয়ন ঘরে ঘরে, দিদি সবার অন্তরে...

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পনেরো বছরের শাসনকাল পূর্ণ হতে চলেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, সবুজ সাথী, নিজশ্রী, স্বাস্থ্যসাথী, দুর্গাপুজার জন্য লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ করার মতো অগণিত প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে আমাদের দিদির মা-মাটি-মানুষের সরকার জনকল্যাণ ও মানুষের মন জয় দুটিই করে চলেছে। বাংলার দশ কোটি মানুষ আগেও বুঝিয়েছে ও আগামীদিনেও দেখিয়ে দেবে যে তারা মমতাময়ী মায়ের স্নেহের ছায়াতেই থাকতে চায়। বাম জমানায় তাদের ভাড়া করা ক্যাডারদের অত্যাচারে কাঁপত বাংলার মানুষ। তাদের আতঙ্ক দূর করে সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সুস্থ পরিবেশ তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের দিদি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন মা-মাটি-মানুষের সরকার ইতিমধ্যেই বারো লক্ষ মানুষকে 'বাংলার বাড়ির টাকা' পৌঁছে দিয়ে তাদের জন্য মাথার ছাদের বন্দোবস্ত করে দিয়েছে ও আগামী দিনে আরো কুড়ি লক্ষ মানুষের কাছে বাড়ির টাকা পৌঁছে যাবে।

আমাদের সুযোগ্য নেতা ভবিষ্যতের কান্ডারি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জির নেতৃত্বে জেলায় জেলায় 'রণসংকল্প সভার' সাফল্য আজ সর্বজনবিদিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বারুইপুরের সমাবেশ থেকে এই কর্মসূচির সূচনা। কোচবিহার,ইটাহার, বারাসাত,নদীয়া, বীরভূম, নন্দীগ্রামে, পুরুলিয়া ইত্যাদি যেখানেই তিনি যাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় বুঝিয়ে দিচ্ছে তাদের মনের কথা, ভালোবাসার কথা, সমর্থনের জোয়ার।

এই দিগন্তবিস্তৃত সমাগম নিছক কোনো ছোটখাটো জমায়েত নয় বরং স্বৈরাচারী বিজেপিকে বিসর্জন দিতে মাননীয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রণসংকল্প সভার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর রোড শো গুলি হল ঐক্যবদ্ধ শপথ নেওয়ার এক মহামিলনক্ষেত্র।

এই সভাগুলি থেকে অত্যাচারী বিজেপি সরকারের অন্যতম মেঘনাদ দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর করা অনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিয়ে জানিয়েছেন যে তিনি আগেও দিল্লিতে কমিশনের দফতরে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবার কলকাতার সিইও অফিসে গিয়েও সাধারণ মানুষকে তাদের তথ্যগত অসঙ্গতি নিয়ে হয়রানি করার বিষয় নিয়ে কথা বলবেন। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী বারবার নির্বাচন কমিশনকে চিঠি পাঠিয়ে তাদের ভুলগুলো শুধরে নেওয়ার কথা বলেছেন। তিনি বারবার অভিযোগ করেছেন এসআইআর-এর তালিকায় জীবিতদের মৃত দেখানো হচ্ছে যাতে ষড়যন্ত্রকারী বিজেপির সরকার বাইরে থেকে অবাঙালিদের এই রাজ্যে ঢুকিয়ে তাদের দিয়ে ভোট দেওয়াতে পারে ও জেতার পথ তৈরি করতে পারে। মাননীয় অভিষেক

ব্যানার্জি তাঁর সভাগুলির রাম্পে নির্বাচন কমিশনের খাতায় মৃত ভোটারদের হাঁটিয়ে কমিশনকে কটাক্ষ করে বলেন এঁরা যদি মৃত হয় তাহলে উনি কি ভূতেদের সঙ্গে হাঁটছেন? উনি সোচ্চারে বাংলার মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন যে ইভিএমের বোতাম যেন এমনভাবে টেপা হয় যাতে যারা আপনাদের আনম্যাপড করেছে তাদের বাংলার বাইরে বের করে দেওয়া যায়। বীরভূমের রামপুরহাটের সভা থেকে মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জি বলেন অসুস্থ, বয়স্ক মানুষকে দূর-দূরান্ত থেকে শুনানিতে ডেকে হেনস্থা করা হচ্ছে।জেলায় জেলায় এসআইআর-এর ভয়ে আত্মহত্যা ও বিএলও মৃত্যু নিয়ে তিনি বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি এও পরামর্শ দিয়েছেন নাম বাদ গেলে সকলেই যেন ছয় নম্বর ফর্ম পূরণ করে নতুন করে আবেদন করেন। বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেট দলের তারকা মহম্মদ শামি, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ ড. অমর্ত্য সেন, অভিনেতা সাংসদ দেব— এইসব ব্যক্তিত্বর শুনানিতে ডাকা নিয়েও তিনি নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন।

তবে দিকে দিকে মানুষ প্রতিবাদ করে বুঝিয়ে দিচ্ছে তারা এই অত্যাচার সহ্য করবেনা। গদি বাঁচাতে বিজেপি আজ এসআইআর-এর নামে বিভিন্ন রাজ্যগুলোতে সংবিধান ও গণতন্ত্রের ওপর নগ্ন আক্রমণ চালাচ্ছে। সুপ্রিয় কোর্টে হেরে গিয়েও লজ্জা নেই এদের।

মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জির মস্তিষ্কপ্রসূত অন্যতম একটি জনকল্যাণমুখী কাজ হল সেবাশ্রয়। ডায়মন্ড হারবার, বজবজ ও নন্দীগ্রামে এই সেবাশ্রয়ের বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরিসেবায় বহু মানুষ উপকৃত। নন্দীগ্রামে নবনির্মিত সেবাশ্রয় শিবিরের দুটি মডেল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন বাম জমানায় জমি আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ পরিবারের সদস্যরা। বিরোধী নেতা শুভেন্দু অধিকারীর প্রবল বাধা সত্ত্বেও স্থানীয় মানুষদের ভিড় এখানে ছিল দেখার মতো। এখানে সকাল ৭টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চিকিৎসেরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্যপরিষেবা দিচ্ছেন।

সেবাশ্রয়গুলির বিভিন্ন ক্যাম্পগুলি থেকে সাধারণ মানুষ চোখ, হৃৎপিণ্ড, হাড়ের বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসা সুযোগ্য চিকিৎসকদের থেকে বিনামূল্যে পাচ্ছেন ও সেইসঙ্গে ভাল ওষুধ, লিভারের চিকিৎসার সুব্যবস্থা রয়েছে। মানুষ ধন্য-ধন্য করছে মাননীয় অভিষেক ব্যানার্জিকে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও অসুস্থ মানুষরা দুহাত তুলে আশীর্বাদ করছেন এই নবীন নেতাকে। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের এখানে কাজের সুযোগ করে দিয়েছেন। তিনি দলের মধ্যে নবীন প্রবীণের মেলবন্ধন ঘটিয়ে দলের ভিত মজবুত করেছেন।

ডায়মন্ড হারবারের জনগণের সু-স্বাস্থ্যের লক্ষ্যে তৈরি নিজের স্বপ্নের সেবাশ্রয়কে কয়েকদিন আগেপর্যবেক্ষণ করলেন। রাজনীতি নয়, মানুষকে সর্বোচ্চ স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়াই অগ্রাধিকার পাবে নির্দেশ দিয়েছেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত সেবাশ্রয় শুধুই একটি মডেল ক্যাম্প নয়। ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার প্রতিটি সেবাশ্রয় ক্যাম্পে রাজনৈতিক মত ও দল নির্বিশেষে আসা প্রতিটি মানুষ যেন অত্যাধুনিক ও সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা পান, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে স্ত্রীকে সন্দেহ। অবশেষে স্ত্রীর লম্বা চুল কেটে নেড়া মাথায় গোবরজল ঢেলে দিয়ে হাতেনাতে গ্রেফতার সেনাকর্মী। হাবড়ার কুমড়া খারোবেলের ঘটনা

২ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা

শিক্ষকদের অব্যাহতি দিতে হবে পরীক্ষার সময়, সিইওকে পর্ষদ

প্রতিবেদন: মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন হয় পঞ্চাশ হাজার পরিদর্শকের। কিন্তু বর্তমানে বেশিরভাগ শিক্ষকই যুক্ত রয়েছেন বিএলওর কাজে। তাই ইতিমধ্যেই পরীক্ষার দিন যাতে সে সমস্ত শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়া হয় তার অনুরোধ জানিয়ে সিইও মনোজ আগরওয়ালকে চিঠি দিয়েছেন পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। এই শিক্ষকদের যদি পরীক্ষার সময় অব্যাহতি দেওয়া না হয় তাহলে ব্যাহত হতে পারে পরীক্ষা ব্যবস্থা। তার দায় কি আদৌ কমিশন নেবে? কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়েছে পর্ষদের সঙ্গে কথা না বলেই শিক্ষকদের ওপর একপ্রকার জোর করে বিএলওর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছে কমিশন। এই নিয়ে বহু শিক্ষক প্রতিবাদও করেছেন। ব্যাহত হয়েছে পঠনপাঠন। বহু ক্ষেত্রে সিলেবাস কমপ্লিট করা যায়নি। যদিও

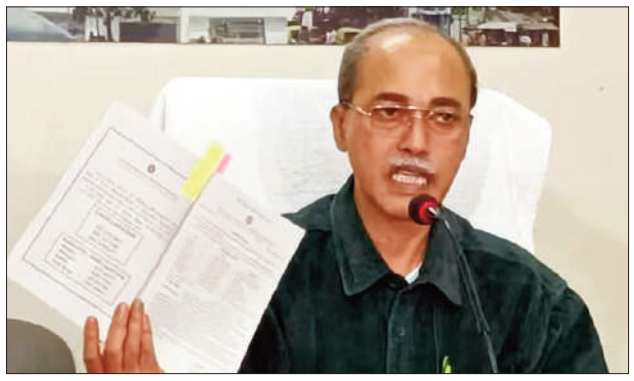

শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে পর্ষদ সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

শিক্ষকদের অব্যাহতি দেওয়া হবে বলে আশাবাদী পর্ষদ সভাপতি। তিনি জানান, শিক্ষকদের প্রাথমিক দায়িত্ব শিক্ষকতা করা। তাই কমিশন বাধ্য শিক্ষকদের পরীক্ষার সময় ছাড়তে। বাকি ছুটির দিন বা অন্য যেদিন সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের পরীক্ষার ডিউটি থাকবে না সেদিন তাঁকে দিয়ে বিএলওর কাজ করালে পর্ষদের আপত্তি করার জায়গা নেই।

জেলা নির্বাচনী আধিকারিকদের পাঠানো চিঠিতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে জানানো হয়েছে,

পরীক্ষার সময়ে শিক্ষকরা শুধুমাত্র স্কুল ও পরীক্ষার কাজে মনোযোগ দেবেন। তাঁদের ওপর নির্বাচনী দায়িত্ব চাপানো যাবে না। মাধ্যমিক পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে শিক্ষকদের স্কুলে উপস্থিতি যাতে ঠিক থাকে সেই নিয়েই চিঠি দিলেন পর্ষদ সভাপতি। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষকেরা পরীক্ষা চলাকালীন প্রশ্নপত্র সংরক্ষণ, পরীক্ষাকেন্দ্রে নজরদারি এবং পরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকলে এই দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হবে না। তাই রাজ্যের ২৩টি জেলার শিক্ষকেরা পরীক্ষার দিন বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত বিএলও দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকবেন। পর্ষদের সাফ যুক্তি, শিক্ষকদের পেশাগত কাজে ক্ষতি না করে নির্বাচন-কাজে ব্যবহার করা উচিত। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনাও স্পষ্ট, শিক্ষকদের ছুটির দিন বা পরীক্ষার পরেই বিএলও কাজে নিয়োগ দিতে হবে।পরীক্ষার সময়ের পরে বা শুধুমাত্র ছুটির দিনে শিক্ষকদের নির্বাচন-কাজে ব্যবহার করতে হবে।

একনজরে মাধ্যমিক

আগামী সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে চলতি বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা। গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থী বাড়ল প্রায় ২ লক্ষ। তার আগে শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দিলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়।

- ১০.৪৫টা থেকে শুরু প্রশ্ন বিতরণ
- ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত পরীক্ষা
- ২৬৮২টি স্কুলে পরীক্ষা হবে
- মূল পরীক্ষাকেন্দ্র ৯৪৫টি
- উপকেন্দ্র ১৭৩৭টি
- মোট পরীক্ষার্থী ৯৭১৩৪০ জন
- ৫৪৪৬০৬ জন ছাত্রী
- ৪২৬৭৩৩ জন ছাত্র
- ১ জন রূপান্তরকামী
- গত বছরের তুলনায় প্রায় ২ লক্ষ পরীক্ষার্থী বেড়েছে
- পরীক্ষার সময় প্রয়োজন ৫০ হাজার পরিদর্শক
- ৪৮৫ জন তত্ত্বাবধায়কের কাছে প্রশ্নপত্র পৌঁছে গিয়েছে।

ভেন্টিলেশন-মুক্ত নিপা আক্রান্ত নার্স, ভয়ের কারণ নেই, জানাল হু

প্রতিবেদন : অবশেষে ভেন্টিলেশন-মুক্ত নিপা আক্রান্ত মহিলা নার্স। শুক্রবার বারাসতের হাসপাতালে ওই নার্সকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করে আনা হয়েছে। নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত পুরুষ নার্সের শারীরিক পরিস্থিতিও অনেকটাই ভাল। তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তবে বাড়িতেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। গত বছরের শেষলগ্ন থেকে যে নিপা-সংক্রমণে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল বাংলা তথা ভারতে। শুক্রবার অবশেষে সেই নিয়ে বিবৃতি দিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। সংস্থার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। চলাফেরার ক্ষেত্রে এখনই কোনও বিধিনিষেধের প্রয়োজন নেই। কারণ, এখনও পর্যন্ত ভারতে মানুষের মাধ্যমে নিপা সংক্রমণ বৃদ্ধির প্রমাণও মেলেনি। গত ডিসেম্বরে দুই নার্সের নিপা ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার খবর সামনে আসে। মহিলা নার্সকে বারাসতের এক হাসপাতালে ভর্তি করার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি কোমায় চলে যান। এতদিন ভেন্টিলেশনে রেখেই চিকিৎসা চলছিল। এদিন তাঁকে ভেন্টিলেশন থেকে বের করা হয়েছে। শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হলেও এখনও সঙ্কট পুরোপুরি কাটেনি বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা। বেডে উঠে বসতে পারলেও চোখ খুলতে পারছেন না ওই মহিলা নার্স। কড়া নজরদারিতে রাখা হয়েছে তাঁকে। অন্যদিকে, নিপা আক্রান্ত পুরুষ নার্সকে তাঁর বাড়িতেই আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। এদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, এমন ৮২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে কারও শরীরে ভাইরাস মেলেনি।

বাঁশতলা শ্মশান, দায়িত্ব নিলেন অরূপ রায়

সংবাদদাতা, হাওড়া: আমূল বদলে যাবে মধ্য হাওড়ার বাঁশতলা শ্মশান। শুরু হচ্ছে সংস্কারের কাজ। স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী অরূপ রায়ের এলাকা উন্নয়নের তহবিল থেকে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে শ্মশানঘাট পরিদর্শন করলেন মন্ত্রী অরূপ রায়। প্রায় এক দশক আগে হাওড়া পুরসভার উদ্যোগে এই শ্মশানঘাট সংস্কার করা হয়েছিল। বর্তমানে শ্মশানঘাটে একাধিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শ্মশানঘাটে পর্যাপ্ত পানীয় জলের মেশিনের অভাব, চাতাল সংলগ্ন এলাকায় বিভিন্ন স্থানে ফাটল, ভিতরের একাধিক ঘরের বেহাল অবস্থা, বর্ষাকালে জল জমে যাওয়ার মতো সমস্যা দেখা দিচ্ছে। শ্মশানঘাটের চুল্লিও মাঝেমধ্যে বিকল হয়ে পড়ছে। জানা গেছে, প্রতিদিন গড়ে ১০টিরও বেশি শবদেহ আসে এই শ্মশানে। ফলে এর গুরুত্ব অপরিসীম। যাবতীয় সমস্যা এদিন সরেজমিনে পরিদর্শন করেন মন্ত্রী। তিনি জানান, দুই-একদিনের মধ্যেই সংস্কারের কাজ শুরু হবে। দ্রুত কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। আমার এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

আনন্দপুর-কাণ্ডে গ্রেফতার মোমো কোম্পানির ২ কর্তা

প্রতিবেদন : আনন্দপুর-অগ্নিকাণ্ডে ডেকরেটার্স গোডাউনের মালিকের পর এবার মোমো কোম্পানির দুই শীর্ষ কর্তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার রাতে নরেন্দ্রপুর এলাকা থেকেই সংস্থার ম্যানেজার মনোরঞ্জন শিট ও ডেপুটি ম্যানেজার রাজা চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আদালতে পেশ করে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতেও নিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাস্থল থেকে শুক্রবার আরও দু'জনের দেহাংশ উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে ২৭ জনের দেহ বা দেহাংশ উদ্ধার হল। পরিচয় শনাক্তকরণে দেহাংশগুলির ডিএনএ ম্যাপিং প্রক্রিয়া চলছে।

আনন্দপুর অগ্নিকাণ্ডে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক রিপোর্টে দমকল ও ফরেনসিক জানিয়েছে, ডেকরেটার্স গোডাউন থেকেই আগুন ছড়িয়েছে। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই গোডাউনের মালিক গঙ্গাধর দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে মোমো কোম্পানিরও দুই আধিকারিককে গ্রেফতার করল পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে ফায়ার সার্ভিস অ্যাক্টের ১১জে/২৬/১১এল ধারা এবং ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১০৯(২)/২২৩/২৮৮/১১৮(১)/১০৯/৩(৫) নং ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার ধৃতদের বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে হেফাজতের আবেদন জানায় পুলিশ। একঘণ্টা শুনানির পর বিচারক ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, মোমো কোম্পানির তরফে সংস্থার মৃত দুই কর্মী এবং এক নিরাপত্তাকর্মীর পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ এবং সারাজীবন মাসিক বেতন দেওয়া হবে বলে জানান হয়েছে।

আজ হাওড়ায় শুরু সেবাশ্রয়

প্রতিবেদন : ডায়মন্ড হারবার, নন্দীগ্রামের পর এবার 'সেবাশ্রয়' হাওড়াতেও। শনিবার হাওড়ার জগৎবল্লভপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ডায়মন্ড হারবার মডেলে সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরের উদ্বোধন করবেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার হাওড়ার মানুষের সুস্বাস্থ্যের লক্ষ্যে রাজাপুর অঞ্চল ১ নং পোল ময়দানে শুরু হতে চলেছে সেবাশ্রয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দফতরের উদ্যোগে বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল শ্যামপুকুর বিধানসভা কেন্দ্রের নরেন দেব পার্কে। অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। প্রধান অতিথি ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী ডাঃ শশী পাঁজা। এছাড়াও ছিলেন কাউন্সিলর বাপি ঘোষ, পূজা পাঁজা, মীরা হাজরা, বিজয় উপাধ্যায়, অনঙ্গ ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান থেকে এই প্রকল্পে ১০০০ আবেদনকারীকে তাঁদের কার্ড বিতরণ করা হয় এবং প্রায় শতাধিক মৃতের নমিনিদের হাতে অর্থ তুলে দেওয়া হয়।

প্রাথমিকে ইন্টারভিউয়ের দিন ঘোষণা

প্রতিবেদন: প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য তৃতীয় দফার ইন্টারভিউয়ের দিন ঘোষণা করল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। হাওড়া, উত্তর দিনাজপুর ও শিলিগুড়ির জন্য এবার হবে ইন্টারভিউ। ৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি হাওড়া ,ও ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি উত্তর দিনাজপুর ও শিলিগুড়ির প্রার্থীদের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারভিউ হবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের বিধাননগরের কার্যালয়ে। প্রসঙ্গত, ১৩,৪২১ শূন্য পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।

রাজ্য
31 January, 2026 • Saturday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ড্রাইভারের সঙ্গে পালানোর পরিকল্পনা করেছিলেন স্ত্রী। তার আগেই পুলিশের জালে মধ্যমগ্রামের প্রসিদ্ধ বিরিয়ানির দোকান মালিকের স্ত্রী ও ড্রাইভার। আবার থানার সামনে স্ত্রীকে চড় মেরে ধৃত দোকানের মালিকও

ভুল স্বীকার করে সপ্তগ্রামের দেবব্রত বিশ্বাস সদলবলে ফিরলেন তৃণমূলে

সংবাদদাতা, হুগলি: বিজেপিতে গিয়ে ভুল করেছেন। তাই ভুল শোধরাতে পুনরায় ক্ষমতায় ঘাসফুল শিবিরে ফিরলেন সপ্তগ্রামের বিজেপি নেতা দেবব্রত বিশ্বাস। শুক্রবার সদলবলে তৃণমূলের পতাকা নিয়ে রাজ্যের শাসকদলে যোগদান করলেন দেবব্রত বাবু। তাঁর সঙ্গে একাধিক বিজেপি কার্যকর্তা এবং কয়েক হাজার কর্মীও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন।

পতাকা তুলে দিচ্ছেন অরিন্দম গুঁইন, অসীমা পাত্র, তপন দাশগুপ্ত প্রমুখ।

তাঁর তৃণমূলে যোগ দেওয়ার পরই এলাকায় প্রবল উৎসাহ দেখা দিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, দেবব্রত বিশ্বাস যেদিকে যাবেন, আমরাও সেদিকেই যাব। আমরা কোনও রাজনৈতিক দল বুঝি না, আমরা দেবব্রত বিশ্বাসকেই নেতা বলে চিনি। এদিন শ্রীরামপুরে গিয়ে তৃণমূলে যোগ দেন তিনি।

দেবব্রত বিশ্বাস একসময় তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সপ্তগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। পরবর্তীতে, ২০১৯ সালে তিনি বিজেপিতে যোগদান করেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হিসেবে সপ্তগ্রাম কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। যদিও তখন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তপন দাশগুপ্তের কাছে হেরে যান তিনি।

দীর্ঘ ৬ বছর পর আজ ফের নিজের পুরনো দলে ফিরলেন দেবব্রত বিশ্বাস। হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরিন্দম গুঁইন, চেয়ারপারসন অসীমা পাত্র, সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত-সহ তৃণমূলের একাধিক শীর্ষ নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন তিনি। পতাকা হাতে নিয়ে দেবব্রত বিশ্বাস বলেন, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর কোনও দিনই আমাকে আপন করে নেওয়া হয়নি। দলের সমস্ত কর্মসূচি থেকে আমাকে পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। জেলার কিছু নেতা নিজেদের ক্ষমতা জাহির করার জন্য জেলায় বসে রয়েছেন। আমি সবসময় গরিব মানুষদের কথা ভেবেই রাজনীতি করেছি, আগামী দিনেও সেই কাজই করে যাব। যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সার্বিক উন্নয়ন এবং গরিব মানুষের কল্যাণে কাজ করে চলেছেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই আমি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছি। সরকারের প্রকল্পগুলি গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই আমার লক্ষ্য।

নামখানায় বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ ২০০ কর্মীর

কর্মীদের হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন তন্ময় ঘোষ, বঙ্কিম হাজরা প্রমুখ।

সংবাদদাতা, নামখানা: সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন। আরও আলগা হল বিজেপির পায়ের তলার মাটি। তৃণমূলে যোগদান করলেন প্রায় ২০০ জন ভোটার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানায় শিবরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ৬০টি পরিবারের ২০০ জন ভোটার বিজেপি ছেড়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূলে যোগদান করলেন।

এদিন সাতমাইল বাজারে ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক তথা মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ, সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এবং জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি। তৃণমূলে যোগ দিয়ে তাঁরা জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নমূলক কাজে অনুপ্রাণিত হয়েই তাঁদের এই সিদ্ধান্ত। একইসঙ্গে এসআইআরের নামে সাধারন মানুষের ওপর অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে জোরদার করতে এবং বাংলার স্বার্থ রক্ষায় তাঁরা তৃণমূলের ছাতার তলায় এলেন।

তৃণমূলে যোগ বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতির

প্রতিবেদন : জয়নগর বিধানসভায় শেষ হল তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি। হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় অনুষ্ঠিত এই কর্মসূচিতে বিধায়কের হাত ধরে তৃণমূলের

জয়নগরে উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি

দলীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস। রয়েছেন খান জিয়াউল হক, ঋতুপর্ণা বিশ্বাস প্রমুখ।

পতাকা তুলে নিলেন বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতি। তাঁর সঙ্গে জোড়াফুলে যোগ দিলেন আরও শতাধিক কর্মী। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস, জেলা পরিষদ সদস্য খান জিয়াউল হক, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস-সহ অন্যরা। শুক্রবার জয়নগরের হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬টি বুথকে হয় শেষ পর্যায়ের উন্নয়নের সংলাপ কর্মসূচি। মা-মাটি-মানুষের সরকারের ১৫ বছরের সাফল্য এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলোকে এলাকার মানুষের কাছে তুলে ধরেন তৃণমূলের নেতারা। এছাড়া 'লক্ষ্মী এল ঘরে' তথ্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে তৃণমূল সরকারের আমলে গ্রামবাংলার নারীদের স্বনির্ভর হয়ে ওঠার গল্প এবং সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের জীবন বদলে যাওয়ার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয় গ্রামবাসীর কাছে। বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, বিজেপির জয়নগর মণ্ডল সহ-সভাপতি সুরজিৎ মণ্ডল-সহ এলাকার শ'খানেক বিজেপির কর্মীসমর্থকরা। তারা দেখছে তাদের দল বিজেপির অঙ্গুলি হেলনে এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশন কীভাবে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে। গ্রামবাসীদের এই অত্যাচারের জবাব নেই তাদের কাছে। এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গ্রামীণ এলাকায় ঢালাও উন্নয়নে রাজনৈতিক বিরোধিতায় পেরে উঠছে না বিজেপি কর্মীরা। তাই তারা তৃণমূলের পতাকাতলে এসে জননেত্রীর জনসেবায় সামিল হল।

বন্যপ্রাণ সুরক্ষায় একাধিক পরিকল্পনা রাজ্যের

প্রতিবেদন : সুন্দরবনে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বন্যপ্রাণ সুরক্ষা আরও মজবুত করতে রাজ্য সরকার পরিকাঠামো ঢেলে সাজানোর কাজে হাত দিয়েছে।এই পরিকল্পনার আওতায় টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন রেঞ্জ ও বন শিবিরে একাধিক জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। পাশাপাশি, বনকর্মীদের ব্যবহারের জন্য নতুন ওয়াকি-টকি সেট কেনার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।নজরদারি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি রিজার্ভের ভিতরে কিছু মৌলিক পরিকাঠামো উন্নয়ন কাজও প্রস্তাবিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে বন দফতরের কাজে ব্যবহারের জন্য স্টিলের স্টোরেজ ইউনিট সরবরাহ এবং সজনেখালির একটি নজরদারি টাওয়ারের মেরামতির কাজ।বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দুর্গম ও নদীঘেরা এলাকাগুলিতে নজরদারি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের কাজের পরিবেশ উন্নত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

বন দফতরের আধিকারিকদের মতে, সংবেদনশীল ও ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাগুলিতে নজরদারি বাড়ানো, অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পাচারের মতো বেআইনি কাজ রুখতে এবং বন শিবিরের আশপাশের গতিবিধি পর্যবেক্ষণে এই ক্যামেরাগুলি সহায়ক হবে।সুন্দরবনের মতো বিস্তীর্ণ ও প্রতিকূল ভূখণ্ডে নির্ভরযোগ্য বেতার যোগাযোগ অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছে দফতর। নতুন সরঞ্জামের মাধ্যমে টহলদারি, বন্যপ্রাণীর চলাচল সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান এবং জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সমন্বয় করা সহজ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ওই টাওয়ারে কাঠামোগত সংস্কার করা হবে, যাতে পর্যবেক্ষণমূলক দায়িত্বে থাকা কর্মীদের নিরাপত্তা ও সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

বর্তমান অর্থবর্ষে বরাদ্দ পাওয়া সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই কাজগুলি সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বন দফতরের এক আধিকারিক জানান, সুন্দরবনে সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা আরও শক্তিশালী করা, সুবিধা বাড়ানো এবং নিয়ম মেনে সরকারি অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করাই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

'বাংলার বাড়ি'র টাকা পেলেন ৫৯,৯৭৩ জন উপভোক্তা

সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা: সুন্দরবন এলাকার মানুষের মুখে চওড়া হাসি। এই হাসির কৃতিত্বের একমাত্র কারিগর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি আবারও সিঙ্গুরের সভা থেকে প্রমান দিলেন, তিনি যা বলেন তা করে দেখান। উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় বাংলার

উপভোক্তার হাতে টাকা তুলে দিচ্ছেন নারায়ণ গোস্বামী।

বাড়ির জন্য প্রথম ফেজে ৮১,৯৮১ জন উপভোক্তা পেয়েছিলেন ৯৮৪ কোটি টাকা। আর দ্বিতীয় ফেজে ৫৯,৯৭৩ উপভোক্তারা পেলেন ৩৫৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। আর এই টাকা ব্যাঙ্ক একাউন্টে ঢুকতেই আনন্দ অশ্রুতে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ, দোয়া জানালেন প্রত্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ। প্রতিবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঘর হারানো সুন্দরবনবাসীর সবথেকে বেশী উপকৃত হলেন হলেই তাদের দাবি। শুধু তাই নয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আনুকুল্যে এদিন জেলায় ৪৫২টি পাট্টা ৬৯৩ জন উপভোক্তার হাতে তুলে দেওয়া হয়। যার মধ্যে আছে ৩৯৯টি এলআর ও ৫৩টি আরআর পাট্টা। জেলায় এদিনের মূল অনুষ্ঠানটি হয় জেলাসদর বারাসাতের রবীন্দ্র ভবনে। উপস্থিত ছিলেন জেলার সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, সহ-সভাধিপতি বীনা মন্ডল, কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক শাহাজী, বিধায়ক রফিকুর রহমান, রহিমা মন্ডল, জেলাশাসক শশাঙ্ক শেঠি-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

31 January, 2026 • Saturday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
৩১ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

চাঁচলে যুবকের রহস্য মৃত্যু। নিখোঁজ হওয়ার পরদিন বাড়ি থেকে দু'কিলোমিটার দূরে উদ্ধার হল যুবকের রক্তাক্ত দেহ। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

চক্রান্ত ব্যর্থ হওয়ায় মাথা খারাপ হয়েছে বিজেপির
ওদের চিকিৎসা করা হোক সেবাশ্রয়ে : বীরবাহা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : উন্নয়ন দিয়ে মানুষের মন জয় করতে ব্যর্থ বিজেপি। শুধু চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র ছাড়া কোনও অস্ত্র নেই বিজেপির কাছে। তাই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে বিজেপির। ওদের উচিত সেবাশ্রয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো। শুক্রবার মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভায় এসআইআরের প্রতিবাদ সভায় যোগ দিয়ে এভাবেই বিজেপিকে একহাত নিলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। কমিশনকে সামনে রেখে বিজেপির ভোট চুরির পন্থাকে তীব্র কটাক্ষ করে মন্ত্রী বলেন, এসআইআর করার হলে ২০২৪ সালে কেন করেনি? এখন কেন? ২ বছরের কাজ কয়েক মাসের মধ্যে করতে গিয়ে এত মানুষের প্রাণ নিচ্ছে কমিশন। এর দায় কে নেবে? প্রধানমন্ত্রী আপনি চুপ কেন বলেও প্রশ্ন তোলেন তিনি। দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস (সমতল)-এর উদ্যোগে এই প্রতিবাদ সভায় এদিন উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, রঞ্জন সরকার, সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, দিলীপ দুগ্গার-সহ একাধিক তৃণমূল কর্মী-সমর্থক। সভা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী জানান, এত তাড়াহুড়ো কিসের জন্য? এসআইআর শেষ করতে দু'বছর সময় লাগে। দু'মাসের মধ্যে দু'বছরের কাজ করতে কিসের এত তাড়া? শিলিগুড়িতে এসে এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদ সভায় এমনটাই সুর চড়ালেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। বিজেপির নরেন্দ্র মোদি থেকে সমস্ত এমপি এমএলএরা রিজাইন করুক এবং তারপরেই এসআইআর নিয়ে মাঠে নামুক, তখনই দেখা যাবে বিজেপির জোর কতখানি। এই এসআইয়ার প্রক্রিয়া নিয়ে ২০২৪-এ কেন মাথা ঘামায়নি বিজেপি, এই এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য সারা বাংলার মানুষকে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে, সাধারণ মানুষ অত্যাচারিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম থেকে দেখা যাচ্ছে কেউ হিয়ারিং-এ গিয়ে অসুস্থ হচ্ছে। কোনও বিএলও কাজের চাপে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হচ্ছে আবার কেউ অতি কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন, কী চাইছে বিজেপি? প্রশ্ন তুললেন মন্ত্রী।

সভায় সাধারণ মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। বাঁদিকে, মঞ্চে বক্তা মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

স্ত্রীকে ভয়েস মেসেজ, আর চাপ নিতে পারছি না, এরপরই আত্মহত্যা বিএলওর

সুদীপ্তা চট্টোপাধ্যায় • শিলিগুড়ি

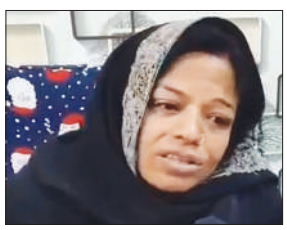
কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ মৃত বিএলওর স্ত্রী সবিতা কাহারের।

আর পারছি না। এত চাপ নিতে পারব না। কিচ্ছু ভাল লাগছে না। আত্মহত্যার ঠিক আগে স্ত্রী-কে হোয়াটসঅ্যাপে এমনই ভয়েস মেসেজ পাঠিয়েছিলেন শিলিগুড়ির বিএলও শ্রবণ কাহার। এরপর তাঁকে আর ফোনে পাওয়া যায়নি। আসে মৃত্যুর খবর। শুক্রবার এই কথা বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়লেন মৃত বিএলওর স্ত্রী সবিতা কাহার। কান্না ভেজা গলায় কমিশনের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন তিনি। প্রশ্ন তুললেন আর কত প্রাণ নেবে কমিশন? এদিন মৃত বিএলওর বাড়িতে আসেন শোকার্ত প্রতিবেশীরাও। তাঁরা প্রত্যেকেই বলেন, পেশায় শিক্ষক শ্রবণবাবু খুবই ভাল মানুষ ছিলেন। কয়েকদিন ধরেই তিনি খুব চাপে ছিলেন। প্রতিবেশীদেরও বলতেন আর এসআইআরের চাপ সামলাতে পারছি না। শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বারে বারে বলেও কোনও লাভ হয়নি। এরপরই মর্মান্তিক খবর পেয়ে এই ঘটনার পর শোকাহত প্রতিবেশীরাও। প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে জংশন এলাকায় ট্রেন ধরে সেবকে পৌঁছে সেখান থেকে তিস্তায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন শিলিগুড়ির এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা পেশায় প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক শ্রবণ কুমার কাহার। এরপর এই মংপু থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠালে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করে। শুক্রবার সকালে মৃত বিএলওর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন ওয়ার্ড তৃণমূল কাউন্সিলর সঞ্জয় পাঠক। সঞ্জয়বাবু জানান বিভিন্ন জায়গায় এসআইআরের চাপে পড়ে বিএলও দের মৃত্যুর খবর ঘটছে, এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই কাম্য নয়। তিনি আরও জানান, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের নির্দেশে পরিবারের পাশে রয়েছি আমি। দল সবরকমভাবে শ্রবণ কাহারের পরিবারের পাশে রয়েছে। এসআইআর পুরো পরিবারটাকে রাস্তায় এনে দাঁড় করাল। বললেন সঞ্জয় পাঠক।

কমিউনিটি হল

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : রাজ্যের উদ্যোগে উত্তর থেকে দক্ষিণে চলছে উন্নয়নের কাজ। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের আসাম সীমানাবর্তী বারবিশাতে প্রস্তাবিত কমিউনিটি হলের শিলান্যাস করা হল শুক্রবার। বারবিশা পূর্ব চকচকায় স্বস্তি সংঘ প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সরকারি জায়গায় তৈরি হচ্ছে ওই কমিউনিটি হলটি। প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই কমিউনিটি হলটি তৈরি করছে রাজ্য সরকার। শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি জয়প্রকাশ বর্মন, জয়শঙ্কর দাস, বিকি দাস, পরিতোষ সরকার-সহ স্থানীয় মানুষজন।

উত্তরে দিকে দিকে ধিক্কার

দিনহাটায় প্রতিবাদ মিছিলের নেতৃত্বে মন্ত্রী উদয়ন গুহ। কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে বাদ দেওয়ার কৌশল করছে বিজেপি। শুক্রবার শীতলকুচিতে ক্ষোভ সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেনের।

কোচবিহারে প্রতিবাদ সভায় জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক।

ময়নাগুড়িতে এসসি, ওবিসি সেলের মিছিলে জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস, যুব সভাপতি রামমোহন রায় সহ ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বরা।

বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভালের সূচনা হল চালসায়

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : বেঙ্গল হিমালয়ান কার্নিভালের সূচনা হল চালসায়। শুক্রবার চালসা গোলাই থেকে মূর্তি পর্যন্ত ম্যারাথন দৌড় ও মালবাজার থেকে মূর্তি পর্যন্ত সাইক্লোথনের সূচনা করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শুক্রবার চালসার লাল শুকরা পার্কে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে কার্নিভালের সূচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন দফতরের জয়েন্ট ডিরেক্টর জ্যোতি ঘোষ, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভলপমেন্ট অথরিটির চেয়ারম্যান দিলীপ দুগ্গার, মাটিয়ালি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হোসেন হাবিবুল হাসান, মাটিয়ালি বাতাবাড়ি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দিপা মিঝার সহ অন্যান্যরা। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট স্যানাল বলেন, ডুয়ার্সের পর্যটন ব্যবসাকে উন্নত করার লক্ষ্যেই এই কার্নিভাল করা হচ্ছে। পাশাপাশি ডুয়ার্সের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরা হবে। চালসা বীর বিরসা মুন্ডা পার্কে এদিন হয় বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। অনুষ্ঠান মঞ্চে হয় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক নৃত্যানুষ্ঠান। সকালে অনুষ্ঠিত ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের মঞ্চ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। ৩১ জানুয়ারি কালিম্পং জেলার কাফেরগাঁও, লোলেগাঁও ও ১ ফেব্রুয়ারি দার্জিলিং-এর সিটংয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হবে।

কার্নিভাল উপলক্ষে ম্যারাথন দৌড়ের সূচনায় মেয়র গৌতম দেব।

৮
৩১ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

আমার বাংলা

31 January, 2026 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিজেপি বহিরাগতরা বাংলায় এসে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, উন্নয়ন স্তব্ধ করার চক্রান্ত করছে

দুধকুন্ডিতে এসআইআর-বিরোধী জনসভায় উপচে পড়ল মানুষের ভিড়। মেয়েদের আগ্রহ ছিল নজরকাড়া। ডানদিকে, বক্তা প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া।

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : শুক্রবার ঝাড়গ্রাম ব্লকের দুধকুন্ডি অঞ্চলের বালিভাষা এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এসআইআর সংক্রান্ত বিষয়ে হয়রানি ও কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ওই সমাবেশে বিজেপি ও কুড়মি সমাজ ছেড়ে শতাধিক কর্মী ও সমর্থক আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। রাজ্য যুব তৃণমূল সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া নবাগতদের হাতে দলের পতাকা তুলে দেন। সমাবেশে প্রিয়দর্শিনী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূল সভাপতি ও বিধায়ক দুলাল মুর্মু, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাত, জেলা তৃণমূল চেয়ারম্যান বীরবাহা সরেন টুডু, জেলা সভাধিপতি চিন্ময়ী মারান্ডি, রাজ্য তৃণমূলের সহ-সভাপতি চূড়ামণি মাহাত, গোপীবল্লভপুরের কো-অর্ডিনেটর তথা কাউন্সিলর অজিত মাহাত, ব্লক সভাপতি নরেন মাহাত, টিঙ্কু পাল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দেবব্রত সাহা, শান্তনু মাহাত, সুমন সাহু-সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। সমাবেশের প্রধান বক্তা প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া বলেন, এসআইআরের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে। বিজেপির বহিরাগতরা বাংলায় এসে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে এবং চক্রান্ত করে বাংলার উন্নয়নকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করছে। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাঙালিদের উপর অত্যাচার ও খুনের ঘটনা ঘটলেও বিজেপি নীরব ভূমিকা পালন করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, যত চক্রান্তই হোক, বাংলার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পাশেই আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। জঙ্গলমহলে উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই উন্নয়নের ধারা রোধ করা যাবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। শেষে নবাগত কর্মী-সমর্থকদের অভিনন্দন জানান এবং দলের হয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

শুনানি আতঙ্কে স্ট্রোকে মৃত নলহাটির সত্তরোর্ধ্ব রফিকুল

প্রতিবেদন : এসাইআরের কারণে দিন দিন বাড়ছে মৃত্যুমিছিল। শুক্রবারও এল মৃত্যুর খবর। ঘটনাস্থল বীরভূমের নলহাটি। মৃতের নাম রফিকুল ইসলাম (৭৬)। পরিবারের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার নলহাটি ২ ব্লক অফিসে এসআইআর-এর শুনানি ছিল রফিকুলের। বাবা ও নিজের নামে সমস্যা থাকায় তাঁকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল বলে পরিবার সূত্রে খবর। পরিবার সূত্রে জানা যায়, শুনানি সম্পূর্ণ হওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে যান রফিকুল। তাঁকে প্রথমে লোহাপুর ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরিস্থিতির অবনতি হলে তাঁকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসারত অবস্থায় শুক্রবার ভোরে রফিকুলের মৃত্যু হয়। চিকিৎসকেরা জানান, মস্তিষ্কের স্ট্রোকে মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, শুনানির নোটিশ পেয়ে চিন্তায় ছিলেন রফিকুল।

জাতীয় স্কুল গেমসে সাফল্যের পর রাজ্য আর্চারিতেও নজরকাড়া ফল

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : জাতীয় স্তরের স্কুল গেমসে সাফল্যের পর এবার ৪৬তম রাজ্য আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপেও নজরকাড়া ফলাফল করল ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আর্চারি আকাদেমির আবাসিক খেলোয়াড়েরা। রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড বিভাগে সিনিয়র, জুনিয়র ও সাবজুনিয়র (ছেলে ও মেয়ে) বিভাগ মিলিয়ে মোট ১৮টি পদক জিতেছে আকাদেমির তিরন্দাজেরা। এর মধ্যে রয়েছে ৫টি সোনা, ৮টি রুপো এবং ৫টি ব্রোঞ্জপদক। ২৭ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি কালিম্পংয়ে শুরু হয়েছে ৪৬তম স্টেট আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপ। ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত রিকার্ভ ও কম্পাউন্ড রাউন্ডে অংশ নেয় সিনিয়র, জুনিয়র ও সাবজুনিয়র বিভাগের ছেলেমেয়েরা। এই পর্বেই বেঙ্গল আর্চারি আকাদেমির খেলোয়াড়েরা মোট ১৮টি পদক নিশ্চিত করেছে। উল্লেখ্য, ৩০ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হচ্ছে ইন্ডিয়ান রাউন্ড, যেখানে ৩০ জানুয়ারি আকাদেমির এক মহিলা প্রতিযোগী অংশ নিচ্ছেন। রিকার্ভ জুনিয়র বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে জুয়েল সরকার। বিভিন্ন বিভাগে সোনা পেয়েছে আবির ঘোষ, সিজা খুরেসিয়া, অরূপ কুজুর, প্রদীপ্তা মাহাত এবং রেখা মাহাত। উল্লেখ্য, চলতি বছর ১৪-১৮ জানুয়ারি ইস্টলে ৬৯তম জাতীয় স্কুল গেমসে অনূর্ধ্ব-১৯ দলগত কম্পাউন্ড বিভাগে বেঙ্গল আর্চারি আকাদেমির তিন ছাত্রী বাংলার হয়ে রৌপ্যপদক জিতেছিল। ২০১৪ সালে জঙ্গলমহলের তিরন্দাজদের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঝাড়গ্রাম শহরের ঘোড়াধরা স্টেডিয়ামের পাশে বেঙ্গল আর্চারি আকাদেমির উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৮ থেকে ১৪-১৮ বছর বয়সী ছেলেমেয়েদের নিয়ে আবাসিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয় নিখরচায়।

ঝাড়গ্রামের বেঙ্গল আর্চারি আকাদেমি

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে চলছে সোলাটোপা খাল সংস্কারকাজ

সংবাদদাতা, ঘাটাল: সিঙ্গুরের সভা থেকে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকেই জোরকদমে চলছে এই প্ল্যানের কাজ। জানা গিয়েছে, এর আওতায় পড়েছে দাসপুরের বেশ কয়েকটি খালের সঙ্গে সোলাটোপা খাল। সাড়ে দশ কিলোমিটার দীর্ঘ এই খালটির সংস্কারের কাজ ইতিমধ্যেই শুরুও হয়ে গিয়েছে। প্রসঙ্গত, দাসপুর ২ ব্লকের অন্তর্গত তিনটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন এই খালটি বয়ে গিয়েছে। যার কারণে দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় প্রায় ২২টি মৌজার দশ হাজারেরও বেশি কৃষক জলযন্ত্রণায় ভুগতেন। বেশিরভাগ সময়ই বর্ষাকালে তাঁদের ফসল জলে তলিয়ে

একেবারে নষ্ট হয়ে যেত। এই খালটির সংস্কার নিয়ে বারবার ব্লক স্তর থেকে শুরু করে মহকুমা ও জেলা স্তর পর্যন্ত জানানো হলেও কোনও সুরাহা মেলেনি।অবশেষে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের আওতায় এই খালটি সংস্কার হওয়ার ফলে এখন সেই সমস্ত কৃষকদের মুখে হাসির ছোঁয়া। তাঁরা ধন্যবাদ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কারণ তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে।

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু পুলিশের পেট্রোল ভ্যানের হোমগার্ডের

সংবাদদাতা, বর্ধমান : শুক্রবার ভোরে বর্ধমানের নবাবহাটে পুলিশের একটি পেট্রোলিং ভ্যানে একটি বাস ধাক্কা মারায় মর্মান্তিক

মৃত্যু হল হোমগার্ড ত্রিদিব দের (৩৫)। ঘটনায় আহত হন আরও দু'জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নাইট পেট্রোলিংয়ের জন্য একটি পুলিশ ভ্যান ১৯ নং জাতীয় সড়কের কলকাতামুখী লেনে দাঁড়িয়ে ছিল। দুর্গাপুরের দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেই পুলিশ ভ্যানটিকে ধাক্কা মারলে গাড়িতে থাকা এক এএসআই-সহ একজন হোমগার্ড ও পুলিশ ভ্যানের চালক আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিক্যালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ত্রিদিবকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি দু'জনকে চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক অনুমান, বাসচালকের ঘুম আসার কারণেই এই দুর্ঘটনা। বাসটিকে আটক করে বর্ধমান থানার পুলিশ।

৩৫৫ বছরের পুরনো ভীম পুজোয় ভক্তদের কয়েক লক্ষ টাকা নিবেদন

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • তমলুক

সামনে থেকে দেখলে মনে হবে যেন টাকার পাহাড়। লক্ষ লক্ষ টাকার মালা পরানো হয়েছে ভীম দেবকে। শতাব্দী প্রাচীন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমারের ভীমমেলা এখন জেলা তথা জেলার বাইরের মানুষের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এটি জেলার প্রাচীন মেলাও বলা যায়। আর এই মেলায় এখন ভিড় জমাচ্ছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এখানকার এই মেলার অন্যতম আকর্ষণ প্রায় ২০ ফুট উচ্চতার ভীমমূর্তি। তার মধ্যেই লাখ টাকার ছড়াছড়ি। কথিত, এখানকার এই ভীম দেবের কাছে যদি কেউ কোনও কিছু মানত করেন তাহলে তিনি ফিরিয়ে দেন না। উল্টে উপরি কিছু ভক্তকে দেন। এর ফলে ভীমের এরূপ লীলায় খুশি হয়ে তাঁকে অর্থ, ধনরত্ন দিয়ে যান ভক্তেরা। দেন টাকার মালা থেকে শুরু করে সোনাদানাও। এসবেই এখন ঢাকা পড়েছেন মেলার ভীম। ভক্তদের দান লক্ষ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যায়। যা ব্যয় করা হয় ভীম দেবের সেবাকাজে। নন্দকুমার এলাকার ব্যবর্ত্তার হাটের তাড়াগেড়িয়ার এই ভীম পুজো ও মেলা শুরু হল বৃহস্পতিবার থেকে। চলবে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। আশপাশের গ্রামগঞ্জ ও দূরদূরান্ত থেকে লক্ষাধিক মানুষ এই ভীমপুজোয় ভিড় জমান। মনস্কামনা পূরণের

লক্ষ্যে প্রচুর ভক্ত আসেন মানত করতে। এছাড়াও যাঁদের মনস্কামনা পূরণ হয় তাঁরা ভীমদেবের জন্য টাকাপয়সা, সোনারুপোর গহনা, ছোট ভীমের মূর্তি ইত্যাদি দান করেন। ভীমদেবের গলায় কয়েক লক্ষ টাকার মালা পরান ভক্তরা। এছাড়া গ্রাম্য রীতি অনুযায়ী বাতাসা ছড়িয়ে, দণ্ডি কেটেও পুজো দেন অনেকে। ২০ ফুট উঁচু ভীমের গলায় থরে থরে ঝুলছে প্রায় এক লক্ষ টাকার মালা বিশালাকার ওই ভীমমূর্তির পাশে সাজানো আরও প্রায় দেড়শো ভীমের মূর্তি। তাড়াগেড়িয়া ভীমমেলা কমিটির সভাপতি রনজিৎ ঘোড়া বলেন, ভীমের উদ্দেশে ভক্তদের দেওয়া টাকা-সহ বিভিন্ন সাহায্য ছাড়াও গ্রামের বাসিন্দাদের দেওয়া অর্থে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আসানসোল উত্তর থানার অন্তর্গত শীতলা মোড়ে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় শুক্রবার স্থানীয় এক বাসিন্দার মৃত্যুকে ঘিরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। স্থানীয়দের দাবি, দুর্ঘটনা রুখতে এখানে ওভারব্রিজ করতে হবে

আমার বাংলা

31 January, 2026 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৩১ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

তৃণমূলের সার-বিরোধী প্রতিবাদ মিছিলে উত্তাল চন্দ্রকোনার মানুষ

চন্দ্রকোনায় এসআইআরের বিরুদ্ধে মিছিলে মানুষের ঢল।

সংবাদদাতা, চন্দ্রকোনা : এসআইআরের নামে বাংলার মানুষকে নিয়ে পরিকল্পিত চক্রান্ত ও বিজেপির মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে চন্দ্রকোনা ১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদ মিছিল সংগঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি সনাতন বেরা, চন্দ্রকোনা ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি সূর্যকান্ত দোলুই, সহ-সভাপতি দিলীপ চক্রবর্তী, চন্দ্রকোনা ১ ব্লক মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী রূপা শাল, চন্দ্রকোনা ১ ব্লক আইএনটিটিইউসি সভাপতি সমীর দাস, চন্দ্রকোনা ১ পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি শম্পা মন্ডল-সহ ব্লক নেতৃত্ব এবং প্রত্যেক অঞ্চল সভাপতি ও প্রধানরা। এদিনের এই মিছিলে শয়ে শয়ে দলীয় কর্মী ও সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

বিদেশ মন্ত্রকে কাজ করা বিধায়ককেও শুনানি নোটিশ

সংবাদদাতা, ডেবরা : শুক্রবার কলকাতার ডিপিএস রুবি পার্ক স্কুলে হাজিরা দিলেন ডেবরার বিধায়ক ড. হুমায়ুন কবির। তিনি জানান, ২০০২ সালের ভোটার লিস্টে তাঁর নাম ছিল না। কারণ তিনি সেই সময় বিদেশ মন্ত্রকের নির্দেশে ইউনাইটেড নেশনে কর্মরত ছিলেন। ডিপ্লোমেটিক পাসপোর্ট কপি আছে, সার্ভিস রেকর্ডও রয়েছে।

শুনানি কেন্দ্রে হুমায়ূন কবীর।

এদিন তিনি এসআইআর শুনানিতে ডাক পেয়ে তাঁর পেনশন বুক নিয়ে যান। এমনকী বিধায়কের আইডেনটিটি কার্ড দেখানোর কথাও বলেন। বিধায়ক জানান, এটা কেবলমাত্র নির্বাচন কমিশনের হাতে হয়রানি ছাড়া আর কিছুই নয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে লড়ছেন। ভোটের বাক্সে মানুষ জবাব দিয়ে দেবেন বলেও তিনি জানান। শুক্রবার নিজের বিধানসভা কেন্দ্র ডেবরায় একাধিক কর্মসূচি ছিল তাঁর। সব বাতিল করে তিনি হিয়ারিংয়ে যান। নোটিশ হাতে পেয়েই ফেসবুকে কমিশনকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবীর। তিনি লিখেছেন, আমার ভোটার আইডি, প্যান এবং পাসপোর্টও যথেষ্ট মনে হয়নি কমিশনের কাছে। জয়তু কমিশন। হোয়াট আ মকারি!

আজ নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয়ের শেষ দিন

সংবাদদাতা; নন্দীগ্রাম: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয় কর্মসূচি ইতিমধ্যে জেলা জুড়ে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ১৫ দিনের এই কর্মসূচির আজ অর্থাৎ শনিবার শেষ দিন। অন্যান্য দিনের মতোই যাতে শেষ দিন নির্বিঘ্নে ক্যাম্প থেকে মানুষকে পরিষেবা দেওয়া যায় সে জন্য জেলার নেতৃত্বদের তরফ থেকেও বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। জানা গেছে, শেষ দিনের ক্যাম্পে জেলা সভাপতি ছাড়াও জেলার সমস্ত নেতারা উপস্থিত থাকবেন। মানুষের সাথে কথা বলবেন তারা। শুক্রবার পর্যন্ত নন্দীগ্রামের দুটি সেবাশ্রয় ক্যাম্পে পরিষেবা পেয়েছেন মোট ৪৩ হাজার ৫৪৭জন। যা আজ অর্থাৎ শনিবার প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছুঁয়ে যাবে বলে আশাবাদী জেলার নেতারা।

দুঃস্থদের পাশে সাঁকরাইল থানার সহায় কর্মসূচি

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : শুক্রবার সাঁকরাইল থানায় নবনির্মিত কম্পিউটার রুমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জেলার পুলিশ সুপার মানব সিংলা। পুলিশের প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো আরও উন্নত করতেই এই উদ্যোগ। এরপর সাঁকরাইল থানার উদ্যোগে ভাঙাগড় এলাকায় কমিউনিটি পুলিশিং কর্মসূচি 'সহায়'-এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও অসহায় গ্রামবাসীদের হাতে শাড়ি-ধুতি তুলে দেন পুলিশ সুপার। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর বার্তা দিতেই এই মানবিক উদ্যোগ বলে জানান পুলিশকর্তারা। এদিন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে সাঁকরাইল থানার অধীন দিশা কোচিং সেন্টারের পড়ুয়াদের হাতে শিক্ষাসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন, সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দোলই, বিডিও অভিষেক ঘোষ-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্টজনেরা। পুলিশ সুপার বলেন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে পুলিশি পরিষেবাকে আরও দ্রুত ও স্বচ্ছ করা আমাদের লক্ষ্য। পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণার মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই ধরনের উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

জেলায় জেলায় সার-প্রতিবাদে মুখর

রামপুরহাটে জনসমুদ্রের সামনে বক্তা মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

খড়্গপুরে জনসভায় রাজ্য তৃণমূল মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী। মঞ্চে স্থানীয় ও জেলা নেতৃত্ব।

মুর্শিদাবাদে মুখপাত্র ঋজু দত্তের হাত ধরে তৃণমূলে যোগদান চলল প্রতিবাদ সভায়।

গলসিতে রাজ্য নেত্রী জয়া দত্ত।

পূর্ব বর্ধমানে যুবনেতা সুদীপ রাহা।

১০
৩১ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

আমার বাংলা

31 January, 2026 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অনুপ্রবেশকারীকে আশ্রয় দিয়ে গ্রেফতার বিজেপির বুথ সভাপতি

সংবাদদাতা, মালদহ : বিজেপির আসল মুখোশ খুলে গেল মালদহে! অনুপ্রবেশ নিয়ে বড় বড় কথা বলা বিজেপির বুথ সভাপতি উজ্জ্বল রায় বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে আশ্রয় দিতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ল। হবিবপুরের বিজেপি বিধায়কের এলাকাতেই এই দেশবিরোধী কাজ চালাচ্ছিল বিজেপির এই নেতা। ধৃত উজ্জ্বল রায় হবিবপুরের আগ্রা হরিশ্চন্দ্রপুরের ১৭৭ নম্বর বুথের বিজেপি সভাপতি এবং বৈদ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিনোদ সাহার বুথের ভোটার বলেও জানা গেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিশেষ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই সীমান্তবর্তী এলাকায় নানারকম চোরাচালান কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিল সে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে যোগাযোগেরও প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। ধৃতকে মালদহ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। যাতে এই চক্রের আরও বড় নেটওয়ার্কের সন্ধান পাওয়া যায়। এই ঘটনার পর মুখে কুলুপ এঁটেছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে মালদহ জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আবদুর রহিম বক্সি বলেন, বিজেপি সবসময় অনুপ্রবেশ নিয়ে বড় বড় কথা বলে অথচ তাদের নিজেদের নেতাই এ ধরনের কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে ধরা পড়ছে।

ধৃত বিজেপির বুথ সভাপতি।

বাম আমলের সেতু ভাঙল

নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি বাম আমলের তৈরি সেতু ভেঙে পড়ল। প্রশাসনের তৎপরতায় রক্ষা পেয়েছে মানুষ। শুক্রবার শীতলকুচির ঘটনা। একটি ভারী ডাম্পার যাওয়ার সময় ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে পড়ে সেতুটি। ঘটনার পর ২৫ বছর আগে তৈরি এই সেতুর নির্মাণ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই উঠেছে প্রশ্ন। খবর পেয়ে শীতলকুচি থানার পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে এলাকাটি ঘিরে ফেলেন। বিকল্প পথ দিয়ে ছোট যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, সেতুটি ২৫ বছর পুরনো। তার উপর ভারী যান নিয়ে চলাচল করেছে। দ্রুত সেতু তৈরির ব্যবস্থা হবে।

বাংলোয় চুরি, ধৃত চার

বনবাংলোয় চুরি। অভিযুক্তদের বাড়ি তল্লাশি করে উদ্ধার করা হয়েছে চুরি যাওয়া আসবাবপত্র।

আসবাবপত্রের সঙ্গে অভিযুক্তদের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশকিছু বহুমূল্য সেগুন কাঠের গুঁড়িও। এই চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের কালচিনি থানার রাজাভাতখাওয়া রেঞ্জে। দীর্ঘদিন ধরে পরিবেশ আদালতের মামলার নির্দেশে, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের সব বনবাংলো পর্যটকদের জন্য বন্ধ রয়েছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ওই অভিযুক্ত বনকর্মী তার পরিচিত চারজনকে সঙ্গে নিয়ে রাজাভাতখাওয়ার একটি বনবাংলোর আসবাবপত্র, এসি মেসিন-সহ একাধিক মূল্যবান জিনিসপত্র চুরি করে। বিষয়টি জানতে পেরে বন দফতরের তরফে কালচিনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ওই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ এক অস্থায়ী বনকর্মীকে আটক করে জেরা করে। টানা জেরায় পুলিশের কাছে সে দোষ স্বীকার করে। পাশাপাশি তার সঙ্গীদের পরিচয়ও পুলিশকে জানিয়ে দেয়। এরপর পুলিশ অভিযান চালিয়ে ওই চারজনকে গ্রেফতার করে। এই বিষয়ে কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা বলেন, আমরা ওই চুরির ঘটনায় এক বনকর্মী সহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছি। উদ্ধার হওয়া আসবাবপত্র ও কাঠের গুঁড়িগুলো বন দফতরকে দেওয়া হয়েছে।

হাতির হানায়

শুক্রবার ভোরবেলা চা-বাগানে কর্তব্যরত অবস্থায় হাতির আক্রমণে মৃত্যু হল এক চা-শ্রমিকের। পালিয়ে বাঁচলেন চা-শ্রমিকের সঙ্গী। ঘটনাটি ঘটেছে ভারত ভুটান সীমান্তবর্তী কুমারগ্রাম ব্লকের সংকোশ চা বাগানে। বৃহস্পতিবার রাতে সংকোশ চা বাগানের ৩০ নম্বর সেকশনে রাত পাহারার দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন দুই চা শ্রমিক আনন্দ মিঞ্জ ও জন খাড়িয়া। শেষ রাতে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েন বাগানের মধ্যে ত্রিপল পেতে। দিনের আলো ফোঁটা শুরু হতেই জন আনন্দ কে ডেকে চা বাগানের সেচের জন্য জলের পাম্প চালু করতে তার সঙ্গে যেতে বলেন। কিন্তু আনন্দ, তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে। জন পাম্পের দিকে কিছুটা পথ যেতেই হঠাৎ আনন্দের আর্ত চিৎকার শুনতে পায়।

জঙ্গল এড়িয়ে কেন্দ্রে, পরীক্ষার্থীদের সচেতনতা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : আসন্ন মাধ্যমিক পরীক্ষাকে সামনে রেখে, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছে জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগ। টোটোপাড়া, বল্লালগুড়ি, মাদারিহাট, হলং এবং অন্যান্য এলাকায় এই সচেতনতামূলক মাইকিং প্রচার চালাচ্ছে তারা। বন দফতর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় বনাঞ্চল এড়িয়ে চলার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। এর পাশাপাশি খুব প্রয়োজন ছাড়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা সন্ধ্যার পর বন্যপ্রাণীর মুখোমুখি হওয়া এড়াতে যাতে বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকা এড়িয়ে চলে, তেমনটাই অনুরোধ করা হয়েছে বন দফতরের পক্ষ থেকে। মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত মোকাবিলা করতে এবং পরীক্ষার্থীদের সহায়তা করার জন্য জলদাপাড়া বিভাগের চতুর্দিকে প্রায় ২৯৬ কিলোমিটার জুড়ে ৩৯টি এলাকায় মোট ৩০টি মোবাইল টহল দল ও গাড়ি মোতায়েন করা হয়েছে। বন দফতরের এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য, বনবস্তি ও বন সংলগ্ন এলাকার পরীক্ষার্থীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা। বন কর্তারা জলদাপাড়া বন্যপ্রাণী বিভাগের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য আগাম শুভেচ্ছা ও নিরাপদ পরীক্ষা কার্যক্রম কামনা করছেন।

সচেতনতার প্রচারে বনকর্মীরা।

মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনগুলিতে মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত মোকাবিলা করতে এবং পরীক্ষার্থীদের সহায়তায় জলদাপাড়া বিভাগে প্রায় ২৯৬ কিলোমিটার জুড়ে ৩৯টি এলাকায় মোট ৩০টি মোবাইল টহল দল ও গাড়ি মোতায়েন করা হয়েছে।

দিদির ফেরানো সেই জমিতে ফলছে ফসল

(প্রথম পাতার পর)

সর্ষে বীজ ছড়িয়ে চাষের সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর কয়েক মাস পর থেকেই হলুদ সর্ষে ফুলে ছেয়ে যায় গোটা জমি। আর তারপর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি এলাকার চাষিদের। তাদের জমি ফেরত থেকে শুরু করে সেই জমি চাষযোগ্য করে তোলা— সবটাই হয়েছে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে।

আর এখন সিঙ্গুরের গোপালনগর, খাসেরভেড়ি, বেরাভেড়ি, বাজেমেলিয়া, সিংহেরভেড়ি-সহ ক্রমশ বেড়েই চলেছে চাষের জমির পরিধি। আর ফেরত পাওয়া সমস্ত জমিতেই এখন হচ্ছে ধান, সর্ষে, আলু, বাদাম-সহ সমস্তরকম চাষ। আর চাষ করে হাসি ফুটেছে সিঙ্গুরের চাষিদের মুখে। আর যে কিছুটা জমি এখন চাষযোগ্য হয়নি সেইসব জমিরও চাষযোগ্য করে তোলার কাজ চলছে জোরকদমে।

স্থানীয় চাষি সুশান্ত বাগুই বলেন, সেইসময় আমরা শিল্পের বিরোধী ছিলাম না। আমরা শুধু বলেছিলাম আমাদের দো-ফসলি আর তিন-ফসলি জমি ছেড়ে দিয়ে শিল্প হোক। কিন্তু তখন আমাদের কথা কেউ শোনেনি। কিন্তু দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের তখন পাশে দাঁড়িয়েছিল। আর প্রথম থেকেই উনি বলেছিলেন আমরা আমাদের চাষের জমি ফেরত পাব, আর এখন দেখুন আমরা আমাদের চাষের জমিতে আবার সোনার ফসল ফলাচ্ছি। যে-মরশুমে যে-ফসল হয় সেই সব ফসলই আমাদের চাষ হচ্ছে। আর সমস্ত জমিতেই আমরা চাষ করছি।

আরেক চাষি সুশীল সামন্ত বলেন, মাঝেমধ্যেই আমরা কিছু জায়গায় দেখি অনেকে বলছে সিঙ্গুরের জমিতে নাকি এখন আর চাষ হয় না। কিন্তু তাঁরা কেন মিথ্যা বলেন বুঝি না। আপনারা বাইরে থেকে না দেখে একটু গ্রামের ভিতরে আসুন দেখুন যে আমরা যে জমি ফেরত পেয়েছি সব জমিতেই চুটিয়ে আমরা ফসল ফলাচ্ছি আর আমাদের সংসার এই চাষের উপর দিয়েই চলে যাচ্ছে। আর রোডের উপর দিকের কিছু জমি সেই সময় কিছু মানুষ ব্যবসার জন্য কিনে রেখেছিল শুধু সেই কিছু জমিতে তাঁরা চাষ করেন না। বাকি আমরা সব চাষিই আমাদের ফেরত পাওয়া জমিতে চাষ করছি।

গোপালনগর এলাকায় এক চাষি সুশান্ত ঘোষ চাষের জমিতে জল দিতে দিতে বলেন, আপনারা তো আজ নিজেই এসে দেখছেন চারিদিকে শুধু সবুজ আর সবুজ। এখন আলু চাষ হচ্ছে, আলু উঠে গেলেই আমরা বাদাম চাষ করব। আবার কিছু জমিতে বোরো ধানের বীজ ফেলা হয়ে গেছে। তাহলে কারা বলছে চাষ হচ্ছে না! যারা বলছে তারা যদি কিছু ফাঁকা জমির ছবি দেখিয়ে এসব বলে। তারা একটু আমাদের যে বেশিরভাগ জায়গায় চাষ হচ্ছে সেটাও বলুক।

আরেক চাষি প্রীতম ঘোষ সর্ষেখেতে কাজ করতে করতে বলেন, আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। উনি জমি আন্দোলনের সময় বলেছিলেন প্রাণ দেব তবু কারও জমি জোর করে নিতে দেব না। আর তিনি কথা রেখেছেন। আমাদের চাষিদের জমি তিনি ফেরত দিয়েছেন সাথে চাষযোগ্য করে দিয়েছেন। আমরা এখন এই সমস্ত জমিতেই সোনার ফসল ফলাচ্ছি। আমাদের বাপ-ঠাকুরদা এসব জমিতে চাষ করত, আমরাও সেই চাষ করছি। আর যারা এখন বলছে যে সিঙ্গুরে চাষ হয় না তাদের বোঝা উচিত সিঙ্গুরে আগে যেভাবে চাষ হত সেভাবেই এখন চাষ হচ্ছে আর আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ রাজ্য সরকারের প্রতি।

কৃষিজমি আন্দোলনের সাথে যুক্ত পলাশ ঘোষ বলেন, আমরা প্রথম থেকেই বলেছিলাম কৃষি আমাদের ভিত্তি আর শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ। আর আমাদের দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেইমতো কৃষি আর শিল্প দুইয়ের পক্ষেই। আর এখন আমাদের সিঙ্গুরের অধিগ্রহণ হওয়া প্রায় আশি শতাংশের বেশি জমিতে চাষিরা চাষ করে তাতে ফসল ফলাচ্ছে। আর একদম অল্প কিছু জমি যেটা পড়েছিল সেটাতেও আমাদের বিধায়ক মন্ত্রী বেচারাম মান্নার উদ্যোগে চাষের উপযোগী করে দেওয়ার কাজ চলছে। সেটাও খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে চাষও শুরু হয়ে যাবে। বিরোধীরা ভোট এলেই আমাদের সিঙ্গুর নিয়ে কুৎসা শুরু করে কিন্তু আপনি দেখবেন প্রত্যেক ভোটেই সিঙ্গুর থেকে তৃণমূল কংগ্রেস সব থেকে বেশি ভোট পায় আর আগামী দিনেও পাবে।

আর এই বিষয়ে সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, রমরমিয়ে চলছে সিঙ্গুরে চাষের কাজ। সিঙ্গুরের অধিগ্রহণ করা জমির আশি শতাংশ জমিতেই বর্তমানে চাষের কাজ চলছে। আর এই চাষের কাজ সম্প্রতি শুরু হয়নি। ২০১৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী চাষের সূচনা করার পর থেকেই হচ্ছে চাষের কাজ। তবে কিছুটা জমিতে এখন চাষ হচ্ছে না। মোট জমির ১৫ শতাংশ কারখানা সংলগ্ন। সেই সব জমির মালিক কারখানা কর্তৃপক্ষ। ভবিষ্যতে কারখানা সম্প্রসারণের জন্য জমি কিনে রেখেছিলেন। সেখানে চাষ করার মানসিকতা তাদের নেই। তবুও চাষের কাজে জমি ব্যবহারের জন্য তাদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। এছাড়া পাঁচ শতাংশ যে জমি বাকি থাকছে সেটাও চাষযোগ্য করে তোলার কাজ জোরকদমে চলছে। বাকি সমস্ত জমিতেই ধান, আলু, সর্ষে, বাদাম, তিল-সহ বিভিন্ন সবজি চাষ হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই অধিগ্রহণ করা জমিতে চাষের সুবিধার জন্য ৬১টি গভীর নলকূপ বসানো হয়েছে। পাশাপাশি বর্ষার জল সেচের কাজে ব্যবহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটা বড় খাল তৈরির কাজও চলছে। সেই জলও চাষের জমিতে ব্যবহার করা যাবে। আরও ভালভাবেই চাষিরা চাষ করতে পারবে।

সিঙ্গুরের এক বাসিন্দা বিকাশ ঘোষ বলেন, আমাদের সিঙ্গুরে এখন চাষ আর শিল্প একসাথেই হচ্ছে। সমস্ত জমিতেই চলছে চাষ। আবার অপরদিকে বিশাল ওয়ার হাউস তৈরি হচ্ছে যেখানে বহু ছেলেমেয়ে চাকরিও পাবে। আমাদের সিঙ্গুরের কাছে এটা খুবই আনন্দের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

এত অভিমান! হাসি-ঠাট্টার মাঝেই মজা করে স্ত্রীকে বাঁদর বলেছিলেন স্বামী। সকলের সামনে সেই রসিকতা সহজভাবে নিতে পারেননি স্ত্রী। সবার অলক্ষ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে সিলিং ফ্যানে ঝুলে পড়ে নিজেকে শেষ করে দিলেন তরুণী বধূ তনু সিংহ। উত্তরপ্রদেশের ইন্দিরা নগর থানা এলাকার ঘটনা

দিল্লি দরবার

31 January 2026 • Saturday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

লোকসভাতেও সোচ্চার তৃণমূল

বর্ষাকালীন এবং শীতকালীন অধিবেশনেই লোকসভা এবং রাজ্যসভায় চাঁচাছোলা ভাষায় একের পর এক প্রশ্নে মোদি সরকারকে নাজেহাল করে তুলেছিলেন তৃণমূল সাংসদরা। এবারে বাজেট অধিবেশনের শুরু থেকেই তৃণমূলের প্রশ্নবাণে দিশাহারা কেন্দ্র। বৃহস্পতিবারও সেই ধারাবাহিকতার ব্যতিক্রম হয়নি। রাজ্যসভায় তৃণমূল সাংসদদের সেই আক্রমণ-পর্ব তুলে ধরা হয়েছে ইতিমধ্যেই। আজ তুলে ধরা হল লোকসভায় তৃণমূলের ১৩ প্রশ্নবাণ—

সৌগত রায়

জাতীয় সড়কে দু'টি টোলবুথের ন্যূনতম দুরত্ব কত হতে হবে? এই দূরত্ব বজায় না রেখেই টোলবুথ কাজ করে চলেছে, এমন কোনও ঘটনা কেন্দ্রীয় সরকারের চোখে পড়েছে কি? যদি তা হয়ে থাকে তবে তার রাজ্যভিত্তিক তথ্য এবং পরিসংখ্যান সংসদে পেশ করুন কেন্দ্রের সড়ক পরিবহণ এবং জাতীয় সড়ক বিষয়ক মন্ত্রী।

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের সমস্ত যানবাহন ২০৩৫ সালের মধ্যে সিএনজি, গ্রিন হাইড্রোজেন এবং ইলেক্ট্রনিক ভেহিকলসে রূপান্তরিত করার কোনও পরিকল্পনা কেন্দ্রের আছে কি? এই ধরনের কোনও পরিকল্পনা যদি কেন্দ্র নিয়ে থাকে তবে 'শিভা' প্রকল্পে এবং ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশনে এ-বিষয়ে ঠিক কী উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং তার অগ্রগতিই বা কতদূর, তা অবিলম্বে জানাতে হবে সড়ক পরিবহণ এবং জাতীয় সড়কের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে।

ইউসুফ পাঠান

দেশের রাজধানী শহর দিল্লিতে জাতীয় সড়কের মোট দৈর্ঘ্য কত? এর মধ্যে কতটা দূরত্ব সুইপিং মেশিন দিয়ে পরিষ্কার করার জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে? এরজন্য কতগুলো যন্ত্র প্রয়োজন? কাজের সময় পাওয়া যায় কতগুলো সুইপিং মেশিন? জবাব দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী?

শতাব্দী রায় এবং মিতালি বাগ

জল জীবন মিশনে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাওনা টাকার অঙ্ক কত? ফুড ম্যানেজমেন্ট এবং সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন প্রকল্প বাবদই বা কেন্দ্রের কাছে কত টাকা প্রাপ্য রাজ্যের?

রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়

ডিজিসিএ, এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল এবং এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অধীনে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দরগুলোতে অনুমোদিত পদ এবং কর্মীসংখ্যা ঠিক কত? গত ৫ বছরে শূন্যপদের সংখ্যাই বা কত? নিরাপত্তা এবং সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত কর্মীসংখ্যা কত? বিমানবন্দর ভিত্তিক বিস্তারিত রিপোর্ট চাই কেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট দফতরের।

বাপি হালদার

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-আরবান প্রকল্পের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত মোট কতগুলো বাড়ি মঞ্জুর করা হয়েছে? নির্মানের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে কতগুলোর? বিস্তারিত হিসাব দিক কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রকল্পে মানুষের প্রকৃত চাহিদা বুঝতে কেন্দ্র কি কোনও সমীক্ষা করেছে?

শর্মিলা সরকার

পিএম জনমন যোজনায় মাল্টিপারপাস সেন্টারের লক্ষ্যমাত্রা কত? এখনও পর্যন্ত মোট কতগুলো সেন্টার নির্মিত হয়েছে। রাজ্য এবং বছরভিত্তিক তথ্য পেশ করুন মন্ত্রী। এরজন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দকৃত অর্থ এবং তার ব্যবহারের সঠিক হিসাবও দিতে হবে কেন্দ্রকে।

কীর্তি আজাদ

এটা কি ঘটনা যে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়েতে দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে চলেছে আশঙ্কাজনকভাবে? মৃত্যু এবং গুরুতর জখমের সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। জাতীয় সড়কে ডিভিসি মোড়ে নির্মিত ফ্লাইওভারের উপরেই দুর্ঘটনার সংখ্যা বেশি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য চাই এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কী পদক্ষেপ করা হচ্ছে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে তা জানানো হোক বিস্তারিতভাবে।

জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া

এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার অধীনে দেশের মোট কতগুলো বিমানবন্দর অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে? কেন? কী ব্যবস্থা নিচ্ছে অসামরিক বিমান পরিবহণ দফতর? এগুলো কবে উদ্বোধন হয়েছিল, খরচই বা কত হয়েছিল— বিস্তারিতভাবে জানাতে হবে মোদি সরকারকে।

মহুয়া মৈত্র

দেশের কতগুলো বিমানসংস্থা ছিটকে গিয়েছে, বিদায় নিয়েছে বাজার থেকে, তার হিসাব চাই। কতগুলো বিমানসংস্থা দেউলিয়া হয়ে পড়েছে, সেই তথ্যও পেশ করুক অসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রক।

কালিপদ সোরেন

২০০৪ সাল থেকে ২০১৪ এবং ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত দেশে অপরিশোধিত তেলের দাম কত? বছরভিত্তিক হিসেব চাই। রাজধানী দিল্লিতেও এই সময়ের মধ্যে পেট্রোলের দামের বিস্তারিত তথ্য ও পরিসংখ্যান দিতে হবে মোদি সরকারকে।

খলিলুর রহমান

সামনের এক বছর ২.২ মিলিয়ন টন এলপিজি কিনতে আমেরিকার সঙ্গে কোনও চুক্তি হয়েছে কি? রাশিয়া থেকে স্বল্পমূল্যে গ্যাস কেনার সুযোগ থাকলেও ভারতকে এই চুক্তি করতে কি বাধ্য করা হয়েছে?

মিতালি বাগ

গত ১১ বছরে শহর এবং গ্রামের স্বচ্ছ ভারত মিশন খাতে কত অর্থ দিয়েছে কেন্দ্র। রাজ্য এবং বছরভিত্তিক হিসাব চাই।

স্বাস্থ্য পরিষেবার কী করুণ দশা উত্তরপ্রদেশে

যোগীরাজ্যে মোবাইলের টর্চের মৃদু আলোতেই অস্ত্রোপচার

লখনউ : নেই বিদ্যুৎ, নেই বিকল্প ব্যবস্থাও। মোবাইলের টর্চের মৃদু আলোতেই চলছে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচার, যেখানে সামান্য উনিশ-বিশের ভুলেই ঘটে যেতে পারে বড় অঘটন! এটাই হল বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার ছবি! এটাই হল বিজেপির 'রাম রাজ্য' ও 'বিকাশ'-এর আসল নমুনা। যেখানে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো হাস্যকর সার্কাসে পরিণত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের এক হাসপাতালের এমন চালচুলোহীন স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর ভাইরাল ভিডিও দেখে

ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে নিন্দার ঝড় উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেসও ডাবল ইঞ্জিন সরকারের— এই অপদার্থ সরকারের— তীব্র সমালোচনা করেছে। ভাইরাল ভিডিও শেয়ার করে সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূলের আক্রমণ, উত্তরপ্রদেশের মৈনপুরীতে বিদ্যুৎ না থাকায় মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে চলছে রোগীর চিকিৎসা। নেই বিদ্যুৎ, নেই কোনও ব্যাক-আপ ব্যবস্থা। এক দশক ক্ষমতায় থেকেও ন্যূনতম পরিকাঠামো গড়তে ব্যর্থ যোগী সরকার। মানুষের জীবনকে স্রেফ ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনা ঘটে গেলে, কার দায় হত? বিজেপির এই 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার আসলে মানুষের জন্য 'ডাবল ধ্বংস' ডেকে আনছে!

আয়কর তল্লাশির পরই আত্মঘাতী বিখ্যাত শিল্পপতি

বেঙ্গালুরু : দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত রিয়েল এস্টেট সংস্থা কনফিডেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান, বিখ্যাত শিল্পপতি ও প্রযোজক রয় চিরিয়ানকানদাথ জোসেফ ওরফে সিজে রয় শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে তাঁর ল্যাংফোর্ড রোডের অফিসে আত্মঘাতী হয়েছেন বলে অভিযোগ। জানা গিয়েছে, ঘটনাটি ঘটার সময় আয়কর আধিকারিকরা তাঁর অফিসেই তল্লাশি চালাচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করেন শিল্পপতি। আয়কর তল্লাশির চাপে তিনি এই ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠছে। নামী রিয়াল এস্টেট সংস্থার কর্ণধার তথা বিগবস -সহ একাধিক টিভি অনুষ্ঠান ও সিনেমার প্রযোজকের এমন অস্বাভাবিক মৃত্যুর খবরে শোরগোল পড়েছে। এদিন বিকেলে সিজে রয়ের

অফিস- কাম- বাংলোয় এই ঘটনাটি ঘটে। একজন ঊর্ধ্বতন পুলিশ কর্তা জানান, রয় নিজেরই পিস্তল চালিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। তাঁকে দ্রুত স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। পুলিশ একটি মামলা দায়ের করে ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করছে। কেরলের প্রথমসারির একটি রিয়াল এস্টেট সংস্থা চালাতেন রয়। কর্ণাটক এবং বিদেশেও তাঁর ব্যবসা বিস্তৃত।

আবার চলন্ত গাড়িতে গণধর্ষণ বিজেপি-রাজ্যে

দেরাদুন : আবার চলন্ত গাড়িতে গণধর্ষণ বিজেপি রাজ্যে। হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশের পরে এবার উত্তরাখণ্ডে। রুদ্রপুর এলাকায় এক তরুণীকে লিফট দেওয়ার নাম করে গাড়িতে তুলে নেয় ২ ব্যক্তি। তারপরে চলন্ত গাড়িতেই গণধর্ষণ। কয়েকদিন আগের ঘটনা। রুদ্রপুরের বাসিন্দা ওই তরুণী কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার পথে ট্রানজিট ক্যাম্প এলাকায় অপেক্ষা করছিলেন যানবাহনের জন্য। তখনই লিফট দেওয়ার নাম করে তাঁকে গাড়িতে তুলে নিয়ে ধর্ষণ করে ওই ২ ব্যক্তি। তারপরে নির্জন জায়গায় নামিয়ে দিয়ে চম্পট দেয়। পরে অবশ্য ধরা পড়ে যায় ২ ধর্ষণকারীই।

তথ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে মোদি সরকার

নয়াদিল্লি : আরটিআই-আতঙ্কে ভুগছে মোদি সরকার। আমজনতার তথ্যের অধিকার কেড়ে নিতে চাইছে তারা। কোপ মারতে চলেছে আরটিআই আইনে। চেপে যেতে চাইছে যাবতীয় সরকারি তথ্য। ভয় একটাই, সরকারি পরিসংখ্যান ও তথ্য যদি নিজেদের সরকার ও বিজেপির বিরুদ্ধে যায়!

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই মনোভাব আর নীতি নিয়ে দেশবাসীর সামনে বহু তথ্য গোপন করেছে মোদি সরকার। এমনকী আরটিআই বা তথ্যের অধিকার আইনে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে চাওয়া হলে সেই তথ্যও সরকারের কাছে নেই বলে বারবার মিথ্যাচার করেছে মোদি সরকার। প্রতিটি সংসদীয় অধিবেশনেই একই ছবি দেখা যায়। এই আবহেই এবার আরও বড় স্বেচ্ছাচার করে তথ্যের অধিকার আইনেই কোপ বসাতে চাইছে মোদি সরকার। তাদের মূল লক্ষ্য হল প্রকৃত সত্য গোপন করে দেশবাসীকে অন্ধকারে রাখা।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন সংসদে যে অর্থনৈতিক সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করেছেন, সেখানে দাবি করা হয়েছে, খুব বেশি তথ্যপ্রকাশ প্রশাসনের সিদ্ধান্তে বাধা তৈরি করছে। এই প্রসঙ্গেই সরকারের দাবি, আরটিআই আইনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা ও নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। সেটাকে কোনওভাবেই কারও অহেতুক কৌতূহল নিরসন বা বাইরে থেকে সরকারি কাজকে প্রভাবিত করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির মূল চেতনা অক্ষুণ্ণ রেখেই প্রশাসনিক কাজকর্মে অপ্রয়োজনীয় চাপ কমাতে কিছু নির্দিষ্ট নথি ও অভ্যন্তরীণ আলোচনা বা খসড়া প্রস্তাবকে তথ্যের অধিকার আইনের আওতার বাইরে রাখা যেতে পারে। মোদি সরকারের এই উদ্যোগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখেল বলেন, এখন এটা স্পষ্ট হয়েছে যে মনরেগা বাতিল করার পরে মোদি-শাহর পরবর্তী অ্যাজেন্ডা হল জবাবদিহি এড়াতে শক্তিশালী তথ্যের অধিকার আইনের বিলুপ্তি ঘটানো।

বাংলাদেশের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনে বড় অশান্তির আশঙ্কা করছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। সেই আশঙ্কা থেকেই এবার সেই দেশে থাকা আমেরিকার নাগরিকদের সতর্ক থাকার বার্তা দিয়ে সাতদফা নির্দেশ দিল ঢাকার মার্কিন দূতাবাস

লাড্ডু-বিতর্কে রিপোর্ট জমা

২৫০ কোটিতে কেনা তিরুপতির ঘি ভেজাল, বলল সিবিআই

তিরুপতি: তিরুপতির লাড্ডু-বিতর্কে উত্তাল হয়েছিল গোটা দক্ষিণ ভারত। মন্দিরের প্রসাদি লাড্ডু তৈরি করার জন্য ২৫০ কোটি টাকা দিয়ে মোট ৬৮ লক্ষ কেজি ঘি কেনা হয়। অভিযোগ ওঠে, সেই ঘিতে মেশানো হয়েছে গরু অথবা শূকরের চর্বি। প্রকৃতপক্ষে কী ব্যবহার করা হয়েছে তা জানতে তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইকে। শুক্রবার ১৫ মাস ধরে চলা সেই তদন্তের রিপোর্ট নেল্লোরের অ্যান্টি-করাপশন ব্যুরো আদালতে পেশ করেছে তদন্তকারী দল।

সিবিআই রিপোর্টে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, লাড্ডু তৈরিতে ব্যবহার করা ঘি ভেজাল। এতে কোনও গরু বা শূকরের চর্বি মেশানো হয়নি। এই ঘি তৈরি করতে উদ্ভিজ্জ তেল ও কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়েছিল। এতে মেশানো হয়েছিল পাম অয়েল। পাম কার্নেল অয়েল ও পামোলিনের সঙ্গে বিশেষ অ্যাসিটিক অ্যাসিড এস্টার মিশিয়ে ঘি-এর মান কৃত্রিমভাবে বাড়ানো

হয়েছিল, যাতে পরীক্ষায় খাঁটি ঘি বলে ধরা পড়ে। ন্যাশনাল ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড (এনডিডিবি)-এর তথ্য অনুযায়ী ওই ভেজাল ঘি পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে, এর গুণমান সূচক বা এস-ভ্যালু ১৯.৭২, যেখানে এর ন্যূনতম মান হওয়া উচিত ৯৮।

চার্জশিটে মোট ৩৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছে। মূল অভিযুক্তদের মধ্যে আছেন তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানমের প্রাক্তন জেনারেল ম্যানেজার আরএসএসভিআর সুব্রহ্মণ্যম। উত্তরাখণ্ডের 'ভোলেবাবা অর্গানিক ডেয়ারি' নামের একটি সংস্থা কার্যত দুধ বা মাখন উৎপাদন না করেই বিপুল পরিমাণ কৃত্রিম ঘি সরবরাহ করেছিল। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ২৫০ কোটি টাকা। তিন বছরে প্রায় ৮০ শতাংশ রাসায়নিক ঘি সরবরাহ করা হয়েছিল। যা দিয়ে তৈরি হতো মন্দিরের প্রসাদের লাড্ডু।

প্রসঙ্গত, এই তিরুপতির লাড্ডু বিতর্ক শুরু হয় ২০২৪ সালে। সে-বছর অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টি (টিডিপি)-র প্রধান চন্দ্রবাবু নায়ডু অভিযোগ করেন, জগন্মোহন রেড্ডির সরকারের আমলে তিরুমালার প্রসাদি লাড্ডু বানানোর সময় ব্যবহৃত ঘি-র সঙ্গে পশুর চর্বি মেশানো হত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে সে সব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। রিপোর্ট পশুর চর্বি মেশানোর অভিযোগ মান্যতা না পেলেও বলা হয়েছে প্রসাদী লাড্ডুর ঘি পুরোদস্তুর ভেজাল।

আফগানিস্তানে ফিরল দাসপ্রথা

আইনি সিলমোহর দিল তালিবান

কাবুল: দুনিয়া হাঁটছে একদিকে আর উল্টোদিকে হেঁটে আরও অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে আফগানিস্তানের সমাজ।

একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে গোটা বিশ্ব যখন সাম্য আর মানবাধিকারের কথা বলছে, আফগানিস্তানে তখন দাসপ্রথাকে সিলমোহর দিয়ে সামাজিক বৈষম্যকে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তালিবান সুপ্রিম লিডার হিবাতুল্লা আখুন্দজাদার নতুন আইনে এই দেশে কার্যত বৈধতা পেল দাসপ্রথা। নতুন এই আইন অনুযায়ী, অপরাধ এক হলেও কেবল সামাজিক অবস্থানের ভিত্তিতে বদলে যাবে শাস্তির ধরন। একদিকে যখন প্রভাবশালী মোল্লাদের জন্য থাকছে কেবল 'উপদেশ', অন্যদিকে সাধারণ মানুষ ও নারীদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে অমানবিক শারীরিক নির্যাতনের বিধান। তালিবানি এই নতুন সংবিধানে আফগান নাগরিকদের স্পষ্ট চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে থাকা 'উলেমা ও মোল্লা' শ্রেণির ব্যক্তিদের সাতখুন মাফ। কোনও অপরাধ করলেও স্রেফ ধর্মীয় উপদেশের মাধ্যমেই তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হবে। 'আশরাফ বা উচ্চবিত্ত' অর্থাৎ দ্বিতীয় স্তরের এই নাগরিকদের অপরাধের জন্য বড়জোর আদালতে হাজিরা দিতে হবে। সেখানে নামমাত্র সতর্ক করে তাঁদের মুক্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে। মধ্যবিত্ত নাগরিকদের ক্ষেত্রে আইন কিছুটা কঠোর। অপরাধ করলে রীতিমতো তদন্ত হবে এবং জেল খাটার সম্ভাবনাও প্রবল।

একবিংশ শতকে মধ্যযুগীয় শ্রেণিভেদ

সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে থাকা এই মানুষেরাই আইনের আসল কোপে পড়বেন। তাঁদের জন্য কঠোর কারাদণ্ড, এমনকী মৃত্যুদণ্ডের বিধানও রাখা হয়েছে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হল, এই আইনের মাধ্যমে নারীদের কার্যত চতুর্থ শ্রেণিতে নামিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে বিনা বিচারে নারীদের ওপর নির্যাতনের পথ প্রশস্ত হল। এছাড়া নতুন আইনে স্পষ্ট করে 'দাস' বা 'গোলাম' প্রথাকে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। এই দাসদের কোনও নাগরিক অধিকার নেই, মালিক বা উচ্চবিত্তরা চাইলেই তাঁদের ওপর শারীরিক আঘাত করতে পারবেন। এক কথায়, নারীদের দাস হিসেবে ব্যবহার করার মতো মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও আইনি সিলমোহর দিয়েছে তালিবান প্রশাসন।

ইরানের মতো আফগানিস্তানেও কট্টর 'মোল্লাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার এই চেষ্টা দেখে শিউরে উঠছে মানবাধিকার সংগঠনগুলো। যেখানে সারা বিশ্ব দাসপ্রথা ও বর্ণবাদ বিলোপের লড়াইতে শামিল, সেখানে আফগানিস্তান যেন সময়ের কাঁটা কয়েকশ বছর পিছিয়ে দিল। মানবাধিকার কর্মীদের আশঙ্কা, এই আইনের ফলে দেশটিতে মানবিক বিপর্যয় আরও চরম আকার ধারণ করবে।

এআই দাপটে ১৬ হাজার কর্মীছাঁটাই অ্যামাজনে!

ওয়াশিংটন: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দাপটে বিশ্বের সর্বত্র মানবসম্পদে ধাক্কা লাগছে। কাজ হারাচ্ছেন বিপুল সংখ্যক মানুষ। যদিও মুনাফার স্বার্থে এআইয়ের ব্যবহার বাড়ানোর পথে হাঁটছে বহু নামজাদা সংস্থা। সেই পথেই এবার এআই-এর ব্যবহার বাড়ানোর জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল ই-কমার্স জায়ান্ট অ্যামাজন। বিশ্বজুড়ে একধাক্কায় ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাই করার ঘোষণা করেছে এই সংস্থা। অ্যামাজনের তরফে জানানো হয়েছে, সংস্থায় বড় রদবদলের অংশ হিসেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অ্যামাজনের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, সংস্থার বিভিন্ন বিভাগে কর্মীসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হবে। আর এর বদলে বেশি করে আরও এআই এবং অটোমেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। মূলত সংস্থার পরিচালন কাঠামো সহজ করার জন্যই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। সংস্থার দাবি, গত অক্টোবরেই ঘোষ অ্যামাজনের ভিতরে একাধিক স্তরের ম্যানেজমেন্ট কমানো হবে। অতিরিক্ত যে সমস্ত স্তরগুলি আছে সেগুলি তুলে দেওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছিল। যাঁরা কর্মী ছাঁটাইয়ের তালিকায় রয়েছেন, তাঁদের জন্য ৯০ দিনের সময়সীমা রাখা হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে তাঁরা অ্যামাজনের মধ্যেই অন্য কোনও পদে আবেদন করতে পারবেন। সেইসঙ্গে, সংস্থা জানিয়েছে যে, ছাঁটাই হওয়া কর্মীদের জন্য ট্রানজিশন সাপোর্ট, এবং স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা দেওয়া হবে। এআই ব্যবহারের ফলে যেমন কর্মীদের সংখ্যা কমানো হচ্ছে, সেরকমই আবার নতুন ধরনের দক্ষতা থাকা কর্মী নিয়োগের কথাও জানিয়েছে অ্যামাজন। অর্থাৎ প্রযুক্তিনির্ভর নতুন পদে নিয়োগ চালু হবে। গত বছরের অক্টোবর মাসেই অ্যামাজন প্রায় ৩০ হাজার কর্পোরেট কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছিল। প্রথম ধাপে প্রায় ১৪ হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছিলেন। এবার দ্বিতীয় ধাপে আরও ১৬ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। নিশ্চিতভাবেই কর্পোরেট কর্মসংস্থানে বড় ধাক্কা এটি।

আমেরিকাকে পালটা হুমকি দিল ইরানও

তেহরান: মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লাগাতার হুমকি দিয়ে চলেছেন ইরানকে। নৌবহর যাওয়ার কথা বলে চাপ তৈরি করছেন তেহরানের উপর। এই পরিস্থিতিতে এবার ফোঁস করল ইরানও। আমেরিকা কোনওরকম হামলা চালালে তার জবাব দেওয়ার জন্য ইরান যে তৈরি রয়েছে তা স্পষ্ট করে দিলেন ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরঘচি। দুই দেশের উত্তেজনা বাড়তে থাকায় পশ্চিম এশিয়ার আকাশে অনিশ্চয়তার মেঘ। ইতিমধ্যেই পশ্চিম এশিয়ায় আমেরিকার একাধিক বন্ধু দেশ আমেরিকাকে সামরিক পথে না হাঁটার বিষয়ে সতর্ক করেছে। আরব আমিরশাহি, সৌদি আরবের মতো দেশগুলির বক্তব্য, ইরানে হামলা চালানোর জন্য তাদের দেশের আকাশসীমা, জলসীমান্ত বা স্থলভূমি ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। মার্কিন হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী বুঝিয়ে দেন, পরমাণু চুক্তি নিয়ে আলোচনার জন্য তেহরান তৈরি। কিন্তু সেই চুক্তিতে কোনও পক্ষপাতিত্ব থাকলে চলবে না। আর যদি ইরানের উপরে কোনও হামলা হয়, তবে তার উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে তেহরানের সেনাবাহিনী।

চক্রান্তের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াই

(প্রথম পাতার পর)

দিতে হবে। আরও বেশি করে পরিশ্রম করতে হবে। প্রতিদিন মানুষের দরজায় দরজায় পৌঁছে যান। আরও বেশি করে স্ক্রুটিনি করুন।

ভবানীপুর কেন্দ্রের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডের উল্লেখ করে সেগুলির দিকে বাড়তি নজর দিতে বলেছেন নেত্রী। যেমন ৬৩ ও ৭২ এই দুই ওয়ার্ডে আরও বেশি করে জোর দিতে বলা হয়েছে। সেইসঙ্গে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সিতে শুনানিতে যাঁদের ডাক হয়েছে আর চূড়ান্ত তালিকায় নাম বাদ যাবে, তাঁদের তালিকা তাঁর কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন নেত্রী। বৈঠকে তিনি বলেন, ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে ইচ্ছা করে বহু নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ, প্রতিদিনের রিপোর্ট ফিরহাদ হাকিম ও দেবাশিষ কুমারকে দিতে হবে। তারা সেই রিপোর্ট তাঁর কাছে পাঠাবেন।

ফিরতে বাধা পরিযায়ী শ্রমিকদের

(প্রথম পাতার পর)

বাঙালি শ্রমিকেরাও। কিন্তু এত কম সময়ের নোটিশে বাংলায় ফিরতেই নাজেহাল হতে হচ্ছে সেই শ্রমিকদের। কারণ, ট্রেনের টিকিট এত কম সময়ে পাওয়া সম্ভব নয়। মার্চ মাস পর্যন্ত সমস্ত দূরপাল্লার ট্রেনের টিকিট শেষ। আর বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতা কিংবা বাগডোগরা পর্যন্ত বিমানের ভাড়া খেটে-খাওয়া দরিদ্র শ্রমিকদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে শুনানিতে হাজিরার ডাক এলেও বাড়িতেই ফিরতে পারছেন না শ্রমিকদের একটা বড় অংশ। যদিও এত বাধা সত্ত্বেও অমানবিক কমিশনের কাছে নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে ইতিমধ্যেই বহুকষ্টে বাংলার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন ৯,৪০০ জনেরও বেশি শ্রমিক।

কিন্তু এতকিছুর পরও নির্বিকার নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলের প্রথম থেকেই দাবি ছিল, পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য অনলাইন হিয়ারিংয়ের ব্যবস্থা করা হোক! কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। উল্টে একদিকে ডেকে পাঠিয়ে অন্যদিকে বাড়ি ফিরতে বাধা দিয়ে সাঁড়াশি চাপে হেনস্থা করছে দরিদ্র মানুষগুলোকে। তৃণমূল এর তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। দলের সাফ হুঁশিয়ারি, খেটে-খাওয়া মানুষগুলোকে এইভাবে শুনানিতে ডাকার নামে চূড়ান্ত হেনস্থা করার মানে কী? নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে বিজেপির দালালি বন্ধ করতে হবে! বাংলার মানুষ এহেন নির্যাতন আর বরদাস্ত করবে না!

দিতে হবে স্যানিটারি প্যাড

(প্রথম পাতার পর)

কীভাবে রক্ষা করা হচ্ছে তা থেকে। সেই দিকটি মাথায় রেখেই সংবিধানের ২১ নম্বর ধারায় নাগরিক অধিকারের মধ্যে সুস্থ ঋতুস্রাবের অধিকারের কথা উল্লেখ করে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, স্কুলে অবশ্যই ছাত্র ও ছাত্রীদের জন্য আলাদা শৌচালয় থাকতে হবে। স্কুল থেকে স্যানিটারি প্যাড দিতে হবে, তা পচনশীল হতে হবে। শৌচালয়ের কাছে সেই স্যানিটারি প্যাড সুলভ হতে হবে। সেই সঙ্গে স্কুলের ভিতরে সেই প্যাড ফেলার জন্য স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা রাখতে হবে। কোনও স্কুল এই নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হলে সেই স্কুলের অনুমোদন বাতিল করা যেতে পরে। নির্দেশ পালনে ব্যর্থতায় কড়া শাস্তির মুখে পড়তে হবে সরকারকে, সে রাজ্য হোক বা কেন্দ্রের সরকার।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি কলকাতার রবীন্দ্র সদন মঞ্চে সন্ধে সাড়ে ছ'টায় মঞ্চস্থ হবে নান্দীকারের নাটক 'পাঞ্চজন্য'। নির্দেশনায় সোহিনী সেনগুপ্ত

দুই ভাষার দুই সিরিজ

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে 'তাস্কারি : দ্য স্মাগলার্স ওয়েব' এবং 'কালীপটকা'। প্রথমটি হিন্দি এবং দ্বিতীয়টি বাংলা। ভিন্ন স্বাদের দুই ওয়েব সিরিজের উপর আলোকপাত করলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

তাস্কারি : দ্য স্মাগলার্স ওয়েব

কিছুদিন আগেই নেটফ্লিক্সে মুক্তি পেয়েছে নীরজ পাণ্ডের সাত এপিসোডের ওয়েব সিরিজ 'তাস্কারি : দ্য স্মাগলার্স ওয়েব'। এই পরিচালকের কাজের প্রতি বরাবরই আগ্রহ থাকে দর্শকদের। বেশকিছু মনে রাখার মতো সিনেমা তিনি উপহার দিয়েছেন। এখন উপহার দিচ্ছেন চমকে দেওয়ার মতো সিরিজ। বলিউডে ক্রাইম স্টোরি সময়ের সঙ্গে বদলেছে। কারণ গোটা পৃথিবী জুড়ে বদলে গিয়েছে ক্রাইমের ধাঁচ। ডাকাত, দস্যু, স্মাগলার, আন্ডারওয়ার্ল্ড পেরিয়ে এখন সন্ত্রাসবাদের এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে আন্তর্জাতিক অর্গানাইজড ক্রাইম সিন্ডিকেট, জিওপলিটিক্স এবং নানান হাওয়ালা কেস। অনেকদিন পর সোনার বিস্কুট আর স্মাগলিং ফিরে এল পর্দায়। কাস্টমস অফিসাররা কীভাবে স্মাগলারদের ধরেন, কতরকমভাবে কী কী ধরনের জিনিস পাচার হয়, পাচারকারী হিসেবে কীভাবে সাধারণ মানুষেরা যুক্ত হন, কাদের দিয়ে পাচার করানো হয়, কীভাবে ঘুষখোর অফিসারদের সাহায্য নেওয়া হয় এবং সৎ অফিসারদের কাজ কতটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় প্রায় পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেল দিয়ে কল্পিত থ্রিলার 'তাস্কারি : দ্য স্মাগলার্স ওয়েব' তৈরি করা হয়েছে।

সিরিজ শুরু হয় অর্জুন মীনার ভয়েস ওভার দিয়ে। এই চরিত্রে অনবদ্য অভিনয় করেছেন ইমরান হাশমি। তিনিই বলছেন গল্পটা। যখন পর্দায় এসেছেন, কথা বলেছে তাঁর চোখও। নির্বাচন ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেললে যেহেতু কাজ দেখাতে হয়, তাই প্রকাশ কুমারের মতো সৎ অফিসারকে নিয়ে আসে প্রশাসন, বিমানবন্দরে স্মাগলার এবং অসৎ অফিসারদের সাফাই করতে। এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন অনুরাগ সিনহা। তিনি ফিরিয়ে আনেন তিন সাসপেন্ডেড অফিসারকে। অর্জুন মিনা (ইমরান হাসমি), রবিন্দর গুজ্জর (নন্দিশ সাধু) এবং মিতালি কামাথকে (অম্রুতা খানভিলকার)। ধরে নেওয়া যায় অধিক সততার জন্যই এরা সাসপেন্ড হয়েছিলেন! যদিও অর্জুন প্রয়োজনে অসৎ হতে পারেন, তাঁর আবির্ভাবের দৃশ্যে এমনটাই বোঝানো হয়েছিল।

নানান অপারেশন, ধরপাকড় এবং আন্ডারকভার গুপ্তচরদের সাহায্যে অর্জুনের দল পৌঁছোয় স্মাগলিং সিন্ডিকেটের আসল মাথা বড়া চৌধুরী পর্যন্ত। শারেদ কেলকার অভিনয় করেছেন এই চরিত্রে। গল্পে আছে প্রেম। লুকোচুরি খেলেছে বিশ্বাস-অবিশ্বাস। পদে পদে রয়েছে সাসপেন্স। সবমিলিয়ে জমজমাট একটি সিরিজ। দেখার মতো।

কালীপটকা

সমাজে পিছিয়ে পড়া চারজন নারীর গল্প নিয়ে বোনা হয়েছে 'কালীপটকা'। অ্যাকশন এবং ভায়োলেন্সে ভরা এই সিরিজের ট্রেলার সামনে আসার পর থেকেই আগ্রহ তুঙ্গে উঠেছিল দর্শকদের মধ্যে। ক্যাপশনে বড় বড় করে লেখা ছিল— 'জ্বলবে বারুদ, লাগবে আগুন, হবে ধামাকা, আসছে কালীপটকা'। এতেই বোঝা গিয়েছিল যে, কতটা ভয়ঙ্কর হতে চলেছে সিরিজের গল্প। তারপরেই শুনতে পাওয়া গেছে, আমাদের কিছু নেই, টাকা-পয়সা, বাড়িঘর ভালোবাসা— কিছুই নেই। আঁকা হয়েছে অভাবের বিবর্ণ ছবি। যে চারজন নারীর গল্প বলা হয়েছে সিরিজে, তারা একেবারে নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ। জীবনের একটা সময় আশেপাশের মানুষজনের থেকে আঘাত পেতে পেতে তারাও ঘুরে দাঁড়ায়। দুই চোখে জ্বলে ওঠে প্রতিশোধের আগুন। এরা যেন আলফা মহিলা। মুখে বিড়ি থেকে শুরু করে কাঁচাখিস্তি, যৌনতা— প্রান্তবাসীদের জীবনের নানান দিক তুলে ধরেছে এই চারজন নারী। অভিনয় করেছেন হিমিকা বোস, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় এবং শ্রুতি দাস।

জটায়ু এবং একেন তাঁকে ব্যাপক জনপ্রিয় করেছে, তবে বিভিন্ন ধরনের চরিত্রেই সাবলীল অনির্বাণ চক্রবর্তী। অসাধারণ অভিনেতা তিনি। এই সিরিজে তাঁকে দেখা গেছে একদম অন্যরকম লুকে। অন্ধকার দুনিয়ার বাসিন্দা। খলনায়কের চরিত্রে রীতিমতো কাঁপিয়ে দিয়েছেন। ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন দর্শকদের মনে। এর আগে দেবের 'প্রধান' ছবিতেও নেগেটিভ চরিত্রে ফাটিয়ে অভিনয় করেছেন। পেয়েছেন ভূয়সী প্রশংসা। এখানেও তাই। অন্যান্য চরিত্রে যথাযথ অভিনয় করেছেন বিমল গিরি, সৌমেন বোস, কৃষ্ণেন্দু দেওয়ানজি।

২৩ জানুয়ারি, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন এবং সরস্বতী পুজোর দিন বাংলা জি ফাইভে মুক্তি পেয়েছে এই সিরিজ। পরিচালনায় অভিরূপ ঘোষ। সংবাদমাধ্যমের কাছে তিনি বলেছেন, কালীপটকা হল নারীর ক্ষমতায়নের একটি উদযাপন। চারটি চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখে এর গল্প এগিয়েছে। শ্রীমা, মিনতি, রানি এবং রিঙ্কু। এরা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণির আওতায় পড়ে। এদের ঘিরে কী কী ঘটতে থাকে, সেটাই দেখার।

সিরিজের একটি গান এই মুহূর্তে বাজার কাঁপাচ্ছে। গেয়েছেন জোজো মুখোপাধ্যায়। তাঁর র‍্যাপের সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়েছেন চার অভিনেত্রীই। সোমরাজ দাস এবং ভিক্টর মুখোপাধ্যায়ের লেখায় সুরারোপ করেছেন কুণাল দে। মিউজিক প্রোডাকশনের দায়িত্বে ছিলেন কুন্তল দে। সিরিজটি দেখে নেওয়া যায়।

বিরাটের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হঠাৎ আদৃশ্য হয়ে যায় বৃহস্পতিবার রাতে। তবে শুক্রবার সকালেই তা ফিরে এসেছে

আলকারেজ-জকো মুখোমুখি

মেলবোর্ন, ৩০ জানুয়ারি : কেন মেলবোর্ন পার্ক তাঁর 'ঘরবাড়ি', তা বুঝিয়ে দিলেন ৩৮ বছরের নোভাক জকোভিচ। রেকর্ড ২৫তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয় থেকে মাত্র একটি জয় দূরে সার্বিয়ান কিংবদন্তি। বিশ্বের দু'নম্বর ইতালীয় তারকা জানিক সিনারকে ছিটকে দিয়ে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে উঠলেন জকোভিচ। ফাইনালে তাঁর সামনে বিশ্বের এক নম্বর স্প্যানিশ তারকা কার্লোস আলকারেজ। যিনি পাঁচ বারের চেষ্টায় এই প্রথম অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে পুরুষদের সিঙ্গলস ফাইনাল খেলতে নামবেন। রবিবার রড লেভার এরিনায় খেতাবি লড়াইয়ে আটত্রিশের 'বুড়ো' নোভাক বনাম বাইশের 'তরুণ' আলকারেজের দ্বৈরথে চোখ থাকবে টেনিস দুনিয়ার।

সিনারের প্রথম সেটে ৬-৩ জয় দেখে যাঁরা দ্বিতীয় সেমিফাইনালের ফলাফল আন্দাজ করে ফেলেছিলেন, তাঁদের জন্য চমক বাকি ছিল। চার ঘণ্টার উপর লড়াই করে নোভাক ম্যাচ জিতলেন ৩-৬, ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪, ৬-৪ গেমে। সিনারকে চতুর্থ ও পঞ্চম সেটে কার্যত উড়িয়ে দিলেন সার্বিয়ান।

তার আগে আলকারেজ প্রথম সেমিফাইনালে ৫ ঘণ্টা ২৭ মিনিটের রুদ্ধশ্বাস লড়াই জিতে ফাইনালে উঠলেন আলেকজান্ডার জেরেভের বিরুদ্ধে। চোট নিয়েও ম্যাচ কঠিন লড়াই জিতলেন স্প্যানিশ তারকা।

আলকারেজের ফাইনালে ওঠার পথে কাঁটা বিছিয়ে দিতে মরিয়া ছিলেন জেরেভ। অনায়াসে প্রথম সেট ৬-৪ জিতে শুরু করেন আলকারেজ। দ্বিতীয় সেটে ঘুরে দাঁড়িয়ে পাল্টা লড়াই করলেও জেরেভ হারেন ৬-৭ ফলে। তবে তৃতীয় ও চতুর্থ সেট টাইব্রেকারে ৭-৬,৭-৬ জিতে আলকারেজকে চাপে ফেলে দেন জার্মান তারকা। রুদ্ধশ্বাস লড়াই হয় এই দুই সেটে। তৃতীয় সেট চলাকালীন পায়ে চোট পেয়ে মেডিক্যাল টাইম আউট নেন আলকারেজ। ক্ষুব্ধ জেরেভ অভিযোগ করেন, পেশিতে টান লাগার জন্য প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছেন আলকারেজ। মনে হচ্ছিল যখন চোট এবং ক্লান্তির কাছেই হার মানবেন, ঠিক তখনই অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন স্প্যানিশ তরুণের। পঞ্চম সেটে দুরন্ত শুরু করেন জেরেভ। এগিয়ে যান ২-০ ব্যবধানে। এরপরই পেন্ডুলামের মতো দুলল ম্যাচের ভাগ্য। ৫-৫ থেকে ৭-৫ জিতে ফাইনাল নিশ্চিত করেন রাফায়েল নাদালের ভাবশিষ্য।

শনিবার মেয়েদের সিঙ্গলস ফাইনালে আরিনা সাবালেঙ্কা ও এলেনা রিবাকিনা মুখোমুখি।

তারুণ্য বনাম অভিজ্ঞতা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের খেতাবি লড়াই এই দু'জনের মধ্যেই।

গম্ভীরকেই কোচ চাইছেন বাভুমা

জোহানেসবার্গ, ৩০ জানুয়ারি : গৌতম গম্ভীর কোচ হয়ে আসার পর ঘরের মাঠে দুটি টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশ হয়েছে ভারত। যার মধ্যে একটি তেম্বা বাভুমার নেতৃত্বাধীন দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে। বাভুমা অবশ্য গম্ভীরকেই টেস্ট দলের কোচ রাখার জন্য বিসিসিআইকে পরামর্শ দিয়েছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার আগে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হেরেছিল ভারত। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনের টেস্ট অবসরের পর সেটাই ছিল ভারতের প্রথম টেস্ট সিরিজ। বাভুমা মনে করেন এই তিন জনের না থাকাতেই ভারতের পারফরম্যান্স খারাপ হয়েছে। বাভুমা বলেন, আপনারা ভারতের একদিনের দলের পারফরম্যান্স দেখেছেন। যেখানে রোহিত আর বিরাট ছিল। টেস্ট সিরিজে ওরা ছিল না। ভারতীয় দল একটা ট্র্যানজিশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একদিনের দলে রোহিত আর বিরাট পারফরম্যান্সের সঙ্গে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা নিয়েছিল। তাই আমার মনে হয় সাদা বলে গম্ভীরের জায়গা ঠিকই আছে। লাল বলের ক্রিকেটে সামনের সময়টা ভারতীয় দলের জন্য কঠিন হবে বলে আমার ধারণা।

বাভুমা এরপর বলেছেন, গম্ভীরের উপর অনেক চাপ রয়েছে। আমার মনে হয় ওর উচিত হবে সামনে যেমন ম্যাচ আসবে সেটা ধরে এগোনো। আমার মনে হয় লাল বলের জন্য ওকে আরেটু সময় নিতে হবে। এক্ষেত্রে সাদা বলের পারফরম্যান্স গম্ভীরকে সাহায্য করতে পারে। বাভুমা বলেছেন, ভারত লাল বলে শাসন করতে করতে হঠাৎ ট্র্যানজিশনে ঢুকে পড়েছে। গম্ভীরকে তাই সময় দিতে হবে।

নেইমারকে চান ইয়ামাল

বার্সেলোনা, ৩০ জানুয়ারি : লিওনেল মেসি বা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নন, বিশ্ব ফুটবলের 'বিস্ময় বালক' লামিনে ইয়ামাল ২০ জুলাই নিউ জার্সিতে বিশ্বকাপ ফাইনালে প্রতিপক্ষ হিসেবে চান নেইমার জুনিয়রের ব্রাজিলকে। আর স্পষ্ট করে বলতে হয়, স্পেনের তারকা বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলতে চান নেইমারের বিরুদ্ধে। ব্রাজিলীয় তারকার বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে যতই সংশয় থাকুক, নেইমারের সঙ্গে 'বিশ্বকাপ চুক্তি' সেরে ফেলেছেন ইয়ামাল। স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, আমি নেইমারকে বলেছি, যদি আমরা (স্পেন ও ব্রাজিল) বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলি, তাহলে একসঙ্গে দু'জনে ছুটি কাটাতে যাব।

প্লে-অফে রিয়ালের সামনে বেনফিকাই

মাদ্রিদ, ৩০ জানুয়ারি : লিগ পর্বের শেষ ম্যাচে রিয়াল মাদ্রিদ ও বেনফিকার নাটকীয় লড়াইয়ের রেশ এখনও কাটেনি। এর মধ্যেই উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফের ড্র আবারও দুই দলকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোয় জায়গা করে নেওয়ার লড়াইয়ে ফেব্রুয়ারিতেই দু'বার মুখোমুখি হতে চলেছে রিয়াল ও বেনফিকা। শুক্রবার সুইজারল্যান্ডের নিওনে অনুষ্ঠিত প্লে-অফ ড্রয়ে এই লাইনআপ চূড়ান্ত হয়েছে। লিগ পর্বের ৯তম থেকে ২৪তম দলকে নিয়ে ছিল প্লে-অফের ড্র। নিয়মানুযায়ী রিয়ালের প্রতিপক্ষ হওয়ার কথা ২৩তম বোডো গ্লিমট অথবা ২৪তম দল বেনফিকা। ড্রয়ে হোসে মোরিনহোর পর্তুগিজ দলেরই নাম উঠেছে।

বুধবার রাতে একই সময়ে শুরু হওয়া লিগ পর্বের ১৮টি ম্যাচের মধ্যে রিয়াল-বেনফিকা দ্বৈরথই শেষ হয়েছে সবার শেষে। সংযুক্ত সময়ে ম্যাচ গড়ানোর সময় রিয়ালের দরকার ছিল এক গোল করে সেরা আট দলের মধ্যে থাকা। যাতে প্লে-অফে খেলতে না হয়। আর বেনফিকার প্রয়োজন ছিল এক গোল করে ২৪তম দল হিসেবে প্লে-অফ নিশ্চিত করা। শেষ পর্যন্ত মোরিনহোর দলের লক্ষ্যপূরণ হয়েছে। রিয়াল-বেনফিকা ছাড়াও আরও একটি আকর্ষণীয় দ্বৈরথ হতে চলেছে পিএসজি ও মোনাকোর মধ্যে। দুটোই ফরাসি লিগ ওয়ানের টিম। চ্যাম্পিয়ন্স লিগ প্লে-অফে প্রথম লেগের ম্যাচগুলি হবে আগামী ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি হবে দ্বিতীয় লেগের খেলা।

ঊষার স্বামী শ্রীনিবাসন প্রয়াত

কোঝিকোড়, ৩০ জানুয়ারি : প্রাক্তন অ্যাথলিট, আইওএ-র প্রেসিডেন্ট ও রাজ্যসভার সাংসদ পিটি ঊষার স্বামী ভি শ্রীনিবাসন শুক্রবার প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। সকালে নিজের বাড়িতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। ঊষার কেরিয়ারের প্রায় সবকিছুতেই জড়িয়েছিলেন একদা সরকারি কর্মী শ্রীনিবাসন।

রোহিতের রেকর্ড ভাঙলেন স্টার্লিং

ডাবলিন : টি-টোয়েন্টিতে রোহিত শর্মার রেকর্ড ভেঙে দিলেন আয়ারল্যান্ডের অধিনায়ক পল স্টার্লিং। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বাধিক ম্যাচ খেলার বিশ্বরেকর্ড ছিল প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের দখলে। রোহিত খেলেছিলেন ১৫৯টি ম্যাচ। দুবাইয়ে সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে প্রথম টি-২০ ম্যাচ খেলার সঙ্গেই হিটম্যানকে টপকে গেলেন স্টার্লিং। আইরিশ অধিনায়ক খেললেন ১৬০তম আন্তর্জাতিক টি-২০। আন্তর্জাতিক টি-২০ খেলা এবং রানের নিরিখে বাবর আজম, রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির পর চতুর্থ স্থানে স্টার্লিং। ১৬০ ম্যাচে ২৬.৫৩ গড়ে ৩৮৭৪ রান করেছেন তিনি। শতরান একটি। টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে দুবাইয়ে সিরিজ খেলছে আয়ারল্যান্ড।

ম্যাক্সওয়েল ছন্দে ফিরুক, চান পন্টিং

সিডনি, ৩০ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার অস্ট্রেলিয়া। এখনও পর্যন্ত কুড়ির ফরম্যাটে মাত্র একবারই বিশ্বকাপ জিতেছে তারা। অথচ একদিনের ক্রিকেটে রেকর্ড ছ'বারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া। আসন্ন মার্কি টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়া অন্যতম ফেভারিট হলেও দু'বারের বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক রিকি পন্টিং মনে করছেন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের ছন্দে ফেরাটা দলের জন্য জরুরি। বিশ্বকাপ ম্যাডম্যাক্সকে চেনা মেজাজে ফেরাতে পারে বলে জানিয়েছেন পন্টিং।

চোট সারিয়ে ফিরে ২০২৫ ম্যাক্সওয়েলের জন্য ভাল যায়নি। ৯ টি-২০ ইনিংসে ২১.৩৭ গড়ে মাত্র ১৭১ রান করেছেন। উইকেটের সংখ্যা মাত্র ৬টি। পন্টিং বলেছেন, বিশ্বকাপে নিজের চেনা ফর্ম পুনরুদ্ধার করতে পারে গ্লেন। খারাপ সময় কাটিয়ে ফিরতে ওর জন্য বিশ্বকাপই সেরা মঞ্চ হবে। অতীতে সে বিশ্বকাপে আমাদের অসাধারণ কিছু মুহূর্ত উপহার দিয়েছে। আশা করি, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জন্য গ্লেন আরও কিছু মুহূর্ত পাবে। পন্টিং আরও বলেন, বিশ্বকাপে সম্ভবত প্রচুর স্পিন খেলতে হবে গ্লেনকে। বল করারও সুযোগ পাবে। কয়েকটি সহজ ম্যাচ রয়েছে। ছন্দে ফিরতে এই ম্যাচগুলিতে কিছু রান এবং উইকেট তাকে মানসিকভাবে ভাল জায়গায় রাখতে পারে। গ্লেন কী করতে পারে আমরা জানি। সবচেয়ে খারাপ সময় কাটাতে তার কাছ থেকে কিছু পাগলামো দেখতে চাইব আমরা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভারতে খেলতে না এলেও টি-২০ বিশ্বকাপে ম্যাচ পরিচালনা করবেন বাংলাদেশের দুই আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা সৈকত ও গাজি সোহেল

মাঠে ময়দানে

31 January, 2026 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৩১ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

হেরে চাপে হরমনপ্রীতরা, এলিমিনেটরে গুজরাট

গুজরাট জায়ান্টস
১৬৭-৪ (২০ ওভার)
মুম্বই ইন্ডিয়ান্স
১৫৬-৭ (২০ ওভার)

হরমনের লড়াই ব্যর্থ।

বরোদা, ৩০ জানুয়ারি : মেয়েদের প্রিমিয়ার লিগে (ডব্লুপিএল) গুজরাট জায়ান্টসের কাছে হেরে চাপে পড়ে গেল গতবারের চ্যাম্পিয়ন মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। ডব্লুপিএলে এই প্রথম মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে জিতল গুজরাট। শুক্রবার বরোদায় লিগের শেষ ম্যাচে মুম্বই অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌরের ৮২ রানের ইনিংস কোনও কাজে এল না। গুজরাটের কাছে হারায় এলিমিনেটরে খেলার রাস্তা আরও কঠিন হল হরমনদের। গুজরাট ১১ রানে জিতে ৩ ফেব্রুয়ারি এলিমিনেটরে খেলা নিশ্চিত করল। ৮ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল গুজরাট। এলিমিনেটরে তাদের প্রতিপক্ষ ঠিক হবে রবিবার দিল্লি ক্যাপিটালস-ইউপি ওয়ারিয়র্স ম্যাচের পর। সেই ম্যাচের ফলাফলের উপর নির্ভর করছে হরমনদের প্লে-অফ ভাগ্য। মুম্বই ৮ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে। দিল্লির ৭ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট এবং ইউপি-র ৭ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। গুজরাটের প্রতিপক্ষ ঠিক করতে নেট রান রেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

গুজরাটের ১৬৭ রান তাড়া করতে নেমে হরমনের মুম্বই এদিন ৭ উইকেটে ১৫৬ রানে থেমে যায়। ৩৭ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় মুম্বই। সেখান থেকে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত। কিন্তু সতীর্থদের থেকে তেমন সাহায্য পাননি তিনি। হরমনপ্রীত শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন ৪৮ বলে ৮২ রানের ইনিংস খেলে। ৮টি বাউন্ডারি ও ৪টি ছক্কা হাঁকিয়েও মুম্বইকে জেতাতে পারেননি তিনি। গুজরাটের হয়ে ব্যাটে-বলে দুরন্ত পারফরম্যান্স করে ম্যাচের সেরা জর্জিয়া ওয়ারহ্যাম। ব্যাটে ৪৪ রানের সঙ্গে বল হাতে নেন ২ উইকেট।

গুজরাট টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বেথ মুনিকে (৫) শুরুতে হারাতে হলেও মিডল অর্ডারের দাপটে শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত ২০ ওভারে লড়াই করার মতো স্কোর করে গুজরাট। দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচে শেষ ওভারে জয়ের কান্ডারি সোফি ডিভাইন ২৫ রান করেন। কিউয়ি অলরাউন্ডারের সঙ্গে অনুষ্কা শর্মার (৩৩) জুটি রান রেট বাড়িয়ে আউট হওয়ার পর অধিনায়ক অ্যাশলে গার্ডনার ও জর্জিয়া ওয়ারহ্যামের ব্যাটে দেড়শো পার করে গুজরাট।

মুম্বইয়ের কিউয়ি লেগ স্পিনার অ্যামেলিয়া কের গার্ডনারকে (২৮ বলে ৪৬) ফিরিয়ে দিলে জর্জিয়া শেষ পর্যন্ত থেকে দলের স্কোরবোর্ড সচল রাখেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ২৬ বলে ৪৪ রানে অপরাজিত থাকেন। মুম্বইয়ের হয়ে অ্যামেলিয়ার ঝুলিতে ২ উইকেট।

ট্রফির লড়াইয়ে হাওড়া-হুগলির সামনে সিটি

প্রতিবেদন : বেঙ্গল সুপার লিগের ফাইনালে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স মুখোমুখি মালদা-মুর্শিদাবাদ রয়্যাল সিটি এফসি-র। ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্রথম সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে জোসে রামিরেজ ব্যারেটোর দল হাওড়া-হুগলি ও মেহতাব হোসেনের প্রশিক্ষণাধীন সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র মধ্যে ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়। প্রথম লেগের সেমিফাইনাল ৪-৩ জেতায় ব্যারেটোর হাওড়া-হুগলি ফাইনালে উঠে যায়। কল্যাণীতে ফাইনালে পাওলো সিজারদের সামনে রয়্যাল সিটি এফসি। সেমিফাইনালের প্রথম লেগে তারা ০-১ হেরে পিছিয়ে থেকে এদিন কল্যাণীতে শেষ চারের দ্বিতীয় পর্বে খেলতে নেমেছিল। কিন্তু এক গোলের ঘাটতি পূরণ শুধু নয়, ঝাড়া ৩-০ গোলে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-কে উড়িয়ে ফাইনালে চলে গেল রয়্যাল সিটি। তাদের তিন গোলদাতা সৌরভ, জোয়াও এবং আমিল।

আকাশ-শাহবাজের পঞ্চবাণে জয়ের গন্ধ

প্রতিবেদন : রঞ্জি ট্রফিতে অপরাজিত বাংলার সামনে আরও এক জয়ের হাতছানি। সৌজন্যে আকাশ দীপ ও শাহবাজ আহমেদের দুরন্ত বোলিং। লাহলিতে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচে শুক্রবার সারাদিনে পড়ল ১৮ উইকেট। তার মধ্যে প্রথম সেশনেই ১০টি। বাংলার প্রথম ইনিংস এদিন ১৯৩ রানে শেষ হয়। দ্বিতীয় দিন মাত্র ২৫ রানে বাকি পাঁচ উইকেট হারায় বাংলা। এরপর আকাশ দীপ ও শাহবাজের বোলিং বিক্রমে ৯৩ রানের লিড পায় বঙ্গ ব্রিগেড। দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ও সুদীপ ঘরামির অর্ধশতরানে ভর করে হরিয়ানাকে বড় রানের লক্ষ্য দেওয়ার পথে বাংলা। দ্বিতীয় দিনের শেষে ২৪৮ রানে এগিয়ে লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল।

দ্বিতীয় দিন সকালে শতরান হাতছাড়া করেন আগের ম্যাচে ডাবল সেঞ্চুরিকারী সুদীপ চট্টোপাধ্যায়। ৮৬ রানে আউট হন তিনি। তার আগে ফিরে যান শাকির হাবিব গান্ধী (৩)। আকাশ (০), রাহুল প্রসাদ (১৪) ও মুকেশ কুমাররা (০) উইকেটে থাকতে পারেননি। হরিয়ানার হয়ে স্পিনার অমিত রানা ৪ উইকেট নেন।

এরপর আকাশ দীপ ও শাহবাজের দাপটে হরিয়ানার প্রথম ইনিংস ৩১.১ ওভারে মাত্র ১০০ রানে গুটিয়ে যায়। বাংলার দুই বোলারের সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেননি হরিয়ানার ব্যাটাররা। আকাশ দীপ ও শাহবাজ পাঁচটি করে উইকেট ভাগাভাগি করে নেন। তিনটি মেডেন-সহ ১৫ ওভারে ৫ উইকেট পেসার আকাশের। ১১.১ ওভারে একটি মেডেন-সহ ৫ উইকেট স্পিনার শাহবাজের। ৯৩ রানে এগিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় দিনের শেষে ৩ উইকেটে ১৫৫ রান করেছে বাংলা। সুদীপ চট্টোপাধ্যায় (৫) রান পাননি। তবে সুদীপ ঘরামি ৬১ রান করে ফেরেন। অভিমন্যু (৬১) ও রাহুল প্রসাদ (৯) অপরাজিত রয়েছেন।

শৃঙ্খলাভঙ্গে বাদ মনদীপ-সহ তিন

নয়াদিল্লি, ৩০ জানুয়ারি : সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসেবে আসন্ন প্রো হকি লিগকে দেখছে ভারতীয় দল। আগামী মাসে প্রো লিগ মরশুম শুরুর আগে ভারতীয় শিবিরে হঠাৎ শৃঙ্খলাভঙ্গ বিতর্ক। বৃহস্পতিবারই হকি বেঙ্গল আসন্ন প্রো লিগের জম্য ৩৩ জনের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিল। দু'বারের অলিম্পিক ব্রোঞ্জজয়ী দলের সদস্য তারকা মিডফিল্ডার মনপ্রীত সিংয়ের বাদ পড়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। শুক্রবার জানা গিয়েছে, শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে মনপ্রীত-সহ তিন সিনিয়র খেলোয়াড়কে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। ১-

হকিতে ডামাডোল

৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় শিবিরের জন্য দল নির্বাচন করা হয়।

কী ঘটনা ঘটেছিল? জানা গিয়েছে, গত ডিসেম্বরে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে গিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ খেলেছিল ভারত। তৃতীয় ম্যাচ ড্র হওয়ার আগেই ০-২ সিরিজ হারেন হরমনপ্রীত সিংয়েরর দল। সফরে শৃঙ্খলাভঙ্গের একটি গুরুতর ঘটনা সামনে আসে। ফলে মনপ্রীত, দিলপ্রীত সিং এবং গোলকিপার কৃষ্ণবাহাদুর পাঠককে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়।

হকি বেঙ্গলের একটি সূত্র সংবাদসংস্থাকে বলেছেন, দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে শৃঙ্খলাভঙ্গের ঘটনায় চতুর্থ খেলোয়াড়ও জড়িত। তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। খেলোয়াড়রা পরে তাদের সতীর্থকে নিষিদ্ধ পদার্থ দেওয়ার অপরাধে ক্ষমা চেয়েছিল।

এগিয়ে থেকেও ড্র, চিন্তা বাড়ল বাংলার

বাংলার গোলের চেষ্টা ব্যর্থ।

প্রতিবেদন : সন্তোষ ট্রফির মূলপর্বে শুরুতে টানা তিন ম্যাচ জিতে তামিলনাড়ুর সঙ্গে ১-১ ড্র করেছিল বাংলা। শুক্রবার গ্রুপের শেষ ম্যাচে এগিয়ে থেকেও ফের ১-১ ড্র করে নক আউটের আগে চিন্তা বাড়াল সঞ্জয় সেনের দল। গ্রুপ শীর্ষে থেকে কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার লক্ষ্যপূরণ অবশ্য হয়েছে বঙ্গ ব্রিগেডের। ৫ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপের এক নম্বর দল হয়েই নক আউটে খেলবেন নরহরি শ্রেষ্ঠারা। নতুন উদ্যমে নক আউটে ট্রফির লক্ষ্যে ঝাঁপাতে কোচ সঞ্জয়কে রক্ষণ নিয়ে যে আরও খাটতে হবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

অসম আয়োজক দল। গ্যালারি ভর্তি সমর্থক। বিপক্ষের ডেরায় কঠিন ম্যাচেও প্রথম একাদশে রবি হাঁসদা, নরহরিদের রাখেননি বাংলার কোচ। তাঁদের যতটা সম্ভব কোয়ার্টার ফাইনালের আগে তরতাজা রাখতে চেয়েছিলেন সঞ্জয়। অসম ঘরের মাঠে উজ্জীবিত ফুটবল খেললেও প্রথমার্ধে বাংলাই আধিপত্য নিয়ে খেলে ৩২ মিনিটে এগিয়ে যায়। ডায়মন্ড হারবার এফসি-র ফুটবলার আকাশ হেমব্রম গোল করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণে ঝাঁজ বাড়ায় অসম। ৫১ মিনিটে গোলকিপারকে একা পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হয় তারা। ৫৭ মিনিটে সুযোগ আসে বাংলার সামনেও। অনবদ্য সেভ করেন অসম গোলকিপার। এরপর ৭৮ মিনিটে অসমের এক ফুটবলারের হেড ক্রসবারে লাগে। ৮৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে অসমকে সমতায় ফেরান ঋতুরাজ। যদিও পেনাল্টি নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এদিকে, ম্যাচ খেলে আড়াই ঘণ্টা জার্নি করে হোটেলে ফেরার পথে যানজটে দীর্ঘক্ষণ রাস্তায় আটকে থাকতে হয় বাংলা দলকে। ক্ষোভ শিবিরে।

চ্যাম্পিয়ন মেয়েরা

প্রতিবেদন : দিঘায় অনুষ্ঠিত অনূর্ধ্ব ১৯ জাতীয় বিচ ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল বাংলার মেয়েরা। ফাইনালে তামিলনাড়ুকে হারিয়ে সেরার শিরোপা জিতল তারা। বাংলার যুব দলের তিন কন্যা শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব জেতেন। বাংলা দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন হুগলির তিন কন্যা সুস্মিতা পাল, রাজশ্রী মিত্র ও সহেলি মল্লিক। মেয়েদের অনূর্ধ্ব ১৪ বিভাগের ফাইনালে পাঞ্জাব ও গুজরাট মুখোমুখি হয়। গুজরাট চ্যাম্পিয়ন হয় পাঞ্জাবকে হারিয়ে।

ভারতই এগিয়ে : সৌরভ

ইডেন খালি যাবে না

প্রতিবেদন : বড় টুর্নামেন্ট। শুধু ঠিক সময়ে সেরা ফর্মে থাকতে হবে। টি-২০ বিশ্বকাপের আগে সূর্যকুমার যাদবের ভারতীয় দলকে সতর্ক করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মতে, ভারতই টুর্নামেন্টের ফেভারিট। খুব শক্তিশালী দল। ব্যাটিং যেমন ভল, তেমনই বোলিং। স্পিন-পেস দুটোই ভাল । সিএবির ভিডিওতে সৌরভ আরও জানান, ২০ দলের টুর্নামেন্ট উপভোগ্য হবে। ইডেনে দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্টে তিনদিনই গ্যালারি ভরেছিল। বিশ্বকাপেও তাই হবে। মানুষ মাঠে আসবে। সৌরভের কথায়, ২০১৬-তে মাঠে ছিলাম। লোকে এখানে খেলা দেখতে ভালবাসে। যে সব দেশ এখানে খেলবে তারাও ইডেনে খেলে খুশি হবে।

পাশার পাশে

প্রতিবেদন : সদ্যপ্রয়াত ইলিয়াস পাশার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়কের সম্মানে একটি প্রদর্শনী ম্যাচের আয়োজন করেছে ইস্টবেঙ্গল। ৬ ফেব্রুয়ারি ক্লাবের নবনির্মিত অ্যাস্ট্রোটার্ফ গ্রাউন্ডের উদ্বোধনের পাশাপাশি এই প্রদর্শনী ম্যাচও হবে। খেলবেন পাশার প্রাক্তন সতীর্থরা। এদিকে, শুক্রবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন নতুন রিক্রুট জেরি। ভিসা সমস্যায় নতুন বিদেশি ইউসেফ। মহামেডান শনিবার থেকে আইএসএলের প্রস্তুতি শুরু করছে।

তিলক ফিট। ছাড়পত্র পেলে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন ৩ ফেব্রুয়ারি

ফিরতে পারেন ঈশান, অনিশ্চিত সঞ্জু

তিরুবনন্তপূরম, ৩০ জানুয়ারি : গ্রিনফিল্ড স্টেডিয়ামে কয়েকদিন আগে ভারত-শ্রীলঙ্কা মেয়েদের ম্যাচ হয়েছে। তাতে একটা জিনিস স্পষ্ট, এখানকার উইকেটে বোলারদের জন্য কিছু না কিছু আছে। তাই এমন উইকেটে বিধ্বংসী ফর্মে থাকা ভারতীয় ব্যাটাররা, বিশেষ করে অভিষেক শর্মা কেমন ব্যাট করেন সেটাই দেখার।

এই উইকেট বরাবরই বোলার ফ্রেন্ডলি। গরম আর আর্দ্রতা সিমারদের সাহায্য করে। পরেরদিকে স্পিনাররাও সুবিধা পায়। এখন প্রশ্ন হল, সূর্যরা কি সিরিজের শেষ ম্যাচকেও টি ২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতি হিসাবে দেখবেন? তাহলে শ্রেয়স আইয়ারকে আরও একটা ম্যাচ বসতে হবে। প্রথম চার ম্যাচের একটিতেও তিনি খেলেননি। সূর্য বলেছেন, তাঁরা বিশ্বকাপ দলে থাকা ক্রিকেটারদেরই এখন প্রাধান্য দেবেন।

সিরিজ ৩-০ হয়ে যাওয়ার পর নিউজিল্যান্ডের আগের ম্যাচে জয় খুব একটা গুরুত্ব পাচ্ছে না। তারা এই ম্যাচের আগে দু-তিনজনকে উড়িয়ে এনেছিল। তার প্রভাব সেভাবে পড়ল কিনা সেটা বোঝা যাবে শনিবারের ম্যাচে। তবে সূর্য কিন্তু বিশাখাপত্তনমের হারকে গুরুত্ব দেননি। তিনি বলেছেন, তাঁরা ১৮০-২০০ রান তাড়া করতে নেমে ২০ রানে ২-৩ উইকেট হারিয়ে বসলে পরিস্থিতি কেমন দাঁড়ায় সেটা বুঝতে চেয়েছিলেন। সবমিলিয়ে তাঁদের একটা পরীক্ষা হয়ে গেল বিশ্বকাপের আগে।

আগের ম্যাচে শিবম দুবে খুব ভাল ব্যাট করেছেন। এখন আর তাঁকে নিয়ে প্রশ্ন ওঠে না, তিনি কী করেন। শিবম বলেছেন খেলতে খেলতেই তিনি মানসিক জোর পেয়েছেন। আর এটা ঘটনা যে, শিবমের জন্য মিডল অর্ডারে শক্তি বেড়েছে। শিবম তাঁর স্লো মিডিয়াম বোলিংয়ে দলকে ফিফথ বোলারের অপশনও দিচ্ছেন। রিঙ্কুর উপরে এসে রান করে যাওয়াটাও সুবিধা দিচ্ছে সূর্যর দলকে। তিনি যে শুধু ফিনিশার নন, সেটা প্রমাণ করতে চাইছিলেন উত্তরপ্রদেশ ব্যাটার। তাতে তিনি আপাতত সফল।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে বর্তমান ভারতীয় দল বড্ড বেশি অভিষেক-নির্ভর হয়ে পড়েছে। আগের ম্যাচে তিনি রান পাননি, ভারত হেরেছে। সূর্যদের এই নির্ভরতা কাটিয়ে উঠতে হবে। আর ঘরের মাঠে হয়তো বসতে হবে সঞ্জু স্যামসনকে। এই সিরিজে ব্যর্থতার মধ্যেই রয়েছেন তিনি। তাঁকে বুঝতে হবে যে ইশান কিশান বলে কেউ আছেন তাঁদের দলে। বারবার ব্যর্থ হলে চেয়ার নড়ে যেতে পারে। শনিবার ইশান দলে ফিরতে পারেন সঞ্জুর জায়গায়। হয়তো অক্ষরও খেলবেন এখানে।

ভারতের ব্যাটিং কোচ সিতাংশু কোটাক অবশ্য সঞ্জুর পাশেই আছেন। তিনি বলছিলেন, সঞ্জু সিনিয়র প্লেয়ার। হয়তো প্রত্যাশিত ফর্মে ছিল না। কিন্তু আমাদের কাজ হল ওকে জায়গা তৈরি করে দেওয়া। আমরা জানি সঞ্জু কী করতে পারে। ইশান আগের ম্যাচে সামান্য চোটে ছিলেন। কিন্তু ফিজিও দেখে জানাবেন তিনি ফিট কিনা। কোটাক ইঙ্গিত দিয়েছেন, ইশান হয়তো খেলবেন।

শনিবার তিরুবনন্তপুরমে সিরিজের শেষ ম্যাচ। তার আগে এদিন শ্রীপদ্মনাভস্বামী মন্দিরে বরুণ, সূর্য, বিষ্ণোই, অক্ষর, রিঙ্কুরা।

মন্দিরে পুজো, বিশ্বকাপের প্রার্থনা সূর্যদের

তিরুবনন্তপূরম, ৩০ জানুয়ারি : তিরুবনন্তপুরমে পৌঁছে শ্রী পদ্মনাভস্বামী মন্দিরে পুজো দিলেন ভারতীয় দলের কয়েকজন ক্রিকেটার। মন্দিরে গিয়েছিলেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব, সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, রিঙ্কু সিং, বরুণ চক্রবর্তী, রবি বিষ্ণোই, ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ-সহ অনেকেই। শনিবার টি ২০ সিরিজের পঞ্চম তথা শেষ ম্যাচ। তার আগে ক্রিকেটারদের এই বিশেষ প্রার্থনা।

এর আগে বিসিসিআই একটি ভিডিও পোস্ট করেছিল। তাতে দেখা যায়, বিমানবন্দরে পা রাখার পর শহরের ছেলে সঞ্জু স্যামসনকে ভিড়ের থেকে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছেন অধিনায়ক সূর্য। ফ্যান আর নিরাপত্তা কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলতে থাকেন, রাস্তা ছেড়ে দিন। কেউ ওকে বিরক্ত করবেন না। কেউ ছবি তুলবেন না। সূর্যর এই কথায় স্পষ্টতই লজ্জা পেয়ে যান সঞ্জু।

সঞ্জুর জন্য প্রচুর মানুষ জড় হয়েছিলেন বিমানবন্দরে। সবাই তাঁকে দেখতে চাইছিলেন। ভিডিওতে দেখা যায়, সূর্য তাঁকে প্রশ্ন করছেন, নিজের শহরে ফিরে কেমন লাগছে? সঞ্জু জবাব দেন, দারুণ লাগছে। এখানে ফিরে সবসময় এরকমই লাগে। তবে এবার একটু বেশি স্পেশাল। সঞ্জু খোলসা না করলেও তিনি সম্ভবত আসন্ন টি ২০ বিশ্বকাপের কথা বোঝাতে চেয়েছেন।

ডি'ককের ১১৫, সিরিজ দলের

■ **সেঞ্চুরিয়ন :** টি-২০ বিশ্বকাপের আগে দুরন্ত ছন্দে কুইন্টন ডি'কক ও দক্ষিণ আফ্রিকা। পার্লে সিরিজের প্রথম টি-২০তে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৭৩ রান হেসেখেলে তুলে দিয়েছিল আইডেন মার্করামের দল। সেঞ্চুরিয়নে দ্বিতীয় ম্যাচে নিজেদের ব্যাটিং শক্তি আরও ভালভাবে পরখ করে নিল গত বিশ্বকাপের রানার-আপ টিম। তিন ম্যাচের সিরিজ জয়ে বড় অবদান কুইন্টন ডি'ককের। ঘরের মাঠে এদিন তাঁর শততম টি-২০ আন্তর্জাতিক ইনিংসে বিধ্বংসী শতরান হাঁকিয়ে দলকে জয় এনে দিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের করা ২২১ রান ১৫ বল হাতে রেখে ৭ উইকেটে জিতে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। নিশ্চিত করল সিরিজও। ডি'কক করলেন ৪৯ বলে ১১৫ রান।

বিশ্বকাপে ৩০০ রানও তুলে দিতে পারে ভারত

অকপট শাস্ত্রী

মুম্বই, ৩০ জানুয়ারি : টি-২০ বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে ৭ ফেব্রুয়ারি শুরু মার্কি টুর্নামেন্ট। সূর্যকুমার যাদবের ভারতকে হট ফেভারিট বলছেন বিশেষজ্ঞরা। টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন হেড কোচ রবি শাস্ত্রী জানিয়েছেন, ভারত এই মুহূর্তে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ব্যাটিং সমৃদ্ধ টি-২০ দল, যারা এই বিশ্বকাপে ৩০০ রানের মাইলফলক অতিক্রম করতে পারে। প্রাক্তন ভারতীয় অলরাউন্ডার ভারতের সঙ্গে একমাত্র অস্ট্রেলিয়াকেই রাখছেন এই তালিকায়।

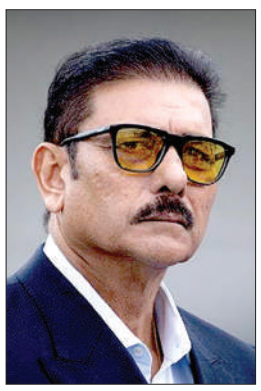

আসন্ন বিশ্বকাপের আগে আইসিসি রিভিউয়ে শাস্ত্রী বলেছেন, আমি মনে করি, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া টি-টোয়েন্টিতে ৩০০ রানের মাইলফলক অতিক্রম করার জন্য উপযুক্ত দল। এই দু'টি দলকেই আমি এগিয়ে রাখব এদের খেলোয়াড়দের ধরন বিবেচনা করে। খুবই বিস্ফোরক ব্যাটসম্যানরা রয়েছে দুই দলে। বিশেষ করে দুই দলেরই টপ অর্ডারে বারুদ রয়েছে। যদি একজন সেখানে ১০০ করে, তাহলে দলের রান ৩০০-র কাছাকাছি পৌঁছে যাবে। ওই ল্যান্ডমার্ক টপকেও যেতে পারে।

চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে বিশ্বকাপে নামার চাপ থাকবে, মানছেন শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, যখন খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে নামতে হয় এবং বিশ্বকাপটা যখন ঘরের মাঠে খেলতে হচ্ছে, তখন চাপ থাকে। চাপটা আসবে যে কোনও জায়গা থেকে। আপনার খারাপ ১৫ মিনিট থাকবে, খারাপ ১০ মিনিটও থাকে, সেটা ম্যাচের ফলাফল নির্ধারণ করতে পারে। তাই ভারত সেই চাপ কীভাবে সামলায়, তারা কীভাবে টুর্নামেন্ট শুরু করে সেটা দেখার। যদি সূর্যরা ভাল শুরু করে এবং পথে যদি কোনও সমস্যাও আসে, তাদের ব্যাটিংয়ে যে গভীরতা আছে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে আনতে পারে।

সল্টের বিশ্বকাপ ভাবনায়

সূর্যরাই ফেবারিট, চ্যালেঞ্জ অভিষেক

লন্ডন, ৩০ জানুয়ারি : অভিষেক শর্মার ব্যাটিং দেখতে তাঁর ভাল লাগে। বিশাখাপত্তনমে চতুর্থ টি ২০-তে অভিষেক শূন্য রানে আউট হয়েছেন। তাঁকে এভাবে ফিরে যেতে দেখে হতাশ হয়েছিলেন ফিল সল্ট।

ইংল্যান্ড ওপেনার বলেছেন, অভিষেকের ব্যাটিং খুব ভাল লাগে আমার। ও প্রথম বলেই ছয় মারতে পারে। উইকেটের মাঝে খুব ভাল ছুটতে পারে। অফ সাইড বা অন সাইডে ভাল শট নিতে পারে। আমি কখনও ওর মতো খেলতে পারব না। অভিষেকও আমার মতো হবে না। তবে আমি ওর খেলা পছন্দ করি।

সল্টের স্ট্রাইক রেট ১৬৯.৫০। অভিষেকের ১৯৭.৩০। সল্ট আগে বলেছিলেন তাঁর লড়াই সূর্যকুমার যাদবের সঙ্গে। এখন লড়াই অভিষেকের সঙ্গে। তিনি এখন বলছেন, সূর্য এক নম্বর ব্যাটার হতে পারে, কিন্তু আমার লড়াই অভিষেকের সঙ্গে। পুরো অন্যরকম ব্যাটার অভিষেক।

বিশ্বকাপে ঘরের মাঠে ভারতকেই ফেবারিট বলছেন সল্ট। তিনি বলেছেন, ভারত শুধু সবথেকে শক্তিশালী দলই নয়, অনেক এগিয়েও। ভারতে গিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে হবে ভেবে তিনি উত্তেজিত।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

31 January, 2026 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
৩১ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

সাধের বাগিচায়

রান্নাঘরে খুন্তি নাড়তে নাড়তে নিজের হাতে তৈরি গাছ থেকে কাঁচালঙ্কা কিংবা ধনেপাতা পেড়ে রান্নায় দেওয়ার আনন্দটা শুধু একজন গৃহিণীই বোঝেন। বাগান করতে বড় নয়, বাড়ি বা ফ্ল্যাটের ছোট্ট পরিসরই যথেষ্ট। তাই এখন অনেকেই ছাদে, ব্যালকনিতে বা জানলার ধারে তৈরি করে ফেলছেন শহুরে সবজি, ফল, ফুলের কোজি বাগান আর কচিকাঁচারাও ইট-কাঠ-পাথরের শহরে পাচ্ছে সবুজের সান্নিধ্য। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

স্কুলের ছাদে ফলানো সবজি দিয়েই পড়ুয়াদের জন্য মিড-ডে মিলে খাবার প্রস্তুতির খবরটা বেশকিছুদিন ধরেই নেট মাধ্যমে ঘুরছে যে সবজি বিশুদ্ধ এবং কীটনাশক বিহীন। কীটনাশক স্প্রে করা বাজারের সবজি সবসময় গরম জলে ধুয়ে তারপর খেতে বলেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁর হ্যাপাও কিছু কম নয়। সেই পথে না হেঁটে হুগলি জেলার বেশ কিছু স্কুলের শিক্ষক এবং পড়ুয়ারা মিলে ছাদেই তৈরি করেছে সবজির বাগান বা আধুনিক পরিভাষায় যাকে বলে কিচেন গার্ডেন। তার মধ্যে অন্যতম তারকেশ্বর ব্লকের একটি সরকারি স্কুল। ওই স্কুলের ছাদের উপর শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা মিলে অভিনব একটি ছাদ বাগান তৈরি করেছে। সেই ছাদ-বাগানে পিয়াঁজকলি, টম্যাটো, মটরশুঁটি, মুলো, রসুন, লঙ্কা, ধনে ও পালং-সহ বিভিন্ন ধরনের ফসল ফলানো হচ্ছে। স্কুলের ছাদে শুধুমাত্র জৈব সার প্রয়োগ করে সবজি ফলিয়েছেন তাঁরা। প্রধান শিক্ষক-সহ অন্যান্য শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা টিফিন টাইমের পর বা ছুটির পরে এই পরিশ্রমসাধ্য কাজটি করেছেন নিয়মিত। এতে করে বাজার থেকে চড়াদামে সবজি কেনার খরচ কমেছে মিডে মিলের খরচটাও সাধ্যের বাইরে যাচ্ছে না সর্বোপরি এই অভিনব কিচেন গার্ডেনের সবজি স্কুল পড়ুয়াদের দিচ্ছে স্বাস্থ্যের আশ্বাস।

আসলে শীতকালে নিজের তৈরি বাগানে হাতে করে শীতসবজি, ফল, ফুল লাগিয়ে পরবর্তীতে সেই সবজি রেঁধে খাওয়া বা সেই ফুল বাড়ির ঠাকুরকে অর্পণ করার আনন্দটাই আলাদা। আমাদের ব্যস্ত শহুরে জীবনের ছোট পরিসরে, যেখানে থাকার জায়গার সংকুলান সেখানে বাগান করার স্বপ্নকে দুরূহ কল্পনাই মনে হত এতদিন। কিন্তু এখন বাড়ির গৃহিণীরা চাইলেই এমন এক স্বাস্থ্যকর উপায় করতেই পারেন। ইদানীং বাজারে অর্গানিক সবজির রমরমা যা বলা হচ্ছে কীটনাশকবিহীন খাঁটি। কিন্তু তাঁর দাম আকাশছোঁয়া। যা সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে। তাই নিজের ছোট্ট পরিসরে সবজি ফলাচ্ছেন অনেকেই। এর জন্য চাই সদিচ্ছা, পরিবারের প্রতি সচেতনতা এবং গাছ সম্পর্কীয় প্রাথমিক জ্ঞান। তারপর গাছই শিখিয়ে নেবে তার বাকি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম যত্ন-আত্তি। আর এই কাজে যদি ছোটদেরও শামিল করেন তাহলে তো কথাই নেই। কারণ ছোটদের সৃষ্টিশীল মনোভাব বাড়িয়ে তুলতে, সু-অভ্যাস তৈরি করতে এবং মনের পজিটিভিটি বাড়াতে গাছের পরিচর্যার চেয়ে ভাল উপায় আর কিছু নেই।

ইদানীং বাগান তৈরির করার ক্ষেত্রে আরবান গার্ডেনিং, কিচেন গার্ডেনিং বা রুফ বা ব্যালকনি গার্ডেন— এই শব্দগুলো খুব শোনা যাচ্ছে। এখন

বারোমাস সবরকম সবজির ফলন হয়। অরগ্যানিক উপায়ে ফসল ফলাতে কিচেন গার্ডেন খুব ভাল উপায়। অনেকেই বাড়ির ছোট্ট ব্যালকনি বা ঘর সংলগ্ন ছাদে বা রান্নাঘরেও প্রয়োজনের সবজিটি ফলিয়ে নিচ্ছেন। কিচেন গার্ডেনিং শুধু শখ নয়, এর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের বহু মহিলা স্বনির্ভরও হয়ে উঠছেন।

কিচেন গার্ডেন

রাঁধতে রাঁধতে দরকারে নিজের তৈরি ছাদবাগানের টব থেকে বা বাড়ির সামনের এক ফালি কিচেন গার্ডেন থেকে দুটো টম্যাটো, একটা কাঁচালঙ্কা, একটু ধনেপাতা তুলে এনে রান্না করার মজাই অন্যরকম। চাইলে বীজ তৈরি করে বা চারা কিনে দু'ভাবেই কিচেন গার্ডেন তৈরির প্রস্তুতি সারতে পারেন।

- বাড়ির সঙ্গে সংলগ্ন ছোট্ট এক ফালি জমিতে বা ফ্ল্যাটের রান্নাঘর লাগোয়া বড় অংশে বা ব্যালকনিতে, ছাদে তেমন জায়গার অভাব হলে রোদ-বাতাস ঢোকে এমন জানলার ধারে বেরিয়ে থাকা অংশে ছোট আকারে বানাতে পারেন কিচেন গার্ডেন।
- ওই অংশে দিনের অনেকটা সময় সূর্যের পর্যাপ্ত আলো পায় কি না মোটামুটি ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা সূর্যলোকে গাছ রাখা সম্ভব কি না সেটা দেখে নিন।
- যদি ফ্ল্যাট সংলগ্ন ছোট্ট একফালি জমি হয় তাহলেও সেই জমির উর্বরতা কতটা সেটা অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দেখিয়ে নিন। বিদেশে বেশিরভাগ বাড়িতে বড়সড় ব্যাকইয়ার্ড থাকে বাগান করার জন্য কিন্তু এদেশে সেই সুবিধা কম।
- ছোট পরিসরে নিজের তৈরি কোজি বাগানে সবজি ফলানো মনের জন্যেও খুব ভাল। বদলে যেতে পারে আপনার নেগেটিভ মাইন্ডসেট। মানসিক চাপ কমিয়ে আপনার মেজাজ হয়ে উঠতে পারে ঝরঝরে।
- প্রথমেই সহজ কিছু সবজি দিয়ে কিচেন গার্ডেন শুরু করুন। শশা, টম্যাটো, লেবু, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, রসুন, ধনেপাতা, পালংশাক লালশাক, বেগুন, গাজর, মুলো ইত্যাদি সবজির থেকে দু তিনটে বেছে নিন।
- যদি নিজে বীজ তৈরি করতে চান তবে তরতাজা পরিপক্ক সবজি বা ফলের বীজ ছাড়িয়ে ধুয়ে ২-৭ দিন ছায়ায় বা হালকা রোদে শুকিয়ে নিন। এরপর বীজগুলো এয়ারটাইট বয়ামে, খাম বা কাগজের প্যাকেটে ঠান্ডা ও শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করুন। এই হ্যাপা না পোহাতে চাইলে বাজার থেকে চারা কিনে নিতে পারেন।
- গাছ সরাসরি মাটিতে রোপণ করলে খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন হয় না কিন্তু টবে গাছ রোপণের ক্ষেত্রে মাটি মেশানোর দিকটা একটু খেয়াল রাখতে হবে।
- একটা জায়গায় দোঁআশ মাটি আর ভার্মি কম্পোস্ট বা জৈব সার বা গোবর সার ভাল করে মিশিয়ে ঝুরঝুরে মাটি করুন। গোবর সার মেশানো মাটিও কিনতে পারেন। এবার টবের ছিদ্রের ওপর প্রথমে এক ইঞ্চি সমান ইটের টুকরো রাখুন এরপর বালি ছড়িয়ে ওর ওপর ঝুরঝুরে মাটি দিন। একটু মাঝ বরাবর মাটি দেওয়া হলে যে গাছ রোপণ করবেন সেটা কেটে আলতো করে প্যাকেট থেকে বের করে নিয়ে বসিয়ে দিন, এবার চারপাশ দিয়ে মাটি দিতে থাকুন।
- পোকামাকড় সরাতে মাটির মধ্যে নিমের খোল দিতে পারেন। নিমের খোল মেশানোর আগে মাটি শুকিয়ে নিন ভাল করে। তারপর নিম খোল মেশান। এটা মাটির স্বাস্থ্য ভাল রাখে। মাটির পুষ্টির জন্য ডিমের খোলার গুঁড়ো, চুন, পটাশিয়ামও মাটির সঙ্গে মেশাতে পারেন। এগুলো আলাদাও দিতে পারেন।
- মাটি সবসময় ভিজে রাখুন, কিন্তু অতিরিক্ত জল দেবেন না বিশেষত শীতকালে মাটি ভেজা থাকলে সামান্য জল দিন।
- সার কখনও গাছের গোড়ায় দেবেন না টবের ধার দিয়ে ছড়ান। গাছের গোড়ায় জল দিন এবং শাখা, প্রশাখা এবং পাতায় জল স্প্রে করুন।

(এরপর ১৮ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
31 January, 2026 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

সাধের বাগিচায়

(১৭ পাতার পর)

■ গাছের বয়স ২০ থেকে ২৫ দিন হলে সাত থেকে দশদিন বাদে বাদে সরষের খোল-পচানো জল দিন। এই জল খুব ভারী হয় তাই এক বড় বালতি জলে মেশাতে হবে সামান্য সরষের খোল-পচানো জল। সেটা বোতলে ভরে টবের চারপাশে স্প্রে করুন।

■ অনেকেই ফ্ল্যাটে থাকেন সেখানে জায়গা থাকে না সেক্ষেত্রে বারান্দায় কোণায় র‍্যাক করে সেখানে গাছ রাখা যেতে পারে।

■ কিচেন গার্ডেনের ক্ষেত্রে সাকসেশন প্ল্যান্টিং বা ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে গাছ রোপণ করতে পারেন এতে সুবিধা হল এক সঙ্গে অনেক ফসল ফলানো সম্ভব। একই সবজি একবারে সব না লাগিয়ে, ১-২ সপ্তাহের ব্যবধানে ছোট ছোট ব্যাচে লাগান। এতে একসঙ্গে প্রচুর ফসল পেকে নষ্ট হবে না, বরং দীর্ঘ সময় ধরে তাজা সবজি পাওয়া যাবে।

■ একটি গাছের উৎপাদন শেষ হলে তা সরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নতুন বীজ বা চারা রোপণ করুন। কিছু সবজি সারাবছর ফলে সেগুলোয় বেশি জোর দিন সঙ্গে কিছু ঋতুভিত্তিক সবজি বা ফলের গাছ করুন।

আরবান গার্ডেনিং

কলকাতার ব্যস্ততম নগরজীবনে আরবান গার্ডেনিং এই মুহূর্তে খুব চলতি একটা বিষয়। একটু চোখ খোলা রাখলেই পথেই চোখে পড়ে ছোট্ট ফ্ল্যাটের জানালার কারনিশে, এক ফালি বারান্দায় ফুলের সাজো সাজো রব। আবার কারো আকাশ-ছোঁয়া ফ্ল্যাটের কেতাদুরস্ত ডাইনিং হলের ঠিক পাশের ঝুল বারান্দার ব্যালকনি একপাশ জুড়ে ফুল বা ছোটখাটো সবজি গাছের সারি। কিচেন গার্ডেনের যখন উপায় নেই তখন এ-যুগের ফ্ল্যাটবাসীরা নিজের ছোট্ট পরিসরে করছেন আরবান গার্ডেনিং, মেটাচ্ছেন শখ।

■ খুব ছোট ছোট ফুল বা সবজি গাছ যা সহজে বাড়বে খুব বেশি যত্নের প্রয়োজন নেই এমন গাছই আরবান গার্ডেনিং-এর উপযুক্ত। পিটুনিয়া, এনকা বা গাদা, কসমস, জিনিয়া, জারবেরা, বেগোনিয়া ধনেপাতা, লেমন গ্রাস, কাঁচালঙ্কা, পুদিনা কিছু পাতা বাহার গাছ এগুলোই মূলত আরবান গার্ডেনিং-এর সহজ ফলন। দ্রুত বাড়ে এবং ছড়িয়ে যায়। এই জাতীয় গাছে খুব বেশি পরিমাণে সূর্যের আলো তেমন লাগে না। রান্নাঘরের জানলার একটা কোণে দিব্যি লাগিয়ে রাখতে পারেন।

■ প্রথমেই টব কিনে টাকা খরচ না করে ঘরে হাতের কাছে থাকা ছোট প্লাস্টিকের জলের ক্যান, রঙের টিন, ছোট বালতি, পুরনো টায়ারেই শুরু করুন রোপণ করা।

■ হাত একটু পাকলে তখন মাটির বা সেরামিকে পট নিতে পারেন তবে মাপে ছোট নিন। টবে গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে একটা বিষয় মাথায় রাখবেন, মাটি, প্লাস্টিক, সেরামিক টব যা-ই হোক, সেটা ভাল মানের হতে হবে। না হলে তা ফেটে যাবে কিছুদিনেই।

■ প্লাস্টিকের ঝুড়ি ও লম্বা টবে সবজি ফলাতে পারেন অনায়াসে। নীচে রাখার অসুবিধে হলে ব্যালকনির ধারে ঝুলিয়ে দিন। টম্যাটো, করলা, ঢ্যাঁড়শ, বরবটি, কাঁচালঙ্কা, ধনেপাতা। ধনেপাতার ফলন ভাল হবে শহুরে বাগানে। পাকা হাত হলে হবে ফুলকপির মতো সবজিও।

■ রান্নাঘরে জানালায় একটা বড় কাচের বয়ামে, সরু মুখের বোতলে, লম্বা কাচের জলের গ্লাসে বা ম্যাসন জারেও গাছ লাগাতে পারেন।

■ নিখরচায় আপনার সাধের বাগানের জন্য সার তৈরি করে নিন। রান্নাঘরের রোজকার খাওয়ার সবজির, শাক-পাতার ধোয়া জল, চাল-ধোয়া জল, চায়ের ব্যবহার করা চা-পাতা, পেঁয়াজের খোলা, ডিমের খোলা, সবজির খোলা কোনও একটা জায়গায় জমিয়ে রাখুন, সেগুলো ঘরোয়া সার হিসেবে গাছে দিন। খুব ভাল ফলন হবে। আবার টাটকা সারের সঙ্গে এগুলো মিশিয়ে গাছের গোড়ায় দিলেও ফলন ভাল হবে।

শিশুকে দিন বাগান পরিচর্যার ভার

পর্তুগালে ৩২০০ শিশুকে নিয়ে চালানো হয়েছিল একটি সমীক্ষা। তাদের জন্মের সময় থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত বারবার পরীক্ষা করা হয়। এই শিশুদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার পাশাপাশি, নজর রাখা হয় তাদের বাড়ির উপর। সমীক্ষার শেষে দেখা গিয়েছিল যে-সব শিশু ছোট থেকে সবুজের সান্নিধ্যে বড় হয়েছে বা সে ছোট থেকেই গাছের পরিচর্যায় আগ্রহী তাদের ফুসফুসের স্বাস্থ্য অন্যদের তুলনায় ভাল। অপর একটি গবেষণা অনুযায়ী বাড়ির ছোট্ট পরিসরে একটু সবুজের সমাহার বাড়ির বাড়ন্ত শিশুদের জন্য খুব উপকারী। বাচ্চাদের চারপাশে সবুজ থাকলে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সবল হয়।

অন্য একটি সমীক্ষা বলছে জন্মের পর প্রথম দশ বছর যে শিশু যত বেশি সবুজের কাছাকাছি থাকবে, ততই উন্নত হতে থাকবে তার স্বাস্থ্য। বাড়িতে চারপাশে যত বেশি সবুজ দেখবে ততই শিশুর চোখ বেশি ভাল হবে।

■ মানসিকভাবে সবল এবং পজিটিভ করে তুলতে, সবুজ বাঁচাতে এবং শিশুকে ছোট থেকেই সবুজায়নের পাঠ দিতে বাড়ির বাগান পরিচর্যার সঙ্গী করতে পারেন সন্তানকেও।

■ আপনার সন্তান যে ফুল পছন্দ করে বা সবজি খেতে পছন্দ তার কোনও একটা নিয়েই প্রথম শুরুটা করুন। এতে ওঁর আগ্রহ বাড়বে। সহজভাবে যত্ন ছাড়া হবে এমন গাছের পরিচর্যার ভারই দিন। সবজি, ফুল তোলার সময়ও আপনার সন্তানকে সঙ্গে রাখুন। শিশুকে নিজে হাতে চারাগাছ রোপণ শেখান।

■ গাছের টবের যত্ন সঙ্গে লেবেলিং এই দায়িত্বগুলো দিন। এতে শিশু মিলেমিশে চলার অভ্যেস রপ্ত করবে। ভবিষ্যতে আপনার ছোট্টটি অনেক বেশি স্বনির্ভর এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠবে।

■ রাসায়নিক সারের বদলে জৈব সার সম্পর্কে শিশুকে ধারণা দিন। প্রতিটা গাছের বৈশিষ্ট্য এবং গাছের চরিত্র সম্পর্কে জানতে সাহায্য করুন। যাতে সেও গাছের পরিচর্যায় আগ্রহী হয় এতে আপনার সন্তানের মোবাইলের প্রতি আসক্তি বাড়বে না।

■ বাগান পরিচর্যার সময় তাকে ছোট ছোট টাস্ক দেওয়া যেতে পারে। যেমন, আগাছা পরিষ্কার করা, মাটি আলগা করে দেওয়া। বাগান পরিচর্যায় সময় সরঞ্জামগুলো হাতের কাছে এগিয়ে দেওয়া। গাছের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি নতুন গাছ চিনতে শেখান।

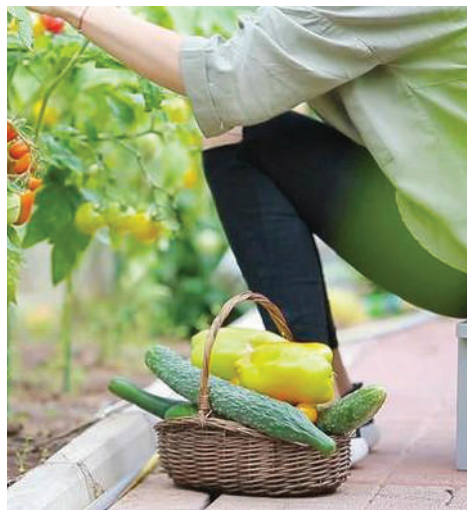

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

31 January, 2026 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৩১ জানুয়ারি ২০২৬
শনিবার

প্রকৃতিই যাঁদের বাগান

শুধু বাড়িতে-ছাদে-ব্যালকনিতেই নয়, মহিলারা প্রকৃতির কোলেও গোটা একটা বাগান, একটা জঙ্গল গড়ে তুলতে সক্ষম। কৃষির মতো নারী-বিবর্জিত পেশায় তাঁরা একনম্বরে। গড়েছেন নজির। লিখলেন **প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী**

শুধু বাড়ির বাগান কেন, মাঠ-ময়দানও এখন নারীর দখলে। এমন অনেক নারী রয়েছেন প্রকৃতিই যাঁদের শখের বাগিচা। কঠোর পরিশ্রম, অদম্য জেদ এবং মাটির প্রতি টান— এই তিনের সমন্বয়ে তাঁরা প্রকৃতির বুকে এনেছেন নিঃশব্দ বিপ্লব। কৃষিক্ষেত্র যেখানে মেয়েরা এতদিন ছিলেন ব্রাত্য, আজ তাঁরাই হলেন তার মেরুদণ্ড। আমাদের দেশের এবং এই রাজ্যে সেইসব মহিলা কৃষক আজ ভারতের গর্ব। পেয়েছেন বহু সম্মান। তাঁরা দেখিয়েছেন আধুনিক প্রযুক্তি নয় প্রকৃতিকে ভালোবাসাই হল কৃষির সাফল্যের মূল মন্ত্র, তার আসল চাবিকাঠি।

কোল্লাক্কাল দেবকী আম্মা— বনায়ন ও কৃষিবিপ্লবের নতুন দিগন্ত

ভারতের কৃষি ও পরিবেশ রক্ষায় নারীদের অসামান্য অবদানের তালিকায় ২০২৬ সালে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে সংযোজিত হয়েছেন কেরালার আলাপুঝা জেলার কোল্লাক্কাল দেবকী আম্মা। কৃষিক্ষেত্রে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে তাঁর আজীবনের সাধনার স্বীকৃতিস্বরূপ ২০২৬ সালে পেয়েছেন পদ্মশ্রী সম্মান।

কেরলের আলাপুঝার বাসিন্দা দেবকী আম্মা আজ কেবল ভারতের নয়, বরং সারা বিশ্বের পরিবেশপ্রেমীদের কাছে এক বিস্ময়। যেখানে আধুনিক মানুষ নগরায়ণের জন্য গাছ কাটতে ব্যস্ত, সেখানে তিনি গত কয়েক দশকে নিজের চেষ্টায় গড়ে তুলেছেন এক বিশাল অরণ্য। দেবকী আম্মার এই যাত্রা শুরু হয়েছিল আশির দশকে। একটি পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর তিনি দীর্ঘকাল বিছানায় শয্যাশায়ী ছিলেন। চিকিৎসকরা তাঁকে চলাফেরা করতে নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু মাটির প্রতি টান তাঁকে ঘরে আটকে রাখতে পারেনি। সুস্থ হওয়ার পর তিনি বাড়ির পেছনের পতিত জমিতে চারা রোপণ শুরু করেন। যা আজ ৫ একরেরও বেশি জমিতে বিস্তৃত এক গভীর অরণ্যে পরিণত হয়েছে। দেবকী আম্মা কেবল গাছ লাগাননি, তিনি একটি আস্ত 'ইকোসিস্টেম' বা বাস্তুতন্ত্র তৈরি করেছেন। তাঁর এই বনে রয়েছে— আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত শত শত প্রজাতির দুর্লভ গাছ। এমন অনেক গাছ তিনি সংরক্ষণ করেছেন যা কেরল থেকে বিলুপ্ত হতে বসেছিল। বনের ভেতর প্রাকৃতিকভাবে জন্মানো বিভিন্ন পাহাড়ি ফল ও সবজি যা স্থানীয়দের পুষ্টির জোগান দেয় তাও ছিল তার সংরক্ষণের আওতায়। দীর্ঘ কয়েক দশকের নিঃস্বার্থ সেবার স্বীকৃতি তিনি পেয়েছেন আরও

দেবকী আম্মা

অনেক সম্মান। তিনি প্রমাণ করেছেন একজন সাধারণ নারী যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন, তবে তিনি একাই একটি বনাঞ্চল তৈরি করে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারেন। দেবকী আম্মা মনে করেন কৃষি এবং বন একে অপরের পরিপূরক। তিনি তাঁর জমিতে কোনও রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন না। বনের ঝরাপাতা থেকে তৈরি হওয়া জৈব সারই তাঁর গাছের প্রধান খাদ্য। তিনি গ্রামীণ নারীদের শিখিয়েছেন কীভাবে 'ফরেস্ট ফার্মিং' বা বনাঞ্চলভিত্তিক কৃষিকাজ করতে হয়।

কৃষিকাজে নারীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভূমিকায় তার অবদান অপরিসীম। কাবেরী আম্মার মতো কৃষকরা দেখিয়ে দিয়েছেন যে, কৃষি কেবল ল্যাবে তৈরি হওয়া কোনও প্রযুক্তি নয়। এটি প্রকৃতির সাথে মানুষের একটি নিবিড় সম্পর্ক। তাঁরা যখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের সাথে মতবিনিময় করেন, তখন প্রথাগত অভিজ্ঞতার সাথে আধুনিক বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটে। এই 'এথনো-এগ্রিকালচার' বা লোক-কৃষিই ভবিষ্যতে জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় আমাদের প্রধান অস্ত্র হতে পারে।

শামিমা ও আনোয়ারা বেগম— আলু চাষে আধুনিকতার ছোঁয়া

পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলাকে বলা হয় রাজ্যের 'আলু ভাণ্ডার'। কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে এখানকার কৃষকরা পুরনো পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে আসছিলেন, যার ফলে অনেক সময় ফসলের গুণমান ভাল হত না এবং রোগ-বালাইয়ের প্রাদুর্ভাব বেশি হত। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এগিয়ে আসেন শামিমা বেগম এবং আনোয়ারা বেগম। তাঁরা প্রচলিত ধ্যান-ধারণা সরিয়ে আলু চাষের সর্বোত্তম পদ্ধতি বা 'বেস্ট প্র্যাকটিসেস' গ্রহণ করেছেন।

তাঁদের এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিল রোগমুক্ত উন্নত জাতের বীজ নির্বাচন। সাধারণত আলু চাষে 'ঝলসানো রোগ' বা লেট ব্লাইট (Late Blight) একটি বড় সমস্যা। শামিমা ও আনোয়ারা আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বুঝতে পারেন যে, সঠিক দূরত্ব বজায় রেখে চারা রোপণ করলে এবং সুষম পরিমাণে সারের ব্যবহার নিশ্চিত করলে এই রোগের প্রকোপ অনেকটাই কমানো সম্ভব। তাঁরা কেবল নিজেদের জমিতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেননি, বরং রাসায়নিক কীটনাশকের অতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে পরিবেশবান্ধব ও টেকসই চাষের দিকে মন দিয়েছেন। এর ফলে তাঁদের হেক্টর প্রতি ফলন যেমন বেড়েছে, তেমনি উৎপাদন খরচ কমে আসায় লাভের পরিমাণও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের এই দৃষ্টান্ত দেখে গ্রামের অন্য কৃষকরাও এখন দামি ওষুধের পেছনে না ছুটে বৈজ্ঞানিক উপায়ে রোগ দমনে উৎসাহিত হচ্ছেন।

সুজাতা প্রামাণিক— রুক্ষ মাটিতে বিজ্ঞানের প্রয়োগ

পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার চন্দ্র গ্রামের সুজাতা প্রামাণিক কৃষিক্ষেত্রে নারী ক্ষমতায়নের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর এই অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা হয় ২০১৯-'২০ সালে, যখন তিনি কৃষিবিদ্যার ওপর জীবনের প্রথম প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান তাঁকে একজন সাধারণ কৃষকের থেকে দক্ষ কৃষি বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে ২০২০-'২১ সালে তিনি 'আইএলআরজি' (ILRG) প্রকল্পের আওতায় উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতে একজন 'কমিউনিটি অ্যাগ্রোনোমিস্ট' বা গোষ্ঠী কৃষিবিদ হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। নারী ক্ষমতায়নের এই বিশেষ উদ্যোগটি সুজাতার ব্যক্তিত্বে এক আমূল পরিবর্তন এনেছে, যা তাঁকে সামাজিকভাবে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী ও মর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছে। বর্তমানে তিনি কেবল নিজের জমিতে চাষাবাদই করছেন না, বরং একজন প্রশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ হিসেবে অন্য কৃষকদেরও আধুনিক চাষপদ্ধতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করছেন।

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
31 January, 2026 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রকৃতিই যাঁদের বাগান

(১৯ পাতার পর)

সুজাতার প্রধান কাজ হল জটিল বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলোকে সহজ ভাষায় প্রান্তিক কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তাঁরা কৃষকদের শিখিয়েছেন যে, চাষ শুরুর আগে মাটির স্বাস্থ্য পরীক্ষা (Soil Testing) করা কেন জরুরি। মাটির চরিত্র না বুঝে যথেচ্ছ সার ব্যবহারের বদলে সুষম পুষ্টি নিশ্চিত করা এবং রুক্ষ মাটিতে জলসেচের সঠিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাঁরা কৃষিতে আমূল পরিবর্তন এনেছেন। বিশেষ করে 'কম জলে অধিক ফলন' দেওয়ার প্রযুক্তিগুলো তাঁরা জনপ্রিয় করে তুলেছেন। সুজাতা প্রমাণ করেছেন যে, পরিশ্রমের সাথে যদি মেধা ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটে, তবে প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে লড়াই করেও সোনা ফলানো সম্ভব। তাঁদের প্রচেষ্টায় স্থানীয় কৃষকদের কাছে চাষবাস এখন আর কেবল কায়িক শ্রম নয়, বরং একটি প্রযুক্তি-নির্ভর লাভজনক পেশা।

হাসনেয়ারা বিবির সাফল্যের কাহিনি

পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার পশ্চিম ঘুঘুমারি গ্রামের হাসনেয়ারা বিবির সাফল্যের কাহিনি গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন ও আধুনিক কৃষির এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁর এই যাত্রা শুরু হয় মূলত দু'বছর আগে, যখন অলাভজনক সংস্থা 'সাতমাইল সতীশ ক্লাব ও পাঠাগার' এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা CIMMYT-এর SRFSI প্রকল্পের মাধ্যমে তিনি উন্নত চাষাবাদের প্রশিক্ষণ পান। এই প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব ও লাভজনক প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো। হাসনেয়ারা বিবি তাঁর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে মিলে 'জিরো টিলেজ' বা বিনা চাষে বীজ বপন এবং যান্ত্রিক উপায়ে ধান রোপণের মতো আধুনিক কৌশলগুলো রপ্ত করেন। এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে তাঁর গমের ফলন আগের তুলনায় প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা তাঁকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে বড় অনুপ্রেরণা জোগায়।

কৃষিকাজে এই অভাবনীয় সাফল্যের পর হাসনেয়ারা আর কেবল সাধারণ কৃষকের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তিনি একজন কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ও তাঁর দলের সদস্যরা একটি ধানের চারা উৎপাদন কেন্দ্র বা রাইস সিডলিং এন্টারপ্রাইজ গড়ে তোলেন, যেখান থেকে তাঁরা অন্য কৃষকদের যান্ত্রিক রোপণ পরিষেবা প্রদান করে একটি লাভজনক ব্যবসা পরিচালনা করছেন। বর্তমানে তিনি ধান ও গমের পাশাপাশি পাটচাষেও সফল হয়েছেন এবং চাষাবাদে প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারে অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছেন। এমনকী ধানের পোকামাকড় দমনের জন্য তিনি উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরি মোবাইল অ্যাপও সফলভাবে ব্যবহার করছেন। তাঁর এই পরিশ্রম ও মেধা তাঁকে এতটাই স্বচ্ছলতা এনে দিয়েছে যে, তিনি নিজের উপার্জিত অর্থ দিয়ে স্বামীর জন্য একটি মোটরসাইকেল কিনতে পেরেছেন, যা তাঁর জীবনের অন্যতম গর্বের মুহূর্ত। হাসনেয়ারা বিবির এই উত্তরণ আজ অনেক নারীর কাছে স্বনির্ভর হওয়ার অনুপ্রেরণা।

শামিমা

রাহীবাই পোপেরে

কিষান চাচি

সুজাতা প্রামাণিক

হাসনেয়ারা

রাহিবাই পোপেরে—'বীজ জননী'

ভারতের মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামের নাম কোন্ডভানে। সেই গ্রাম থেকেই উঠে আসা এক অদম্য নারীর নাম রাহিবাই পোপেরে, যাঁকে আজ সারা বিশ্ব 'বীজ জননী' বা 'Seed Mother' হিসেবে চেনে। তিনি কেবল একজন কৃষক নন, তিনি মাটির আদি ঘ্রাণ আর বিশুদ্ধ খাবারের রক্ষক। রাহিবাই পোপেরে কখনও স্কুলের চৌকাঠ মাড়াননি। কিন্তু প্রকৃতির পাঠশালায় তাঁর জ্ঞান আকাশছোঁয়া। আধুনিক কৃষির নামে যখন হাইব্রিড বীজ আর রাসায়নিক সারের রমরমা, তখন রাহিবাই লক্ষ্য করেন যে তাঁর নাতি-নাতনিরা ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তিনি বুঝতে পারেন, এই বিষাক্ত রাসায়নিক সার আর জিনগতভাবে পরিবর্তিত বীজের কারণেই মানুষের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমছে। তিনি মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন গ্রাম ও জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বের করেন হারিয়ে যাওয়া সব দেশীয় বীজ। তিনি নিজের বাড়িতেই গড়ে তুলেছেন এক বিশাল বীজ ব্যাঙ্ক। বর্তমানে তাঁর কাছে ১৭টি ভিন্ন ফসলের ৫৪টিরও বেশি প্রজাতির এবং প্রায় ২০০-র বেশি বৈচিত্র্যের দেশীয় বীজ সংরক্ষিত আছে। এর মধ্যে রয়েছে বিরল প্রজাতির ধান, বাজরা, তিল এবং বিভিন্ন সবজি। রাহিবাইয়ের সংরক্ষিত বীজগুলো কেবল পুষ্টিকরই নয়, এগুলি জলবায়ু সহিষ্ণু। তাঁর দেশীয় বীজ দিয়ে চাষ করতে হাইব্রিড বীজের তুলনায় অনেক কম জল লাগে। মহারাষ্ট্রের খরাপ্রবণ অঞ্চলে তাঁর এই বীজগুলো কৃষকদের কাছে আশীর্বাদ, কারণ এগুলি কোনও রাসায়নিক ছাড়াই প্রকৃতির প্রতিকূলতায় টিকে থাকতে সক্ষম।

রাহীবাই কেবল নিজে বীজ সংরক্ষণ করে বসে থাকেননি। তিনি গঠন করেছেন একটি স্বনির্ভর গোষ্ঠী, যার মাধ্যমে তিনি হাজার হাজার নারী কৃষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। তিনি নারীদের শিখিয়েছেন কীভাবে কেঁচো সার এবং নিম তেলের মতো প্রাকৃতিক কীটনাশক ব্যবহার করতে হয়। তিনি কয়েক হাজার পরিবারকে তাঁদের উঠোনে বিষমুক্ত সবজি চাষের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। রাহীবাই পোপেরের এই নিঃশব্দ বিপ্লব কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিবিসি (BBC) তাঁকে বিশ্বের ১০০ জন প্রভাবশালী নারীর তালিকায় স্থান দেয়। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (ICAR) তাঁকে শ্রেষ্ঠ কৃষকের সম্মান প্রদান করে।

কিষান চাচি—রাজকুমারী দেবী

বিহারের রাজকুমারী দেবী, যিনি সারা ভারতে 'কিষান চাচি' নামে পরিচিত, তাঁর গল্পটিও অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। আর পাঁচটা গ্রামের সাধারণ গৃহবধূ বা চাষি-বউদের মতোই জীবন ছিল মুজফফরপুরের আনন্দপুর গ্রামের রাজকুমারী দেবীর। একটা সময় পড়াশুনো করে শিক্ষিকা হওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। কিন্তু পরিবারের আর্থিক অনটনে তাঁর লক্ষ্যবদল হয়। তিনি স্বামীর সঙ্গে মাঠে কৃষিকাজে সাহায্য করতে শুরু করে এবং নিজেও চাষেবাসের কাজ শিখতে থাকেন। পরবর্তী জৈব পদ্ধতিতে চাষ শুরু করলেন। তাঁর এই নতুন ভাবনা এবং চাষে সাফল্য তাকে আশপাশের অঞ্চলে পরিচিতি এনে দেয়। এরপর ফুড প্রসেসিং নিয়ে প্রশিক্ষণ নেন স্বাধীনভাবে স্বল্প পুঁজিতে কাজ শুরু করেন। সেই সময় তিনি সাইকেলে করে ঘুরে ঘুরে মহিলাদের কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি কেবল ফসল ফলাননি, বরং সেই ফসল থেকে আচার, জ্যাম এবং মুরব্বা তৈরি করে বাজারজাত করার শিক্ষা দিয়েছেন। যে যে নতুন পদ্ধতিতে কৃষির ফলনের উন্নতি করা যায় তার সবটা হাতে ধরে বিহারের মহিলাদের শিখিয়েছেন। তাঁর কারণেই ওই রাজ্যের ৩০০-র বেশি মহিলা আজ অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন এবং স্বনির্ভর। তৈরি করেছেন মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠী। এখন তিনি মাশরুম থেকে শুরু করে আরও নানা সবজির ফার্মিংয়ের মাধ্যমে বহু মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য পেয়েছেন পদ্মশ্রী-সহ আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্মান।